বাঙ্গালী।

(সামাজিক নাটক)

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

(প্রথম সংস্করণ)

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ৬ই চৈত্র, সন ১৩৩২ সাল।

চৈত্র সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য ১৲এক টাকা।

প্রকাশক—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

২৪ নং চোরবাগান সেকেণ্ড লেন,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

দি ইউনিয়ন আর্ট প্রেস,

৯৬ নং বিডন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

"কর্ম্মী বাঙ্গালী"।

"অপরের দুঃখজালা হবে মিটাইতে,
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।"

"দেশবন্ধু"।

উৎসর্গ পত্র।

রাঙ্গালী-গৌরব,—আদর্শ বাঙ্গালী,—দেশবন্ধু—

স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাস মহাত্মার উদ্দেশে

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দেব!

বড় আশা ছিল, বাঙ্গালীর জাতীয় চিত্র "বাঙ্গালী"—বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত বন্ধু আপনি,—আপনারই উপস্থিতিতে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীদের সম্মুখে ধরিব। মনের এ মর্ম্মান্তিক ভীষণ দুঃখ মনেই রহিয়া গেল! মনের এ দারুণ ক্ষোভ এ জীবনে কখনো যাইবে না—যাইবারও নয়। কিন্তু—

আপনি এক্ষণে স্বর্গবাসী, দেবপদে প্রতিষ্ঠিত,—সুতরাং দেবতার মত অন্তর্য্যামী। আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন, "বাঙ্গালী"-চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিয়া কল্পনায় আপনাকেই হৃদয়াসনে বসাইয়া লেখনী চালনা করিয়াছিলাম। আপনার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিবানিশি আমার মনে জাগিতেছে! সেই স্বার্থত্যাগের ছায়ামাত্র লইয়া আমি হতভাগ্য দীন বাঙ্গালী "দীনদাসকে" আঁকিয়াছি। দেশের কোনও কার্য্য করিবার শক্তি, সামর্থ্য, সাহস আমার নাই। তবে, মুক্তকণ্ঠে আজ আমি জগৎসমক্ষে প্রচার করিতেছি,—আমি প্রকাশ্যে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার সময় ও সুযোগ না পাইলেও,—হীন ব্যাধ একলব্যের মত মনে মনে আপনাকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনারই শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। জীবনে কখনো সে কার্য্যে তিলমাত্র সাফল্য লাভ করিতে পারিব কি না,—তাহা জানিনা। তবে, কাঠবিড়ালীর সাগর-বন্ধনের মত কখনো কোনরূপে এ অসার হীন জীবন যদি দেশের কোনও কাজে লাগাইতে পারি,—সে আপনারই প্রচারিত শিক্ষার ফলে এবং আপনারই আশীর্ব্বাদে হইবে।

গত বৎসর মঙ্গলবার ২রা আষাঢ় তারিখে,—প্রায় রাত্রি ন'টার সময় এ্যাল্‌ফ্রেড্ রঙ্গমঞ্চে মিনার্ভা থিয়েটার অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত কতকগুলি খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া কোন একটী সদনুষ্ঠানকল্পে অভিনয় করিতেছিলেন। অনেকগুলি নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলীর অভিনয় এবং নৃত্যগীতান্তে আমারই রচিত "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" নাটিকার নির্ব্বাচিত একটী দৃশ্যের অভিনয়ে (কৃষক ও কৃষকপত্নীগণ) গান গাহিল—

"আমরা গাঁয়ে ব'সে বুনছি ফসল, তোমরা খাচ্ছ ব'সে সহরে"

ইত্যাদি—ইত্যাদি—

গানখানি সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই "বিশ্বমিত্র" পত্রিকার সম্পাদক প্রেক্ষাগৃহে অকস্মাৎ আসিয়া সমবেত দুই সহস্র ভদ্রলোকের মধ্যে প্রচারিত করিলেন,—"দেশবন্ধু আর ইহজগতে নাই।" হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপতন হইলেও বোধ হয় লোকে এমন চমকিত হয়না! দেখিতে দেখিতে প্রেক্ষাগৃহ শূন্য হইয়া গেল,—অভিনয়ও বন্ধ হইল। আমি স্তব্ধ হইয়া, যেখানে বসিয়াছিলাম, সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। কেবল কাণের কাছে আমার ঐ গানখানি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। একবারও মনে হইলনা যে, রঙ্গালয়ের নটনটীর মুখে এ সঙ্গীত শুনিলাম; মনে হইলনা,—এ সঙ্গীত আমার রচনা! তখন সত্যই মনে হইল,—যাদের জন্য আপনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—যাদের দুঃখে আপনার দয়ার্দ্র হৃদয় পাপধরায় চিরদিন কাঁদিয়া গিয়াছে,—সেই দুঃখদৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি কৃষক ও কৃষকপত্নীদের প্রতিনিধি হইয়া আপনিই এই সহরবাসীদের জলদগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন,—

(আমরা) গাঁয়ে ব'সে বুন্‌ছি ফসল (তোমরা) খাচ্ছ ব'সে সহরে।
ম্যালেরিয়ায় ম'চ্ছি ভুগে, (তোমরা) আরাম ক'চ্ছ "মটরে"॥
দিচ্ছি যোগান্ খেটে খেটে, (তোমরা) নিজেরা সব নিচ্ছ বেঁটে;
পেটে খেতে পাইনে মোটে, (তোমরা) চালান্ দিচ্ছ সদরে;—
খালি, ভ'রে আঁচ্‌লা, টাকার পোঁট্‌লা, তুলছ নিজেদের ঘরে॥
পরের তরে ক'র্ব্বনা চাষ, যদি, কোট্ ধরি ভারি,
(তখন) কোথায় রবে ব্যবসা পাটের, চালের আড়ৎদারি?
চাষীদের সব ক'রে ঘাল,
লুট্‌লে কড়ী এতকাল;
(আর) চ'লছেনা সাবেকি চাল,
চোখ ফুটেছে চারিধারে;—

"পয়সা" কিম্বা "গতর" বড়,
(হবে) বোঝাপড়া এবারে।

বাঙ্গালী আপনাকে পাইয়াছিল, তাই বাঙ্গালী চিরধন্য! বাঙ্গালী আপনাকে অসময়ে হারাইল, তাই বাঙ্গালী চিরদুঃখী! আর আমার "বাঙ্গালীর" অন্য কিছু থাক্ অথবা নাই থাক্,—আপনার চরণোদ্দেশে তাহাকে যে সাহস করিয়া উৎসর্গ করিলাম, সেই জন্য নিশ্চয় সে পবিত্র, সে সুন্দর,—সে সবাকার বরেণ্য হইয়াছে! দেব! "বাঙ্গালীকে" **"বাঙ্গালীর শত্রুরা"** যতই দাবিবার বা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করুক,—"বাঙ্গালী" নিজের শক্তিতে এবং আপনার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই সবাকার বড় হইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে! আর আমার বিশ্বাস,—"বাঙ্গালীর শত্রুরা" তাহাকে যত দোষের আধার বলিয়াই জগতে প্রচার করুক,—আপনার কাছে সে কখনই অনাদৃত হইবে না! দয়াময়! বাঙ্গালী দীন ভক্তের "বাঙ্গালী" শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করুন,—তাহার জীবনজনম সার্থক হোক্! ইতি,

আপনার শরণাগত—

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত,—মৎপ্রণীত "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" নামে নাটিকার ভূমিকায় যদিও আমি এই "বাঙ্গালী" নাটকসম্বন্ধে এক রকম সমস্ত কথাই ব'লেছি,—তথাপি, সে সম্বন্ধে আরও গুটীকতক কথা না ব'লে থাকতে পাচ্ছিনা। "বাঙ্গালী" সম্পূর্ণ নাটকখানি এত বৃহৎ হ'য়েছিল যে,—তা'র শুধু প্রস্তাবনাংশটুকু নিয়ে একখানি নাটিকা (কৃতান্তের বঙ্গদর্শন) প্রায় তিন ঘণ্টা সময় নিয়ে অভিনীত হ'য়ে থাকে। বাকী যে অংশটী ছিল,—তা'র যদি কিছু বাদ না দিয়ে (as it is) অভিনয় করা হয়,—তা'হ'লে দুখানি বড় নাটকের অভিনয়ের সময় লাগে। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয়, উক্ত "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" নাটিকাভিনয়ে আশাতীত সাফল্য দেখে,—এই "বাঙ্গালী" সম্পূর্ণ নাটক থেকে আর একটী অংশ নিয়ে দুই অঙ্কে সমাপ্ত—সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে আর একখানি নাটকের অভিনয় ক'রতে ইচ্ছা ক'রেছিলেন! পরে, নানা সুহৃদের পরামর্শে ও বিস্তর তর্কবিতর্কের পর,—স্থির হ'ল,—"বাঙ্গালী" নাটককে আর কিস্তিবন্দীতে সাধারণসমক্ষে বের না ক'রে,—একেবারে সম্পূর্ণ নাটকেই অভিনয় করা হবে। হ'য়েছেও তাই।

"বাঙ্গালীকে"—অর্থাৎ—একটা মস্ত জাতিকে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'র্ত্তে ব'সেছি;—সুতরাং, সে জিনিষ যে,—লেখার মুখে বৃহৎ ব্যাপারে দাঁড়াবে, সেটা বোধ হয় কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বোঝাতে হবেনা। এ ব্যাপারে অনেক—অনেক—অনেক "বাঙ্গালীকে" জব্দ' করেছিলুম; অনেক—

অনেক—অনেক কথা,—সেই সকল "বাঙ্গালীর" মুখ দিয়ে বলিয়েছিলুম! কিন্তু —যে বাজার প'ড়েছে,—তা'তে—এক সঙ্গে এত কথা বলেই বা কখন্— আর শোনেই বা কে? বিশেষতঃ,—দেশের কথা বা জাতির কথা,— নাট্যজগতে এ দু'টোরই আলোচনা মহাপাপ,—তা' সে যত নির্দ্দোষ-ভাবেই হো'ক্—বা সরল—সোজা কথাতেই হোক্! "বাঙ্গালী"—চিত্র আঁক্‌তে ব'সে আমি বিস্তর "বাঙ্গালী" (Characters) জড় করেছি; তাদের দ্বারা আমার অর্থাৎ (বাঙ্গালী জাতির) সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্যের অনেক রকম কথা বলিয়েছি,—আমি কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে কতক লোককে তা'দের ভেতর থেকে একেবারে সরিয়ে দিই,—বা তাদের বেশী কথা বল্‌বার মুখে নিজের হাতে তাদের মুখ চেপে ধরি? কাজেই, "কাট্—ছাঁট্ করা," "বাদ দেওয়া," "মানানো জুনানো,"—"রাখা—বিদায় করা"রূপ মহাকার্য্যের ভার—সানন্দে আমি আমার পরম মিত্র, পরম মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্র বাবু এবং আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহাস্পদ শ্রীমান কালীপ্রসাদ ঘোষ বি,এস্,সি, বাবাজীবনের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। উপেন্দ্রবাবু—থিয়েটারের "মালেক্"; তার ওপোর—তিনি চিরদিন আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেন,—আমার নাটকের তিনি বিশেষ রকম পক্ষপাতী;—সুতরাং আমার নাটক নিয়ে তিনি যে খুব পরিশ্রম ক'র্‌বেন, এ আর বিচিত্র কি? কিন্তু ঐ নবীন যুবক কালীপ্রসাদ,— ইনি আমার নাটক নিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে বহুদিন যাবৎ অহোরাত্র এত পরিশ্রম ক'রেছেন,—"বাঙ্গালীকে" বাঙ্গালীর মনের মতন ক'রে "সাজিয়ে গুজিয়ে" বঙ্গসমাজে বের ক'র্‌তে,—এত মস্তিষ্ক চালনা করেছেন,—সে জন্য ও'কে কি ভাবে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাবো,—তা' আমি ভেবে ঠিক ক'র্‌তে পারিনা! ভগবান তাঁর সকল রকমে মঙ্গলবিধান করুন!

তাঁরই রচিত * চিহ্নিত—"বলিহারী—বলিহারী ইত্যাদি" গানখানি আমি অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে—অতি যত্নে আমার "বাঙ্গালী" নাটকে বসিয়েছি।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সুপরিচিত শিল্পী—মিনার্ভার ষ্টেজ ম্যানেজার শ্রীমান পরেশ চন্দ্র বসু (পটলবাবু) নাট্যজগতে অভূতপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য এবং প্রয়োগকুশলতা দেখিয়ে নাট্যামোদীগণকে কি অলৌকিক আনন্দ দিয়েছেন ও এখনও দিচ্ছেন,—তা—যাঁরা "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন", "আত্মদর্শন" এবং "বাঙ্গালী" নাটকগুলির অভিনয় দেখেছেন,—তাঁরাই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন! পটলবাবুর আমার কাছে যেমন অনেক জিনিষ দাবী কর্ব্বার আছে,—আমারও তেম্‌নি তা'র ওপোর একটী কারণে খুবই জোর আছে। নাট্যজগতে তাঁর যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল—সর্ব্বপ্রথম আমারই নাটকে,—আমরাই দ্বারা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত মহাত্মা রমেশচন্দ্রের "জীবন-প্রভাতে"! বছর দশেক পূর্ব্বে—ষ্টার থিয়েটারে যখন এই নাটক অভিনীত হয়,—তখন তা'তে দু'তিনখানি এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য—(তোপের মুখে দুর্গ উড়িয়ে দিয়ে—চাদ্দিকে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড,—দুর্গম পাহাড়ের ওপর কামান নিয়ে যুদ্ধ, ইত্যাদি) দেখিয়েছিলেন, যা' তৎপূর্ব্বে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে কেউ কখনো দেখাতে সক্ষম হন্‌নি! যা হোক্—পটলবাবুকে আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করা ছাড়া বিনিময়ে আপাততঃ আর কিছু দিতে পাচ্ছিনা। তবে—জোর গলায় ব'ল্লুম—এ আমার ফাঁকা আশীর্ব্বাদ নয়!

"বাঙ্গালী" নাটকের প্রত্যেক চরিত্রটী বাস্তব;—প্রত্যেক চরিত্রটী আমার নিজের চক্ষে দেখা;—বিশেষতঃ "লবঙ্গলতা" ও "ভিখারিণী"। কেবল "দীনদাসকে" এঁকেছি—"আদর্শ বাঙ্গালীর" ছায়া নিয়ে। দীনদাসের সংসার (অর্থাৎ তাঁর সাতটী ছেলে এবং তাঁর গৃহিণী),—এতো বাংলাদেশে যে দিকে চোখ চাইবেন, সেই দিকেই দেখ্‌তে পাবেন। সকল সংসারে না হোক্—আমি দেখ্‌ছি—শতকরা অন্ততঃ সোত্তোরটী সংসারে।

দীর্ঘসূত্রতার জন্যে 'বাঙ্গালী' চিরপ্রসিদ্ধ! তাই "বাঙ্গালী" বাজারে বেরুতে বেরুতেও এতটা দেরি হ'ল! "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্—স্বভাবো মূর্দ্ধি্ন বর্ত্ততে।"

ভূমিকা শেষ করবার পূর্ব্বে—মাত্র আর একটা কথা ব'লব! বাঙ্গালী জাতি নিয়ে নাটক লিখেছি! সুতরাং, সে জাতির মধ্যে যে ব্যাপারটি ভীষণ রকমের মারাত্মক, অর্থাৎ "বাঙ্গালীর কন্যাদায়,"—(আমার পূর্ব্বে নটগুরু গিরিশচন্দ্র,—রসরাজ অমৃতলাল,—দেশপূজ্য দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি রথীন্দ্রগণ সে চিত্র দেখালেও) জাতীয় চিত্রাঙ্কনে সে ব্যাপারটি পরিত্যাগ করা আমি কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা ক'রলুম না! সুতরাং, যতটা সম্ভব, ভিন্ন ভাবে আমি কন্যাদায়ের ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছি! কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি, সুধীগণ সেটা বিচার ক'রবেন! অলমতি বিস্তারেণ।

ইতি—

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

দীনদাস মুখুয্যে	... ...	কলিকাতার জনৈক গৃহস্থ ভদ্রলোক।
সুখদাস মুখুয্যে	... ...	ঐ ধনবান্ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
অজয়	... ...	ঐ জ্ঞাতি যুবক।
নিশীথ	... ...	ব্যারিষ্টার মিঃ জে, ব্যানার্জ্জির পুত্র।
কিরণ	... ...	সুখদাসের পুত্র।
রামলোচন	... ...	সুখদাসের নিঃস্ব মামাশ্বশুর।
নেত্যবাবু	... ...	এটর্ণি।
বিধু, সিধু, মাধব, যাদব, কৃষ্ণ, সুবোধ, ললিত,	...	দীনদাসের পুত্রগণ।
দত্তজা	... ...	জনৈক কৃপণ।

নসী, ভগবৎসিং, ঝুম্মন, জানমহম্মদ, ইন্‌সপেক্টর ও পাহারাওলাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বড়গিন্নি	... ...	দীনদাসের স্ত্রী।
ছোট গিন্নি	... ...	সুখদাসের স্ত্রী।
লবঙ্গলতা	... ...	কিরণের স্ত্রী।
পদ্মরাণী	... ...	দীনদাসের কন্যা।
ফ্লোরা	... ...	বারাঙ্গনা।

ভিখারিণী, তেলিবৌ, বামুন ঠাকরুণ, বারাঙ্গনাগণ,
স্বদেশসেবিকাগণ ইত্যাদি।

সর্ব্বত্যাগী বাঙ্গালী

"তোমার যা কিছু ছিল, সব তুমি ত্যজেছিলে ত্যাগী।
দেশবন্ধু সর্ব্বহারা, নিঃস্ব তুমি স্বদেশের লাগি॥"

"কুমুদরঞ্জন"

"বাঙ্গালী" নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে অভিনয়সংক্রান্ত ব্যক্তিগণ ঃ—

প্রোপ্রাইটার	শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ।
রিহার্স্যাল্ মাষ্টার	শ্রীমন্মথ নাথ পাল (হাঁদু বাবু)।
অপেরা মাষ্টার	শ্রীভূতনাথ দাস।
ড্যান্সিং মাষ্টার	শ্রীসাতকড়ি গাঙ্গুলি (কড়িবাবু)।
হারমোনিয়াম্ প্লেয়ার	এস্, সি, পাল (বিদ্যাভূষণ)।
ক্ল্যারিয়নিষ্ট্	শ্রীলালবিহারী ঘোষ।
ষ্টেজ্ ম্যানেজার	শ্রীপরেশ চন্দ্র বসু (পটলবাবু)।
সঙ্গতকার	শ্রীনুটবিহারী মিত্র।
প্রম্প্টার	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বসু।
দীনদাসের ভূমিকায়	শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
সুখদাসের "	শ্রীমন্মথ নাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
রামলোচনের "	শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে।
নিশীথের "	শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দে।
অজয়ের "	শ্রীজিতেন্দ্র নাথ ঘোষ।
বিধুর "	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়।
সিধুর "	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল।
মাধবের "	শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।
যাদবের "	শ্রীঅহীন্দ্র নাথ দে।
কৃষ্ণের "	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
সুবোধের "	শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র।
ললিতের "	শ্রীমতী রেণুবালা।
দস্তুজার "	শ্রীঅহীন্দ্র নাথ দে।

এটর্ণি নেত্যবাবুর ভূমিকায়	শ্রীনরেন্দ্র নাথ সিংহ (নন্তু বাবু) ।
ইন্‌স্পেক্টরের ,,	শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ।
গুণ্ডাত্রয়ের ,,	শ্রীবিজয়লাল মিত্র । শ্রীনবকুমার ঘোষ । শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস ।
ভগবৎ সিংহের ,,	শ্রীনবকুমার ঘোষ ।
ঝুম্মনের ,,	শ্রীকালীদাস গোস্বামী ।
জান মহম্মদের ,,	শ্রীপঞ্চানন দাস।
পাহারাওয়ালাগণের ,,	শ্রীজগৎ জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রীবিষ্ণুপদ সেন । শ্রীপাঁচুগোপাল বসু ।
বড়গিন্নির ভূমিকায়	শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা ।
ছোটগিন্নির ,,	শ্রীমতী প্রকাশমণি ।
ভিখারিণীর ,,	শ্রীমতী সুবাসিনী ।
লবঙ্গলতার ,,	শ্রীমতী শশীমুখী ।
পদ্মরাণীর ,,	শ্রীমতী আশ্‌মান তারা ।
ফ্লোরার ,,	শ্রীমতী মনোরমা (কাপ্তেন মোনা) ।
তেলিবৌ ও বামুন ঠাকুরুণের ,,	শ্রীমতী শরৎকুমারী ।

মৃত বাঙ্গালী।

"সাথে ল'য়ে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান"॥

"রবীন্দ্রনাথ"

বাঙ্গালী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গৃহস্থ দীনদাস মুখুয্যের বাটীর প্রাঙ্গণ।

পশ্চাতে প্রাচীরগাত্রে সদরদ্বার।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধু ও বড়গিন্নি।

বিধু। (চায়ের বাটী লইয়া চা পান করিতে করিতে) কি বিশ্রী চা-ই আজকাল হচ্ছে মা! না একটু বেশী ক'রে দুধ,—না একটু মিষ্টি পড়েছে,—জলটাও তেমন গরম হয়নি! এতদিন ধরে চা ক'চ্ছ— আজও ঠিক মনের মত চা-টি তৈরী কর্ত্তে শিখ্‌লে না!

ব-গি। কি ক'র্‌ব বাবা? ঘরে কি আর বেশী চিনি আছে—না গয়লায় দুধ দিয়ে গেছে? তার ওপর বেলা ন-টা বাজে,—তোদের বেরুবার বেলা হ'ল! ভাত ডাল চড়িয়েছি, হাঁড়ি নাবিয়ে মুহুর্মুহু চায়ের জল গরম করি কি ব'য়ে বল্‌?

বিধু। বল্লেই তো বিস্তর ওজোর দেখাবে, সে তো আমার জানা আছে! গয়লায় এত বেলায় দুধ দিয়ে যায়নি কেন?

ব-গি। আজ থেকে বোধ হয় দুধ বন্ধ ক'রে দেবে। তা,—তার আর অপরাধ কি? তিন মাসের টাকা পাওনা—এক পয়সা তো দেওয়া হয় নি!

বিধু। দেওয়া হয়নিই বা কেন?

ব-গি। হ্যাঁরে বিধু! বলিস্ কিরে? সাধ ক'রে কি দেওয়া হয়নি বাবা? ১০০৲ টাকায় এত বড় সংসারটা এ বাজারে কি চলে? কর্ত্তা যে আর পেরে উঠছেন না! তুই ৫০।৬০ টাকা মাইনে পাস্,—সংসারে দিস্ মোটে দশটা টাকা!

বিধু। তা আবার কত দিতে হবে? দশ টাকায় একজনের দুবেলা দুমুঠো ভাত হয় না? ফের্ যদি অমন কথা বল, তা'হলে কাল থেকে আমি হোটেলে খাবার বন্দোবস্ত ক'রবো!

ব-গি। রাগ করিস্ কেন বাবা? তুই বড় ছেলে, তুই যদি সংসারের মুখ না চাইবি, তাহ'লে আমাদের কি দশা হবে বল্ দিকি? কর্ত্তা বুড়ো হয়েছেন, সংসারের টানাটানিতে, দেনার জ্বালায়—মেয়ের বিয়ের দুর্ভাবনায়—দেহ তাঁর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়েছে! এতদিন ধরে চাক্‌রী কচ্ছেন, আর কি খাট্‌তে পারেন? তবু ছুটে ছুটে—আফিস যাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছি,—বুড়ো হয়েছেন ব'লে আর মাইনেপত্তর তো বাড়াবেই না, উপরন্তু কোন্ দিন না বলে—"তুমি আর আফিসে এসোনা"! তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ! সপরিবারে অনাহারে মর্‌তে হবে আর কি! (চক্ষে অঞ্চল প্রদান)

বিধু। তা আমি একাই কি চোরদায়ে ধরা পড়েছি নাকি? তোমার তো আরও সব হোঁৎকা হোঁৎকা ছেলেরা রয়েছে,—তা'রা রোজগার ক'রে এনে দিতে পারে না? আমার তো এই ৫৫ টা টাকা মাইনে, এতে আমার নিজেরই খরচ কুলোয় না—তা তোমাদের দোবা কি?

ব-গি। তোর আবার নিজের এত কি খরচ যে ৪০।৪৫৲ টাকাতেও কুলোয় না?

বিধু। এই ধর,—দুদিন অন্তর এক কৌটো থ্রি ফাইভ্ সিগারেট—১।০, (আমি ও বিঁড়ি ফিঁড়ি খেতে পারি না); শনিবার শনিবার শ্বশুর বাড়ী যেতে, এখানে সেখানে বন্ধু বাড়ীতে নেমন্তন্ন যেতে—তার একটা খরচ আছে,—সেও মোটর ভাড়াতে, ট্রেণ ভাড়াতে, জিনিসপত্রে, সপ্তাহে ৫।৭৲ টাকার কম হয় না! তার ওপর এসেন্স আছে, সাবান আছে,—জামা আছে, ভাল সেলিম শু, ডিসেনের চটী জুতো আছে,—ডাইং ক্লিনিংএর ওখানে কাপড় কাচানো আছে, গন্ধতেল সপ্তাহে এক শিশি ক'রে খরচ আছে; এ সব বাদে আফিসের প্রত্যহ ৶০ আনা জল খাবার আর বাসের ভাড়া চৌদ্দ পয়সা;—হিসেব ক'রে দেখ দিকি,—ঐ ৫০।৫৫৲ টাকাতে কি আমার কুলোয়?

ব-গি। তা তো সত্যি—এ সব না হ'লে বুঝি আজকালকার দিনে চলে না ব্যবা?

বিধু। কিছুতেই না। ভদ্রলোকের এ সব না হলে সমাজে সে ভদ্রলোক ব'লে খাতিরই পায়না।

একটু আগে পদ্মরাণীর প্রবেশ।

পদ্ম। হ্যাঁ বড়্‌দাদা,—বাবার তো কই তোমার মতন এ সব এসেন্স-চুরুট্‌-সাবান-গন্ধতেল দরকার হয় না,—বাবা কি তা হ'লে ভদ্রলোক নন্‌ ?

বিধু। আরে বাবা হ'ল সেকেলে "ওল্ড্‌ ফাদার, ডোণ্টো কেয়ার"! বাবা কোন্‌ সমাজে গিয়ে বসেন ? কটা লোকের সঙ্গে মেশেন ?

ব-গি। হ্যাঁ মা পদু,—ঝি মাগী আজ আসেনি ?

পদ্ম। না। তার বোন্‌ ব'লে গেছে—সে তারকেশ্বর যাবে—দুদিন আস্‌তে পার্ব্বে না।

ব-গি। এই দেখ—রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে আবার এক বিভ্রাট! এক গোছা বাসন এঁটো পড়ে রয়েছে—যাই মাজিগে।

পদ্ম। সে আমি মেজে ধুয়ে সাফ্‌ ক'রে রেখেছি! তুমি রান্না ঘরে যাও!

বিধু। মা! শিগ্‌গির ভাত বাড়ো—সকাল সকাল বেরুতে হবে! একটা নতুন সাহেব এসেছে, অ্যাটেন্‌ডেন্স নিয়ে ভারি গোলযোগ আরম্ভ ক'রেছে! আজ এ বেলা আমাকে মাছের ঝোল দিওনা, শুধু দুখানা ঝাল দিয়ে মাছ রেঁধে দিও।

পদ্ম। মাছ এখনও জেলের ঘরে! ঝালে ঝোলে খাবে কোত্থেকে ?

বিধু। এঁ্যা—সে কি ? ৯টা বাজে এখনও বাজার হয় নি ?

ব-গি। কোথা থেকে হবে বাবা ? কর্ত্তা ওবাড়ীতে ঠাকুর পোর কাছে টাকা ধার কর্ত্তে গিয়েছিলেন ;—সেখানে পেলেন্‌ না। শেষে পদ্মর দুগাছি অনন্ত রেখে, টাকা ধার ক'রে দিই—তবে এই হুম্‌কো ধুম্‌কো হ'য়ে বাজারে ছুটলেন! এখুনি এলেন বলে ?

তোর নাইতে কর্ত্তে মাছ রান্না হ'য়ে যাবে এখন? ডাল-চচ্চড়ী-ভাজা সব রান্না হ'য়ে গেছে—

[বড়গিন্নির প্রস্থান।

বিধু। নাঃ—এ হতভাগা সংসারের দেখ্‌ছি আর ভদ্রস্থ নেই! ৯টা বাজতে চ'ল্লো—এখনও বাজার হ'ল না! ছি—ছি—এমন সংসারের মুখে আগুন!

পদ্ম। পাঁচশোবার বড়্‌দা! যে সংসারে সাত সাতটা হোঁৎকা হোঁৎকা ছেলে থাকতে বুড়ো বাপকে বাজার কর্ত্তে ছুটতে হয়, অর্দ্ধেক দিন বুড়ো বাপ্‌কে না খেয়ে আফিস্ কর্ত্তে হয়, সে সংসারের মুখে শুধু আগুন নয় বড়্‌দা—বাসি আকার ছাই পর্য্যন্ত দিতে হয়।

বিধু। তুই যে এক ফোঁটা মেয়ে—বড্ড কথা শিখিছিস্‌রে পদ্মী!

পদ্ম। কথা কি আর অম্নি শেখে বড়্‌দা—তোমাদের আক্কেল দেখে শুনে—কথা আপনি গজিয়ে ওঠে! আচ্ছা—নিজে পয়সা দিয়ে, গতর দিয়ে তো বুড়ো বাপ মার কোনও উপকার কর্ত্তে পারনা! বলি—কিসের জন্যে বৌদিকে ৮।৯ মাস বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখেছো বলত? যাওনা—তাকে ঘাড় ধরে নিয়ে এসনা,—মা যে একা খেটে খেটে ম'ল!

বিধু। কি বল্লি? বৌকে নিয়ে আস্‌বো? এই রাবণের গুষ্টির হাঁড়ি ঠেল্‌তে আর সকাল সন্ধ্যে বাসন মাজ্‌তে? সে সব হবে না—সে সব হবে না! জানিস্—তার শরীর ভাল নয়, নিত্যি অসুখ!

পদ্ম। কেন? ছমেসে ধরেছে নাকি?

বিধু। ছাখ পদ্ম! বাপমার আদরে তুই বড় বেড়ে উঠেছিস্! মুখ সাম্‌লে কথা কোস্ বলে দিচ্ছি! নইলে দেখ্‌তে পাবি মজা!

২য় পুত্র কুস্তীগীর সিধুর মাটি মাখিয়া প্রবেশ।

সিধু। কি বড়্ দাদা? তুমি পদীর সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে চাও? পদী কেন? আও হামরা সাথ—এক হাত লড়াই হো যায়।

বিধু। যাঃ যাঃ সিধে—এখানে গুণ্ডামী কর্ত্তে হবে না! সকাল বেলা মাটী মেখে এক হনুমান সেজে এলো!

সিধু। খবরদার! মু সামাল্‌কে বাৎ করো! নইলে দেখ্‌ছো (তাল ঠুকিয়া) এক ঠুসাসে বদন বিগড় দেঙ্গে! হুঁ—

বিধু। চল্ পদী—ও গুণ্ডাকে বিশ্বাস নেই! ষাঁড়ের মতন ক'চ্ছে দেখছিস্ না? এখুনি গুঁতিয়ে টুঁতিয়ে দেবে! চ—আমার চান্ কর্ব্বার তেল দিবি—

পদ্ম। "হারাধনের দশটী পুত—পাঁচটী দানা, পাঁচটী ভূত!"

[বিধু ও পদ্মরাণীর প্রস্থান।

সিধু। হাম্‌রা সাথ লড়নেওয়ালা বাংলামে কৌন্ হায়? গোটাকতক ডন্ বৈঠক কসি! কি কর্ব্ব—তেমন খোরাক পাচ্ছিনা,—হইলে একবার সব দেখিয়ে দিতুম্। ওস্তাদ মারা গিয়ে খানাদানা সব বন্ধ হ'য়ে গেছে! ভাগ্যে কিরণদা ছিল, তাই মাঝে মাঝে ভাল খাওয়া দাওয়াটা হয়। রোজ দেড় সের মাংস, একসের বাদাম, আড়াই সের দুধ পাওয়া যায়,—তাহ'লে মেহন্নতের ইজ্জত থাকে।

নইলে অড়ায়ের ডাল, ভাত, লাউ ডাঁটার চচ্চড়ী আর কুঁচো চিংড়ীতে কি পালোয়ানের খোরাক হয়? ছিঃ—এ কম্‌বক্ত বাঙ্গালীর ঘরে কেন এসে জন্মেছিলুম? ওরে পদী—ওরে পদী! মর্ মুখপুড়ী—কালা হ'য়ে গেলি নাকি? অ—মা—মা! আরে বাড়ীতে সবাই মরেছে নাকি? ওরে ঝি! ওরে ও হারামজাদী ঝি—ঝি—

(বাটীর ভিতরের জানালা হইতে পদ্মরাণী।)

পদ্ম। কেন মেজদা—ঝিকে ডাক্‌ছো কেন? ঝি কি বাড়ীতে আছে নাকি?

সিধু। বাড়ী শুদ্ধ কি তোরা সব মরেছিস্ নাকি? ডেকে ডেকে আমার গলা ফেটে গেল! ওস্তাদজি বলেছিল—"জোয়ান্ ভাই! চিল্লাও মৎ!"

পদ্ম। কি ব'ল্‌ছ—বলনা! ওস্তাদি কথা শোন্‌বার আমার এখন সময় নেই!

সিধু। মাকে জিজ্ঞাসা কর্—আমার কাঁচা দুধ—মিছ্‌রির আর বাদামের সরবৎ কোথায় রেখেছে। আমি মেহন্নত শেষ ক'রে গিয়ে এখুনি খাব।

পদ্ম। সে সব দোকানেই আছে! গতর খাটিয়ে দোকানে যাওনা—পাবে এখন। গেরস্তো বাড়ীতে সে সবতো অম্‌নি আসেনা।

সিধু। কি—ই? আসেনি কেন?

পদ্ম। রোজ রোজ অম্‌নি আস্‌বে তোমার জন্যে? পয়সা দিয়ে যেতে, তাহ'লে আমিই আনিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে গুছিয়ে রাখ্‌তুম!

সিধু। আমি কি রোজ পয়সা দিই? মুখপুড়ী,—হতচ্ছাড়ী!

পদ্ম। বাবার অত বাড়তি পয়সা নেই যে রোজ রোজ তোমার জন্যে ঐ সব কিনে এনে মজুত ক'রে রাখবেন, তুমি ঘোষের গুঁতোগুতি ক'রে এক গা কাদা মাটী মেখে এসে কোঁৎ কোঁৎ ক'রে গিলবে!

[প্রস্থান।

সিধু। দ্যাখ্—মেরে ফেল্‌বো—মেরে ফেল্‌বো বল্‌ছি—আমায় রাগাস্‌নি—যেখান থেকে পারিস মিছ্‌রি দুধ আর বাদাম হাজির কর্‌,—নেহিতো সব্ তোড় ডালেঙ্গা—তোড় ডালেঙ্গা—

কাগজ পেন্সিল হস্তে লইয়া ৩য় পুত্র মাধবের প্রবেশ।

মাধব। নাঃ—কবিদের সংসারে বাস করা চলে না বাবা! এমন ভাবের জমাট্‌টা বেঁধেছিল,—গাঁক্ গাঁক্ ক'রে চেঁচিয়ে—দিলে সব মাটী ক'রে! আঃ—কি হ'য়েছে? অত চীৎকার ক'চ্ছ কেন মেজদা?

সিধু। খবরদার—আও পাঞ্জা লড়ে! আও—চলা আও—

মাধব। "তুয়া লাগি বঁধুয়ারে জাগতু ভৈ—সারা নিশি করতু হৈ হৈ হৈ— উহুঁ—

সিধু। এই মেধো—শোন্—এক কাজ কর দিকি—

মাধব। ব্রজবুলি না মেশালে মিষ্টিই হবে না—কিন্তু বুলিটা তেমন দোরস্তো নেই—"তুয়া লাগি সারা নিশি—জাগই রহল বসি—" "রহল বসি"—মানে কি "আমি বসে রইলুম" ঠিক হয়?

সিধু। কি বিড় বিড় ক'রে বকছিস্? শুনতে পাচ্ছিস্ আমার কথা? দেসো মুদির দোকান থেকে যা দিকি চট্ ক'রে আধসের মিছরি—আর খোসা ছাড়ানো বাদাম এক পোয়া ধারে নিয়ে আয় দিকি—

মাধব। সে আমি পার্ব্বনা! "তুঁয়া লাগি প্রাণ বঁধু—জাগত জাগত শুধু"—মন্দ হয়না,—কেবল ওর ভেতর হুড়ুং ক'রে "রাত্রি" কথাটা ঢোকানো যায়—

সিধু। কি বল্লি—পার্ব্বিনা?—যত বড় মুখ তত বড় কথা?

মাধব। কি? তোমার যত বড় মুখ—যত বড় দেহ—তত বড় আস্পর্দ্ধা? আমায় বল কিনা অর্থাৎ কবিকে হুকুম কর কি না—বাজার থেকে মিছরি আন্‌তে—তা'ও ধারে? "ওরে দুরাচার হিন্দু কুলাঙ্গার, অবলারে বধ একি ব্যবহার!"

সিধু। তোর পত্তর বাপের শ্রাদ্ধ ক'রেছে। (মাধবের গলা টিপিয়া ধরিল)

মাধব। উঃ—উঃ—লাগে—লাগে—"আর ঘুমায়োনা দেখ চক্ষু মেলি, দেখ দেখ চেয়ে অবনী মণ্ডলী"—পাহারোলা—পাহারোলা!

বাজারহস্তে হাঁফাইতে হাঁফাইতে দীনদাসের প্রবেশ ও বাজার মাটীতে রাখিয়া ভূতলে উপবেশন।

দীন। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া মারামারি আরম্ভ করেছ? হ্যাঁ—ঐটে আর বাকী থাকে কেন?

সিধু। বাবা! আমার মিছ্‌রি আর বাদাম এনেছ?

দীন। আজ আর ঘুর্‌তে পারিনি বাবা, তাড়াতাড়ি বাজার ক'রে নিয়ে আস্‌ছি! এদিকে ৯টা হয়ে গেছে—

সিধু। দাও তবে—এখুনি একটা টাকা দাও বল্‌ছি—নইলে—

দীন। নাঃ—আর "নৈলেতে" কাজ নেই! যতক্ষণ আছি—এই নাও! যাও—আর গোলমাল কোরোনা—আমায় একটু রেহাই দাও!

সিধু। মাসকাবারি বাজারের সঙ্গে আমার মিছরিটা আর বাদামটা এক মাসের মতন এনে রাখ্‌লেই তো হয়।

দীন। কি কর্ব্ব বাবা—সব সময় বুদ্ধিতে কুলিয়ে ওঠে না! এখন যাও—টাকা পেয়েছো তো?

সিধু। দেখি গয়লা বেটা দুধ নিয়ে এলো কি না—

[সিধুর প্রস্থান।

দীন। মেধো—যা দিকি—বাজারটা বাড়ীর ভেতর দিয়ে আয়—আর গিন্নীকে বল্—

মাধব। আক্কেল যা হোক্ তোমার! ওর বেলায় বেরুলো টাকা—ও ষণ্ডাগুণ্ডা কিনা! আর আমি নিরীহ কবি—যার জন্যে তোমার বংশোজ্জ্বল—মুখোজ্জ্বল—তোমার নয়নোজ্জ্বল—তোমার আগা পাশতলা জ্বল্ জ্বল্,—তার বেলায়—"যা তো বাজারটা বাড়ীর ভেতোর দিয়ে আয় তো—"

দীন। ঝক্‌মারী হ'য়েছে বাবা—আর কাজ নেই। ও পদু—অ মা পদ্মরাণী—(নেপথ্যে পদ্ম।—যাই বাবা।)

বড়গিন্নী ও পদ্মরাণীর প্রবেশ।

ব-গি। হ্যাঁগা—এখানে ব'সে পড়লে যে?

দীন। বড্ড রদ্দুরটা লেগেছে—অনেক ঘুরে এয়েছি—তার ওপোর বুড়ো বয়সে মোট ঘাড়ে ক'রে—

ব-গি। পদু—যা তো মা—একখানা পাখা চট্ ক'রে নিয়ে আয়—

দীন। পাখা থাক্—এখানে বেশ হাওয়া দিচ্ছে! এক গ্লাস জল নিয়ে এসো দিকি—

পদ্ম। খালি পেটে জল খাবে বাবা? হ্যাঁ মা! একটু মিষ্টি টিষ্টি ঘরে নেই?

ব-গি। দোকান থেকে আন্‌তে হবে! অ বাবা মাধু—যা না—এই চারটে পয়সা নিয়ে চট্ ক'রে রাধু ময়রার দোকান থেকে—তুটো সন্দেশ এনে দেনা বাবা—

মাধব। নাঃ—এ দেশের আর ভদ্রস্থ নেই—সত্যিই নেই! কবিকে সবাই বাজারে যেতে বলে! দূর তোর সংসার! "বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার, রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মত, হও অগ্রসর—"

[মাধবের প্রস্থান।

দীন। গিন্নী—কেন মান খোয়াতে যাও বল দিকি? ও সব কি ছেলে? আমার যেমন তুঃসময়—ঠিক তেম্নি সব তুষ্‌মণ্ এসে জুটেছে! যা মা পদ্ম—আমি খুব জিরিয়ে নিয়েছি। এক গ্লাস জল এনে দে আর আমার আফিসের জামাটা আর উড়ুনিটা নিয়ে আয়।

[পদ্মরাণীর প্রস্থান।

ব-গি। হ্যাঁগা—ভাত খাবে না?

দীন। আর ভাত খাব কখন? এদিকে প্রায় ৯টা ৪০ মিনিট হয়ে গেছে! স-দশটায় হাজ্‌রে দিতে হবে!

ব-গি। তা ব'লে এই আষাঢ় মাসের বেলা, সমস্ত দিন উপুসী থাক্‌বে?

দীন। আফিসে যা হোক্ কিছু খাব এখন!

ব-গি। তা আর জানি না? আফিসে খাবে তো ঢের।

পদ্মরাণীর কয়েকখানি বাতাসা, এক গেলাস জল ও জামা চাদর লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

ব-গি। হ্যাঁরে পদ্ম—ঘরে বাতাসা ছিল?

পদ্ম। ঠাকুর ঘরে দেখি—সেল্‌পোর ওপোর কলাপাতে খানকতক বাতাসা প'ড়ে রয়েছে! কাল সেই বাবার ফিক্ ব্যাথার দরুণ হরিন্নুট দেওয়া হয়েছিল—তারই খানকতক প'ড়ে আছে। আল্‌গা পড়েছিল, পিঁপড়ে প্রায় সবই সাবাড় ক'রে এনেছে, এই কখানা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে এসেছি! বাবা খালি পেটে জলটা খাবেন—

বাতাসা খাইয়া জলপান করণান্তর দীনদাসের জামা পরিধান।

দীন। গিন্নী—ভাগ্যে দুঃখের সংসারে পদ্মরাণী মেয়েটী আমার জন্মেছিল, তাই যাহোক্—তোমার আমার মুখ চাইবার একটা প্রাণী আছে!

ব-গি। এখন দেখ্‌ছি—সাতটা ছেলে না হ'য়ে যদি সাতটা মেয়ে হ'ত—

দীন। খুবই ভাল হ'ত—হাজার বার ভাল হ'ত! এরকম সব ছেলে হওয়ার চেয়ে মেয়ে হওয়ায় লোক্‌সান্ কি? মেয়ের বিয়ে দেবার ভাব্‌না একবারের বেশী তো' দু'বার ভাব্‌তে হয়না। এসব অকাল-কুষ্মাণ্ড ছেলেদের নিয়ে চিরজীবন ভাব্‌তে হবে, জ্বল্‌তে হবে, পুড়্‌তে হবে!

ব-গি। হ্যাঁগা—আফিসে কিছু খাবার তৈরী কোরে পাঠিয়ে দেখো?—আর কা'কে দিয়েই বা পাঠাই?

দীন। তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি গিন্নী? আফিসে ছত্রিশ জাতের ছোঁয়ার

ভেতোর খাবার খাব?—যা এতকাল করিনি—মর্ব্বার বয়সে তা কর্ত্তে বল কেন? আর খাবারটাবার কি আমার সয়?

পদ্ম। তবে সমস্ত দিন না খেয়ে কাজ কর্ব্বে কেমন ক'রে বাবা?

দীন। বাজার থেকে যাহোক্—ফল্‌টল আনিয়ে খাওয়া যাবে এখন। যাই বেলা হ'ল—বাজারটা বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও—দুর্গা—দুর্গা—

মাতা ও কন্যা। দুর্গা—দুর্গা—

[দীনদাসের প্রস্থান।

ব-গি। (অশ্রুমোচন পূর্ব্বক) শাস্ত্রে বলে—"স্ত্রী ভাগ্যে ধন!" অভাগিনী—মহাপাপিনী আমি—আমারই অদৃষ্টে ওঁর এই দুর্গতি! আর ভাগ্যবতী ছোটবৌ, তাই ঠাকুরপোর এমন বোল্‌বোলাও! চল মা—বাড়ীর ভেতর যাই—

ভিখারিণীর প্রবেশ।

ভি। আহা—না খেয়েই আফিস চল্লেন? হা ভগবান! এই বুড়ো বামুনকেই সব দোষে দোষি ক'রে রেখেছো!

গীত

(ওগো) দেখ গো দেখ চেয়ে দেখ
(ঐ) যায় বাঙ্গালী কেরাণী।
এত দুঃখী এ জগতে, নাহি আর কোন প্রাণী—
(যেমন বাঙ্গালী কেরাণী)॥

দুটী গরাস অন্ন পেটে দিতে নেই সময়,
উঠে পড়ে চ'ল্ল ছুটে পাছে দেরী হয়।
যম ভয়ের চেয়েও বেশী সাহেবের দাঁতখিচুনী॥
ডাইনে আন্‌তে নেইকো বাঁয়ে দেনা চারিদিকে,
খেটে খেটে গতর মাটী—রক্ত ওঠে মুখে ;
চাকরী যাবার ভয়টী প্রাণে জাগ্‌ছে থেকে থেকে
একটী মেয়ের বিয়ে দিতেই গেল ভিটে খানি॥

[গান শুনিতে শুনিতে বড়গিন্নী কাঁদিয়া ফেলিলেন ;
পদ্ম অতি কষ্টে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ভিখারিণী। ভিক্ষে দাও মা—! না না—ভিক্ষে তো নেওয়া হবে না।

ব-গি। কেন গা বাছা? তোমায় তো ভিক্ষা দোবনা বলিনি—তবে তুমি চ'লে যাচ্ছ কেন?—

ভিখা। যে বাড়ীর গিন্নীর চোখে জল পড়ে—সে বাড়ীতে ভিক্ষে নিতে নেই মা—

বিধু, সিধু, মাধবের পুনঃ প্রবেশ।

সিধু। যা—যা—মাগী ভিক্ষে নিতে এসে ঢং কর্ত্তে হবে না? ভিখিরী, ভিখিরির মত থাক্‌বি—অত বেদব্যাসের মত বক্তৃতা কর্ত্তে সুরু কল্লি কেন? আমাদের যেমন হতচ্ছাড়া বাড়ী, তেম্‌নি

সব হতচ্ছাড়া কাণ্ড। এ বেটীকে তোমরা বাড়ীতে ঢুকে এত আস্কারা নিতে দাও কেন ?

ব-গি। না না— বাবা। ও নেহাৎ পেটের দায়ে ভিক্ষে করেনা।

সিধু। তবে কি নেশার জন্যে ভিক্ষে করে ? কিরে মাগী ! কি নেশা করিস্ ? কোকেন্ খাস্—না চণ্ডু টানিস্ ?

ব-গি। আঃ—কি করিস্ সিধু ?—যাকে তাকে অমন অপমানের কথা ব'ল্‌তে নেই ?

ভিখা। আহা বলুক গিন্নিমা—বলুক—বলুক। সমযুগ্যিলোক হ'লে ও রকম দু দশটা কথা বল্‌তে হয়—শুন্‌তে হয়।

বিধু। কি বল্লি বেটী ? আমরা তোর সমযুগ্যি লোক ? বেটী ভিখিরি—ই—

ভিখা। আহা চট কেন দাদাবাবুরা ? আমিও যা—তোমরাও তো তাই ! আমি শতেক দোরের ভিখিরী—আর তোমরা না হয় এখন এক দোরের ভিখিরী আছ ! আবার বুড়োবুড়ী চোক কপালে তুল্‌লেই শেষ আমারই মত শতেক দোরের ভিখিরী হবে। আমি গান গেয়ে ভিক্ষে করি, ভিক্ষেও আমার মেলে,—আর তোমরা কেঁদে কেঁদে ভিক্ষে ক'রে বেড়ালেও তবু একমুঠো মিল্‌বেনা—

ব-গি। যাক্ মা ও কথা ছেড়ে দাও। ওরা কি মানুষ ?

বিধু। This is intolerable, বোলাও পুলিষ, বেটীর নামে defamation suit আন্‌তে হবে !

ব-গি। না না বাবা ! ও বেচারিকে কিছু বলিস্‌নি। ওর গুণের কথা তোদের আর কি বল্‌ব বাবা ! তোরা হয়তো না জান্‌তে পারিস্ !

পঞ্চম-পুত্র কৃষ্ণ ও নিশীথকুমারের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। তা ব'লে তোমার এ কাজটা ভাল হয়নি নিশীথ! হাজার হোক বরাবর এক ক্লাশে পড়ে এসেছি—এক সঙ্গে আই-এ পাশ করেছি! দুবছর একসঙ্গে বি এ পড়েছি।

নিশীথ। কি, ব্যাপার কি হে কেষ্ট? ভনিতাতো অনেকক্ষণই ক'চ্ছ!

কৃষ্ণ। তুমি না হয় বি এ পাশ ক'রেছ, আমি না হয় ফেল্ করেছি! পাশ আর ফেল্—ওতো একই কথা!

নিশীথ। তাতো বটেই! একই কথা বই কি।

কৃষ্ণ। তুমি না হয় লেখক হ'য়েছ—একখানা কাগজ বের ক'রে Editor হ'য়েছো,—আমিওতো একজন নামজাদা Actor হয়েছি। তোমার কি আমার সঙ্গে এরকম behaviour টা করা উচিৎ?

নিশীথ। কি রকম behaviour কল্লুম বল দিকি?

কৃষ্ণ। তোমার "বাসুদেব" কাগজে সেদিন আমাদের কলেজের Playটার এমন অখ্যাতি ক'ল্লে কিসের জন্যে?

নিশীথ। ও—তোমাদের সেই "মেঘনাদ বধ" Play'র কথা ব'লছ? তা—সব পার্টগুলোর তো অখ্যাতি করিনি ভাই! যে গুলো ভাল হয়েছে—বিশেষতঃ "মেঘনাদের" "লক্ষ্মণের" "প্রমীলার" পার্ট অতি চমৎকার হয়েছিল,—তাদের তো খুব সুখ্যাতি করেছি!

কৃষ্ণ। কেন? আমার "রাবণের" পার্ট অমন natural ক'রে Play কল্লুম—অমন সব নতুন নতুন Posture দেখালুম,—সে রকম Public Theatreএর কোন শালা দেখাতে পেরেছে—না পার্ব্বে?

নিশীথ। ভদ্রলোকের মত কথা কও কেষ্ট,—লোককে গাল দিয়ে কথা কোয়োনা! তোমার ও কি প্লে হয়েছিল—না—পাগ্‌লামি করা হ'য়েছিল? মনে প'ড়লে—এখনও আমার হাসি পায়!

কৃষ্ণ। তুমি থিয়েটারের কি বোঝ—কি জান—যে, যা তা একটা সমালোচনা ক'র্ত্তে যাও?

নিশীথ। আমি নিজে act কর্ত্তে না জান্‌তে পারি—কিন্তু Public Theatreএর অনেক বড় বড় Actor দের Play দেখেছি। এতকাল দেখে শুনে, একটু আধটু জ্ঞানও তো জন্মেছে! তোমার মুখভঙ্গী, তোমার অঙ্গচালনা, এমন কিম্ভুতকিমাকার রকমের হচ্ছিল,—যে তা দেখে (রাগ ক'রনা ভাই—) অপরের কথা দূরে থাক্—আমিই হাস্য সম্বরণ কর্ত্তে পারিনি।

কৃষ্ণ। তুমি আমার actingএর নিন্দে কল্লেতো ব'য়েই গেল! ভারি তোমার এক পয়সার ঘোড়ার ডিমের খবরের কাগজ "বাসুদেব",—তাও—সপ্তাহে একবার ক'রে সন্ধের সময় বেরোয়! ও বাঙ্গলা কাগজ পড়ে কে?

নিশীথ। তাই যদি,—তবে সেই কাগজের একটা খোঁচা খেয়ে অমন তেউড়ে উঠ্‌ছ কেন? তা থিয়েটারীবিদ্যায় এতটা "কেলেবর" (clever) যদি নিজেকে বুঝে থাক, তাহ'লে যাওনা—কোনও Public Theatre এ গিয়ে ঢোকনা!

কৃষ্ণ। আরে যত ব্যাটা মুক্ষু Proprietor হ'য়েছে,—তারা কি আমার acting এর কদর বোঝে? দেখনা—শিগ্‌গিরই একটা Capitalist জোগাড় ক'রে একটা Heavenly Theatre

যাদব। লয়টা কি রকম দেখ্‌লে বল ?

নিশীথ। ওঃ—সে তো একেবারে সাক্ষাৎ প্রলয় ! উত্তরবঙ্গের জল-প্লাবন ! বাপ্‌—

যাদব। আমি বিশদিন কেষ্টাকে বলি—ও সব থ্যাটার ম্যাটার ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে বোস্‌—তোকে এমন কালোয়াৎ বানিয়ে ছেড়ে দোবো যে আর ক'রে খেতে হবে না—

নিশীথ। একেবারে বহরমপুরে বাস—নিঃখরচায় কোম্পানীর ভাত !

কৃষ্ণ। কি পাগ্‌লামী কোচ্চো -দা ? দেখ্‌ছ না—তোমার গান শুনে নিশীথ তোমায় ঠাট্টা কচ্ছে ?

যাদব। আমায় ঠাট্টা কচ্ছে—না তোর থ্যাটারের বাঁদ্‌রামি দেখে—তোকে ঠাট্টা কচ্ছে ? জিজ্ঞেস্‌ কর্‌না—এই ত সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে—

নিশীথ। দোহাই—দোহাই—দাদাভাইরা—আমি ঠাট্টা মাট্টা কা'কেও করিনি ! আমি স্বরূপ কথাই বল্‌ছি।

কৃষ্ণ। ভারি কালোয়াৎ হ'য়েছেন। কেবল একটা বড় লাউ কুম্‌ড়ো নিয়ে আর তা'তে একটা বাঁশ বেঁধে ম্যাও ম্যাও ক'রে বেরাল ডাক্‌ছেন—আর যত ছোটলোকদের সঙ্গে গাঁজা খাচ্ছেন !

যাদব। কি ? তুই গাঁজা বলিস্‌ ? গাঁজার নিন্দে করিস ? জানিস্‌—ঐ জন্যে কবির দলে গান বেরিয়েছে—(বাঁরোয়া সুরে) "ও ভাই নেশার রাজা গাঁজা ! এমন মজার নেশার যে নিন্দে করে, তার মা কেন হয়নি বাঁজা— !" তুই সেই গাঁজার নিন্দে কচ্ছিস্‌ ! তুই আমার গানের নিন্দে কচ্ছিস্‌ ? এই আমি পইতে ছিঁড়ে তোকে ব্রহ্মশাপ দিচ্ছি—(পইতে ছিন্নকরণ) তুই তিন

দিনের মধ্যে ডায়বিটিস্ হ'য়ে সস্ত সস্ত খাবি খেয়ে মর্ব্বি—মর্ব্বি—মর্ব্বি—

[যাদবের প্রস্থান।

নিশীথ। এ্যা—তোমার ন—দাদা কল্লে কি হে কেষ্ট? ব্রাহ্মণের ছেলে—সত্যিই পইতে গাছটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে?

কৃষ্ণ। গাঁজা খেয়ে খেয়ে ওর কি আর মাথার ঠিক আছে? ওর আবার পৈতে? কতদিন গেঞ্জির সঙ্গে সুতো ধোবার বাড়ী চ'লে গেছে ওর কিছু হুঁস আছে?

নিশীথ। তা হ'লে ব্রহ্মণ্যদেবকে একেবারে ধোপদোস্ত ক'রে দিয়েছে বল!

ষষ্ঠ পুত্র সুবোধের প্রবেশ।

সুবোধ। এই যে নিশীথ দাদা? দিলেননা আমার উপন্যাসখানা Publish ক'রে? তুমি নতুন দা'র Friend—আমি তোমার ছোট ভাই! কতদিন ধ'রে তোমার কাছে Manuscript বইখানি ফেলে রেখেছি। এত লোকের বই Publish ক'চ্ছ! দাওনা—দাওনা আমারটা বের ক'রে।

নিশীথ। এই যে তোমার Manuscript খাতাখানি আজ এনেছি। এই নাও—

সুবোধ। প'ড়েছ? প'ড়েছ? কেমন? বেশ নতুন রকম হয়নি? বল—কি রকম Plotএর Orginality! কি? বলনা—চুপ্ ক'রে রইলে যে?

একটা Public Theatre খুল্‌ছি,—তুই হবি তার Dramatist! আমি তোর নাটক আমার Theatreএ প্লে ক'ল্লে—দেখ্‌বি কত বেটা Publisher তোর পায়ে ধ'রে বই নিতে আসবে।

সুবোধ। থিয়েটার খুল্‌বে? খুল্‌বে নাকি নতুন দা? ওঃ—তাহ'লে আর আমায় পায় কে? আমার একখানা Historical নাটক লেখা আছে—পঞ্চাঙ্ক—বিয়োগান্ত,—"কুতুবুদ্দিনের মগধধ্বংস"! খালি Action,—খালি Action,! এই সখীরা—"লেও সখী দেও ভর পিয়ালা" বোলে রংমহালে নৃত্যগীতে কলা দেখাচ্ছে,—অম্নি ঝাঁ ক'রে Transformation of scenery হয়ে গেলো!—আর সেই সব সখীরা এক একটা আস্ত এরোপ্লেন্ হ'য়ে আকাশে উঠে—গড়াগ্‌-গম্—গড়াগ্‌-গম্ ক'রে হাউইট্‌জার ছুঁড়ে—বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে হত্যা ক'রে—মগধধ্বংসের প্রতিশোধ নিলে! Sensation—Sensation—full of thrilling sensation!

নিশীথ। ওঃ কি Dramatic Action? একেবারে সেই Arithmetic এর Compound decimal fraction! এ ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান, কোন্ মুল্লুকের ইতিহাস থেকে সংগ্রহ কল্লে দাদা?

সুবোধ। ইতিহাস কি আবার? নাটক is নাটক! ভূমিকায় লিখে দেবো "নাটক ইতিহাস নয়!" ব্যস্—তাহ'লেই সাত খুন মাপ্!

নিশীথ। যা বলেছ ভাই! কিন্তু তোমাদের কদর তো এ বাংলাদেশে কেউ বুঝ্‌বে'না,—তোমরা দুভায়ে যদি New Zealand বা Bladivastockএ যেতে পার্ত্তে,—সেখানকার লোকে তোমাদের লুফে নিত!

কনিষ্ঠ পুত্র ললিতের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। এই যে হতভাগা—বাড়ী এলেন! হ্যাঁরে ললতে—কাল সমস্ত রাত কোথায় ছিলি?

ললিত। ক্লাবে। (গান) "আমি ঢের সয়েছি আরতো সব না"— এক দুই তিন, চার পাঁচ×এক দুই তিন চার পাঁচ×এক এক দুই তিন চার পাঁচ—হাঃ।

(নৃত্যগীত অভ্যাস)

নিশীথ। বলিহারি Patent সব। ইনি আবার রাস্তা চলতে চলতে নাচ গানের মহলা দিচ্ছেন!

কৃষ্ণ। চালাকী হ'চ্ছে হতভাগা ছেলে? ইস্কুল টিস্কুল ছেড়ে ক্লাবে সমস্ত দিন রাত প'ড়ে প'ড়ে আড্ডা মাচ্ছ? এক ফোঁটা ছেলে—রাত্রে বাড়ী আসনা? Stupid!

ললিত। কাল আমাদের full rehearsal ছিল যে! এই শনিবারে Corinthian Stageএ "আলিবাবা" Play। আমার মর্জ্জিনার পার্ট। (গান) "তোমার কুটীল নয়ন ছলের বাঁধন যেচে পর্ব্ব না।" এক দুই তিন, এক দুই তিন।—

সুবোধ। (ললিতের কান ধরিয়া) নতুনদার সঙ্গে ইয়ার্কি রাস্‌কেল?

ললিত। (উচ্চৈঃস্বরে) অ—মা—অ—মা—এই রাঙ্গাদা আমাকে মেল্লে ফেল্‌লে, নতুনদা আমাকে বাপান্ত কচ্ছে—এরা সবাই মিলে আমাকে মেরে খুন কল্লে গো!

(উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

বড়গিন্নীর প্রবেশ

ব-গি। কিরে খোকা—কি হয়েছে? হ্যাঁরে স্থবে—কেন ওকে মাছিস্?

ললিত। দেখ না মা—আমাকে দুজনে শুধু শুধু এমন চড়—ঘুষো—লাথি—কিল মেরেছে—এখনি আমার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌তো—তা ব'লে দিচ্ছি।

ব-গি। তুই ভাত খাবি চ'। কাল রাত্রে কোথা ছিলিরে খোকা?

ললিত। ক্লাবে শুয়েছিলুম মা! রাস্তায় যে ডাকাতের ভয় তাই ম্যানেজার মশাই বল্লে—আজ রাত্রে বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। "এসে হেসে কাছে ব'সে—সোহাগ বাঁধন বেঁধেছে সে।"

[নৃত্য করিতে ২ প্রস্থান।

ব-গি। (হাসিয়া) হতভাগা কোথাকার! এই যে বাবা নিশীথ—এখানে এত বেলা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে যে?

নিশীথ। তোমার ছেলেদের রকম সকম দেখ্‌ছি মা।

কৃষ্ণ। মার আদরেই ল'ল্‌তে ছোঁড়া একেবারে উচ্ছন্নে গেল—বুঝ্‌লে নিশীথ?

সুবোধ। নিজে শাসন কর্ব্বে না—আমাদেরও শাসন কর্ত্তে দেবে না। দু'দিন আমার হাতে দেয়—তো—আমি বিতিয়ে বিতিয়ে ওকে ঢিট্‌ ক'রে দিই!

ব-গি। কোলের ছেলের—একটু আধটু আবদার, চোককান বুঁজে মাকে সইতেই হয়। আর কি জান বাবা নিশীথ, বরাৎ ছাড়া

তো পথ নেই। সাতটা ছেলের ছটাই যদি মানুষ না হ'ল তো ছোটটা মানুষ হয়ে সংসারের দুঃখ ঘোচাবে—এ আশা কি কর্ত্তে পারি ?

কৃষ্ণ। আমরা কি সব ওর মত বয়ে গেছি নাকি ?

নিশীথ। নাঃ—তোমাদের ক'জন ক'টী রত্ন—উজ্জ্বল পোকরাজ বিশেষ।

ব-গি। এত ক'রে বল্‌ছি বাবা নিশীথ—অনেক জায়গায় তুই যাস্—অনেক লোকজনের সঙ্গে তোর আলাপ পরিচয় আছে,—দে না বাবা,—আমার কেষ্ট সুবোর এক্ একটা চাকরি ক'রে। যেমন তেমন চাক্‌রি—১৫৲, ২০৲ টাকা যা পায়—তাইতেই সংসারের লাভ—

কেষ্ট-সুবোধ। (সরোষে) মা—আ—আ—

নিশীথ। (সভয়ে) ওরে বাবা—দুভাই—একসঙ্গে এমন ধনুষ্টঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল কেন ?

ব-গি। বুঝ্‌লি বাবা নিশীথ—সংসারে দু'বেলা ভাত, তাও বুঝি জোটেনা ! বাড়ীখানি ঠাকুরপোর কাছে বাঁধা,—সেও সুদে আসলে অনেক টাকা হ'য়ে উঠেছে,—এক পয়সা সুদও দেওয়া হয়না—আসল তো চুলোয় যাক্ ! তোকে ব্যগ্রতা করি,—দে বাবা দু'ভায়ের—নিদেন কেষ্টার একটা চাক্‌রি বাক্‌রি ক'রে দে,—নিদেন তোর খবরের কাগজের ছাপাখানায়—

কেষ্ট ও সুবোধ। মা—আ—আ! আবার ?

ব-গি। আ মরণ হতভাগা ছেলেরা ! চেঁচাচ্ছে দেখনা ! কি বল্‌ছিস্ কি ?

নিশীথ। দুই ভায়ে পরশুরামভাবাপন্ন হয়েছেন।

কৃষ্ণ। আমি ডাভ্‌টন্‌ কলেজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা, মাষ্টার কেষ্টপদ মুখার্জ্জি বি—এ ফেইল্‌—আমি বাংলাদেশের সাক্ষাৎ গ্যারিক—সার্‌ বীরভুমটী,—মার্টিন লুথার,—দুদিন পরে নতুন Heavénly Theatre লিমিটেডের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা মান্ধাতা হব,—আমায় বল কি না—১৫।২০টাকার চাকরী কর্ত্তে? তাও ছাপাখানায়? ওঃ—এস তবে বন্যা তোমার সহস্রমুখে ভীম ভৈরব গর্জ্জন কর্ত্তে কর্ত্তে,—এস তবে ভূমিকম্প, তোমার সর্ব্ববিনাশন প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে,—এস্‌ তবে ঝঞ্ঝা তোমার প্রবল পক্ষ বিস্তার ক'রে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে অণু-পরমাণুতে পরিণত ক'রে দিতে।"

ব-গি। চল্‌—চল্‌—বেলা হ'ল—ভাত খাবি চল্‌। দুপুর রোদে যাত্রার সঙ্‌ দিতে বোস্‌লো—

সুবোধ। তোমার একটু আক্কেল হ'ল না মা—তুমি আমাদের মত উপযুক্ত ছেলেদের এত বড় কথাটা বল্লে—আমরা ১৫।২০৲ টাকা মাইনের চাকরী কর্ব্ব? অসহ্য—অসহ্য—

ব-গি। তা চাকরী বাকরী তোরা যদি না কর্ব্বি—তা হ'লে এ সংসার চ'লবে কি ক'রে? তোরা প্রত্যেকে ২০৲টা ক'রে টাকা যদি এনে দিতে পারিস্‌ তা হ'লে প্রায় মাসে দেড়শো টাকা হয়। সংসারের কতটা সাশ্রয় হয় বল্‌দিকি!

কৃষ্ণ। বেশ, চাকরী কর্ত্তে ব'লছতো—চাকরী কর্ত্তে পারি,— দাও—, একটা নিদেন ৫০০৲ পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী ক'রে দাও—

সুবোধ। নিশ্চয়ই। তার কম ভদ্রলোকের ছেলের চাকরী করাই উচিৎ

নয়। প্যাঁচশো টাকা থেকে আরম্ভ হবে—বছর বছর পঞ্চাশ টাকা ক'রে মাইনে বাড়বে—

কৃষ্ণ। রোজ কোট প্যাণ্ট পরে মোটরে চেপে, বেলা বারোটার সময় অফিসে যাবো, চারটের সময় বাড়ী আস্‌বো—

সুবোধ। সঙ্গে দু'টো ক'রে আরদালী থাকবে—

পদ্মরাণীর প্রবেশ।

পদ্ম। সে রকম লেখাপড়া শেখনি কেন তোমরা,—তা হ'লে তো আমার সইএর বড় দাদার মতন ম্যাজিষ্ট্রেটও হতে পার্ত্তে!

কৃষ্ণ। সুবে! চল্‌ এখান থেকে স'রে পড়ি, এরা দেখ্‌ছি দলে পুরু হ'য়েছে।

সুবোধ। মেয়েদের আমি ভয় করিনা নতুনদা—এক রত্তি পদীর কথার জবাব কি আর আমি দিতে পারিনা? খুব পারি!—তবে কি জান;—নিশীথদা র'য়েছে, ও'র এক পয়সার কাগজে আবার আমাদের ঘরের কথাটা লিখে বাজারে প্রচার কর্ব্বে! সেই যা ভয়! মা! চল—ভাত দেবে, বেলা ১১টা বাজে! পদী! যাঃ—ঠাঁই করগে যা—

কৃষ্ণ। এক পয়সার একতাড়া কাগজের Editor,—কথা খুব জানে—হ্যাঁ—চল্‌ সুবে, খেয়ে দেয়ে—তোকে নাটক লেখবার ধরণটা বাৎলে দেবো—

সুবোধ। আহা নতুনদা'—তুমি চিরজীবি হ'য়ে বেঁচে থাক—

[সুবোধ ও কৃষ্ণের প্রস্থান)

ব-গি। এত বেলায় খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে নিশীথ ?

নিশীথ। আমি মা ঠিক দশটার সময় খাওয়া শেষ করি! ছাপাখানায় যাচ্ছিলুম—কথা কইতে কইতে কেষ্টোর সঙ্গে তোমাদের বাড়ীতে ঢুকে পড়লুম! পদ্ম! আমার "বাসুদেব" কাগজ তুমি সপ্তাহে সপ্তাহে পাচ্ছ ?

পদ্ম। এক আধখানা মাঝে মাঝে পাই।

নিশীথ। কেন ? আমিতো পিয়নের হাতে প্রতি সপ্তাহে পাঠাই।

ব-গি। যে সব গুণধর ভাই ওর,—কোন বই কি কাগজ এ বাড়ীতে এলে—তারা কি ওকে পড়তে দেয় ? নিজেরা নিয়ে—কে কোথায় ফেলে—নষ্ট করে—

নিশীথ। আচ্ছা—এবার থেকে আমি নিজে তোমাকে দিয়ে যাব। হ্যাঁ মা—পদ্মর বিয়ের কিছু ঠিক হ'লো ?

[পদ্মরাণীর প্রস্থান।

ব-গি। ঠিক কোথা থেকে হবে বাবা ? টাকা না হ'লে তো ঠিক হ'য়েও কোনও ফল নেই! এদিকে মেয়েতো পনেরো পেরিয়ে ষোলোয় পা দিয়েছে!

নিশীথ। এমন সুন্দরী—এমন রূপে গুণে মেয়ে, এর বিয়ে দিতে হ'লেও টাকা চাই ? উঃ—এ বাঙ্গালী সমাজের কি দুর্গতিই হ'ল ?

ব-গি। এত কাগজ লিখ্‌ছিস্—বই লিখ্‌ছিস্—এই মেয়ের বিয়েতে যাতে টাকা না লাগে, সে বিষয় একটা কিছু লিখে টিখে উপায় কর্ত্তে পারিস্‌না বাবা ?

নিশীথ। এ সম্বন্ধে কত বড় বড় লোক কত বই লিখ্লেন—কত মিটিং কল্লেন্—কত লেক্চার দিলেন, কই—কিছুইতো হোলোনা মা! আর আমার বিশ্বাস, এর কোন উপায় হবেও না!

ব-গি। কেন?

নিশীথ। কি করে হবে বলুন? ধরুন, বড়লোক—কিম্বা অবস্থাপন্ন লোক,—যাঁদের টাকা দেবার সামর্থ্য আছে, তাঁরা কি তাঁদের মেয়ের বিয়ের সময় মেয়েজামাইকে কিছু না দিয়ে অম্নি রুলী শাঁখা ধান দুর্ব্বো দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্বেন? মা,—বাঙ্গালীর দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা বাঙ্গালী নিজে।

কিরণের প্রবেশ।

কিরণ। এই যে জ্যাটাইমা—এইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছ—

ব-গি। এস—এস বাবা—এস—বাড়ীর ভেতর চল—রোদে কেন বাবা?

কিরণ। নাঃ—তোমাদের বাড়ীর ভেতরটায় ভারি ড্রেনের দুর্গন্ধ! সাত জন্মেতো ধাঙ্গড় দিয়ে সাফ্ করাও না! সে দিন কেষ্টোকে ডাক্তে এসে একবার বাড়ীর ভেতোর ঢুকে—আমার গা বমি বমি সমস্ত দিনেও যায়নি।

নিশীথ। তা আজকে এক শিশি Nux vomica সঙ্গে ক'রে আন্লে না কেন,—নিদেন বাড়ীর দু'জন চাকরকে ব'ল্লে হ'ত, তারা গোবরছড়া দেওয়ার মতন তোমার সাম্নে পেছনে এসেন্স্ ছড়া দিতে দিতে আস্তো!

কিরণ। আজ কাল মস্ত লেখক হ'য়েছ কিনা, তাই খুব লম্বা লম্বা কথা কইতে শিখেছ!

নিশীথ। লম্বা কথা আমি কইনি দাদা, লম্বাচওড়া মোটাসোঁটা কথা কইছ তুমি;—কার সামনে?—না, আপন জ্যাটাইমা,—তাঁর সাম্‌নে।

কিরণ। তুমি বি-এ পাশ্ কর্ত্তে পার, বিলেতফেরৎ নামজাদা ব্যারিষ্টারের ছেলে হ'তে পার, মস্ত বড় Publisher হ'তে পার,—কিন্তু তোমার এটা জানা উচিৎ যে, আমি সুখদাস মুখুয্যের ছেলে, দস্তুরমত ক'লকেতার একজন Multi-millionaireএর ছেলে; আমি তোমার কথার কোনও ধার ধারি না,—অথবা তোমার কাছে কোন Favourএর প্রত্যাশী নই যে, তুমি আমাকে লম্বা লম্বা কথা শোনাবে!

নিশীথ। Vice versa দাদা! আমিও তোমার কিছু ধার ধারিনা, অথবা তোমার দেশপূজ্য সুনামধন্য সুদি কারবারি পিতার কাছে কিছু ভিক্ষার প্রত্যাশী নই যে, তুমি চোখের সামনে অন্যায় ক'রে যাবে—আমি তোমার মোসায়েবী ক'রে তার তারিপ্ কর্ত্তে থাক্‌বো!

ব-গি। চুপ্ কর্ বাবা নিশীথ—চুপ্ কর্! কিরণ আমার ছেলেমানুষ, অতি শান্ত ছেলে,—ওর মনে কোনও খলকপট নেই! ওর জ্যাটাইমা অন্ত প্রাণ,—ওর জাঠ্‌তুতো ভেয়েদের প্রাণের চেয়ে ভালবাসে—

নিশীথ। তা বিলক্ষণই জানি!

কিরণ। জ্যাটাইমা! মা তোমাকে আজ দুপুরবেলা আমাদের বাড়ীতে যেতে বলেছে। একখানা পাল্‌কী ক'রে যেও,—মা ভাড়া দেবে

এখন ! দু'খানা মোটরই আজ engaged ! বাবার দু'জন সাহেব বন্ধু চেয়েছেন বুঝি ! আর ঘরের গাড়ীজুড়ী ক'খানা—.

নিশীথ। আর একটা কথা তবে কই—কিছু মনে কোরো না কিরণ বাবু ! অলঙ্কারবিহীনা ছিন্নমলিনবসনা—দুঃখিনী মা আমার, তোমাদের জুড়ী মোটর চড়বার জন্যেতো আব্‌দার ধরেন নি,— সেটার জন্যে অতটা মিছে কথা কইবার দরকার কি ?

কিরণ। মিছে কথা কি রকম ?

নিশীথ। না হয় সত্যি কথাই হোলো ! পাল্‌কী ক'রে ওঁকে যেতে বলেছ,—তাই যাবেন এখন ! গরীবের মেয়ে—গরীবের স্ত্রী, একদিন তোমাদের মোটর জুড়ী চাপ্‌লে যে পক্ষাঘাত হয়ে মারা যাবেন।

ব-গি। না বাবা—আমি পাল্‌কী ক'রেই যাব এখন। সেকি কথা— ছোট বৌ ডেকেছেন,—যাবনা ? তোমরাই তো আমাদের আশা ভরসা—সমস্ত !

কিরণ। আর আজ রাত্রে বিধুদা—সিধুদা,—মাধুদা,—যাদ্‌দা—কেষ্টো— সুবোধ, লল্‌তে আর পল্টুর আমাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন !

নিশীথ। ওঃ—আজ তাহ'লে মা—তোমার ছেলেদের দশ বছর ক'রে পরমায়ু বেড়ে যাবে।

ব-গি। তুই থাম্‌ নিশীথ ! কেন রে—আমার ঠাকুরপো কি আমার ছেলেদের খাওয়ান না কখনো ?

নিশীথ। ইতিহাসেও কখনো শোনা যায়নি !

কিরণ। জ্যাটাইমা—আমার অনেক কাজ,—বাজে লোকের বাজে কথা শোন[illegible] আমার সময় নেই ! (রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌ দেখিয়া)

উঃ--বেলা ১২টা বাজে,—এখুনি আমাকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর ওখানে যেতে হবে, সেখান থেকে French Motor Car কোম্পানীতে যেতে হবে!

ব-গি। হঠাৎ ছোট বৌ আমাদের নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালেন কেন বাবা কিরণ?

কিরণ। মা'র মামা—সেই যে শেতলপুরের জমিদার—আমার লোচন ঠাকুর্দ্দা আছেন,—তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছেন! বছর কতক হ'ল তাঁর বৌ মারা গেছে কিনা, তিনি আবার বিয়ে কর্ত্তে কল্‌কেতায় আমাদের বাড়ীতে এসে রয়েছেন!

ব-গি। তা ছোট বৌ কি তাঁর মামার সঙ্গে পদ্মর বিয়ে দিতে বলেন? তাঁর তো অনেক বয়েস হয়েছে!

কিরণ। কি আর এমন বয়েস? আর যদিও বা ৫০।৫২ বছর বয়স হয়ে থাকে, দেখ্‌তে যেন ৩০ বছরের ছোক্‌রাটী! লোচন ঠাকুর্দ্দা কি রকম ইয়ার লোক! কত পয়সা, কত বড় জমিদারী, কত বড় ফুর্ত্তিবাজ আমুদে লোক! কল্‌কেতার হেন বড়লোক নেই যে লোচন ঠাকুর্দ্দাকে চেনে না! অমন জামাই হ'লে তোমাদের দুঃখ ঘুচে যাবে! এই আজকের যে মস্ত খাওয়াদাওয়া হচ্ছে আমাদের বাড়ীতে,—এতো লোচন ঠাকুর্দ্দার খরচ!

নিশীথ। সে আমি গোড়াতেই বুঝ্‌তে পেরেছি!

কিরণ। আজ যখন যাবে,—পদ্মকে একটু সাবান টাবান মাখিয়ে, একখানা ফরসা কাপড় পরিয়ে—একটা সেমিজ গায়ে দিইয়ে—একটা বাইজি ঢঙে চুল এলো করিয়ে—

নিশীথ। সেটাতো এ গরীবের বাড়ীতে সুবিধে হবেনা! তার চেয়ে এক কাজ কোরো! পদ্মরাণী তোমাদের বাড়ীতে গেলে—তাকে ধ'রে—তোমার স্ত্রীর গায়ে আচ্ছা ক'রে তার গা ঘসে দিও!

ব-গি। তুই চুপ্ কর্ বাবা নিশীথ—আমার কিরণের সাদা প্রাণ,—ও ঠাট্টা বোঝে না।

সিধু, মাধব, যাদব, সুবোধ, কৃষ্ণ ও ললিতের প্রবেশ।

সিধু। নাঃ—বাড়ীতে খেয়ে আর সুখ নেই! এই যে কিরণ দাদাবাবু—

সকলে। এস—এস—দাদাবাবু এস—কি ভাগ্যি!

ব-গি। কিরে? সবাই খেতে খেতে উঠে এলি নাকি?

মাধব। কি ছাই রান্নাই রেঁধেছ—

যাদব। ঐ পদী ছুঁড়ীটা কি কোন কর্ম্মের? পরিবেশনও কর্ত্তে পারেনা।

কৃষ্ণ। একখানা মাছও বেশী ক'রে দেয়না—

ব-গি। তোরা যে আমাকে না ডেকে খেতে বসবি তা কি ক'রে জান্‌ব?

সুবোধ। তুমি পরিবেশন কল্লেতো মোটেই খেতে পাওয়া যেতোনা! এ তবু ধম্‌কে ধাম্‌কে পদীর কাছ থেকে—মাছটা—তরকারীটা আদায় করেছি!

ব-গি। এই আমার মাথা খেয়েছে! ও বেলাকার মাছ তরকারী—সব ধরে দিয়েছে বুঝি—

সিধু। (হাসিতে হাসিতে) না দিলে কি আর রক্ষে ছিল? সবাই মিলে এঁটোহাতে হেঁসেল ছুঁয়ে দোবোনা?—তাই ভালোয় ভালোয় যে যত চাইলে সব ধরে দিয়েছে—

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কি মনে ক'রে দাদাবাবু?

কিরণ। ও বেলা আমাদের বাড়ীতে লোচন ঠাকুর্দ্দা তোমাদের মস্ত ফিষ্ট্ দিচ্ছেন,—সব যেও!

সকলে। Hip—Hip—Hurrah—ভারি মজা—ভারি মজা!

সিধু। আজ একেবারে কব্জি ডুবিয়ে মাংস—হুঁ—হুঁ বাবা—

নিশীথ। মিটুলির চচ্চড়ী তার সঙ্গে! হাজার হোক্—বুড়ো বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার পড়্বে,—সেই ব্যবস্থা হচ্চে কি না? আজ বুড়ো হয়তো নিজের গোমাংস কেটে সবাইকে সিক্ কাবাব খাওয়াবে।

[নিশীথের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কি? কি? বুড়ো বাঁদর বল্লে কা'কে? ভারি আস্পর্দ্ধা যে দেখ্ছি! লোচন ঠাকুর্দ্দাকে বুড়ো বাঁদর বল্লে? এত বড় কথা?

সিধু। দোবো নাকি একটা ঠুস্সা?

কিরণ। তোমার ঐ দরোয়ানের মত হোঁৎকা চেহারাই সার সিধ্দা? ও লোকটাকে তোমাদের বাড়ীতে আস্তে দাও কেন?

সিধু। আর কভি নেহি দেঙ্গা!

কিরণ। জ্যাটাইমা—এই তোমার ছেলেদের জিজ্ঞাসা কর!—হ্যাঁ ভাই সিধ্দা—তোমরা সবাই সত্যি ক'রে বল, লোচন ঠাকুর্দ্দা কেমন লোক!

সিধু। চমৎকার—চমৎকার!

কিরণ। তার সঙ্গে পদ্মর যদি বিয়ে হয়,—বেশ হয়না?

মাধ। একেবারে রাসমঞ্চে—রাধাকৃষ্ণের মিলন!

কিরণ। কি রকম বড়মানুষ লোক সে?

যাদব। একেবারে ইন্দির নারাণ। বেরালের বিয়ে দেয়!

র-গি। এখন আর এখানে গোলমাল ক'রে দরকার কি বাবা? এক কথায় তো আর বিয়ে হয়না! ছোট বৌয়ের সঙ্গে পরামর্শ করি,—কর্ত্তা কি বলেন শুনি! কিরণ! তাহ'লে তুই একটু মিষ্টিমুখ কর্ব্বিনা?

কিরণ। নাঃ—আমি এই ভাত খেয়ে বেরুচ্ছি!

কৃষ্ণ। নিদেন একটা পান—একটা সিগারেট!

কিরণ। নাঃ! পান আমি খাই না। একটিন্ সিগারেট সঙ্গে আছে—

সকলে। একটা আমায়—একটা আমায়—

(বলিতে বলিতে কিরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের হ্যাংলার ন্যায় প্রস্থানোদ্যোগ—এমন সময় ঝড়ের মত পদ্মরাণীর প্রবেশ)

পদ্ম। মেজদা!

(ভাইদের হ্যাংলাবৃত্তি পদ্মর আত্মসম্মানে তীব্রভাবে ঘা দিয়াছিল,—সে সহ্য করিতে না পারিয়া বাধা দিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। পদ্মের সেই মর্ম্মভাঙ্গা অভিমানমিশ্রিত তীব্র ভৎসনার সুর উপেক্ষা করিয়া ভায়েরা কিরণে খোষামোদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।)

পদ্ম। (হতাশভাবে মায়ের দিকে ফিরিয়া) মা! তুমি ওদের অমন হ্যাংলার মত পরের কাছে হাত পাত্‌তে বারণ করনা মা!

(পদ্ম কাঁদিয়া ফেলিল। বড় গিন্নী পদ্মরাণীকে বুকে টানিয়া লইলেন)।

(পদ্ম ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।)

ব-গি। কেঁদে আর কি হবে মা! ওরা কি আমার কথার বশ? নে, চুপ্ কর্ মা! (চক্ষু মুছাইয়া দিল)
আয়, আমার সঙ্গে আয়! পাগলী মেয়ে! সংসারে কত সইতে হয়—এই টুকুতেই এত অধীর হ'লে চ'লবে কেন?

ভিখারিণীর প্রবেশ।

ভিখা। কাঁদ্‌ছে কাঁদুক্—আহা—কাঁদুক্ মা কাঁদুক! এই বেলা থেকে কান্নাটা অভ্যাস ক'রে নিক্। কাঙ্গালী বাঙ্গালীর ঘরে যখন জন্মেছে,—তখন তো কান্নায় ওর জন্মগত অধিকার।

গীত

(এমন) কাঙ্গালী করিয়ে, বাঙ্গালীরে কেন,
সৃজিলে বিধি এ—কি বিধি তোমার?
(কেবল) পরমুখ চায়, পরপানে ধায়,
পরকৃপা ভাবে জীবনের সার॥

সাধ পরপদ করিতে লেহন,
পরদাস হ'তে সদা আকিঞ্চন ;
তুচ্ছ আশায় দেয় বিসর্জ্জন
গর্ব্ব-মান-মর্য্যাদা-ভার ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুখদাস মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

লবঙ্গলতা একখানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়
'নভেল' পড়িতেছিলেন।

তেলি বৌয়ের প্রবেশ।

তেলি বৌ। বৌদি!

লবঙ্গ। (নীরবে পাঠ করিতেছিলেন)।

তে-বৌ। বৌদি কি ঘুমুলে নাকি গা? না—ঐতো জেগে রয়েছেন। বৌদি! আমার ওপোর কি রাগ করেছ? আমি তোমার কি ক'রেছি ভাই?

লবঙ্গ। (হঠাৎ বই দেখিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল) "তুমি আমার কি ক'রেছ? কেন তুমি তোমার ঐ মোহনমূর্ত্তি নিয়ে আবার আমার সাম্নে দাঁড়িয়েছিলে? আমার ফুটোনোন্মুখ যৌবন—কালে ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সাম্নে জেলেছিলে?" উঃ—কি চমৎকার, কি প্রেম! একেই বলে প্রেমের উচ্ছ্বাস—

তে-বৌ। কি উচ্ছের কথা ব'লছ বৌদি?

লবঙ্গ। এ্যা—কে? কে? তেলি বৌ? তুমি? তুমি? এখানে? আমার বাগানে? আমার কাছে? যাও—দূর হও—দূর হও! ছি—ছি—ছি—আমার প্রাণের সমস্ত Feelingsটা Murder—Murder—হত্যা—হত্যা—হত্যা ক'রে দিলে?

তে-বৌ। ওমা—কোথায় আবার হত্যে দিনু গো বৌদি! একি বাবা তারকনাথের মন্দির যে এক পাশে পড়ে হত্যে দোবো?

লবঙ্গ। Shut up—Shut up! যাও তুমি এখান থেকে! তোমার যেমন বদ্ চেহারা, তেমনি কদর্য্য কথা—তেমনি dirty পোষাক! তুমি গরীব,—তোমার গায়ে গরীবের দুর্গন্ধ,—পচা পাঁকের দুর্গন্ধের মতন! আমার বমি আস্‌ছে—বমি আস্‌ছে। Essence—Essence—কই—কই—(এক শিশি এসেন্স্ ঢালিয়া সমস্ত অঙ্গে লেপন)।

তে-বৌ। (স্বগত) তাইতো—গোটাকতক টাকা ভুলিয়ে নেবার মতলবে এলুম; ছুঁড়ী যে গোড়া থেকেই দূর দূর ক'ত্তে আরম্ভ কল্লে গো?

লবঙ্গ। এই তেলি বৌ—Get out—Get out! যাও বল্‌ছি—যাও—যাও।

তে-বৌ। যাব বই কি বৌদিদি! তুমি হ'লে রাজরাণী—রাজার বৌ—রাজার মেয়ে! চেহারায় রাজরাণী—কথায় রাজরাণী—চালচলনে রাজরাণী! তা বৌদিদি—আমি কি এখানে আস্‌তে সাহস করেছিলুম? দিনরাত ওই রাজরাণীকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে কিনা,—তাই লোভ সাম্‌লাতে পারিনা, ভুলে এসে পড়েছিনু। উঁকি মেরেই তোমাকে দেখে যাচ্ছিনু বৌ দিদি,—জানি, তুমি নোংরা ময়লা কাপড়চোপড় দেখ্‌তে পারনা! তা ভাব্‌লুম, আজ

ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় এসেছে—একটু ফরসা তো আছে,—একটু নেবুর তেলও মেখেছিনু,—সেই ভরসায় একবার দূর থেকে রাজরাণীকে দেখ্‌তে এয়েছিনু! তা বৌদি—পেন্নাম হই! দূর থেকে একটু পায়ের ধূলো ছুঁড়ে দাও,—আমি এইখান থেকে চেটে নিয়ে ধন্যি হই!

লবঙ্গ। আচ্ছা—যেওনা—ঐখানে বোসো! আমি হঠাৎ চটে গিছ্‌লুম কেন তা জান?

তে-বৌ। তা জানি বইকি বৌদি! বড়মানুষরা গরীব দেখলে চট্‌বে না?

লবঙ্গ। তা চটে। তবে আমি আরও চটেছি এই জন্যে, আমি তন্ময় হ'য়ে বই পড়ছিলুম প্রাণে একটা ভাবের প্রবল বন্যা ছুটছিল, সুখের সপ্তম স্বর্গে উঠ্‌ছিলুম, এমন সময় চোখ চেয়ে দেখি—একটা Cadaverous, বিশ্রী, বিকট তেলি বৌ!

তে-বৌ। (নিজের গালে মুখে চড়াইতে ২) মুয়ে আগুণ, মুয়ে আগুণ—এমন চেহারা নিয়ে মরিনি কেন? মরিনি কেন? এই চেহারায় রাজ-রাণীর কাছে দাঁড়াই কি ক'রে? মুয়ে আগুণ—মুয়ে আগুণ। লজ্জাও করে না? তা ভেব না বৌদি! এবার থেকে আর এ মুখ তোমাকে দেখাবো না! এইবার যখন আস্‌বো,—তোমার দিকে পেছন ক'রে দাঁড়াব,—পেছন ফিরে তোমার সঙ্গে কথা কইব,—হাস্‌বো—গল্প কর্ব্ব—তোমার রূপের ব্যাখানা কর্ব্ব! (পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান)

লবঙ্গ। নাঃ—ও সব ছেলেমানুষি কর্ত্তে হবে না। আমার কাছে যখন আস্‌বে—একটু পরিষ্কার ঝরিষ্কার হয়ে আসবে! ফরসা কাপড়

পোরে আস্‌বে! গায়ে সাবান মেখে আস্‌বে,—নার্কেল তেল মাখ্‌লে—খবরদার—আমার ত্রিসীমানায় এসোনা। অই নাও রয়েল রোজের শিশিটা থেকে একটু এসেন্স্ ঢেলে মেখে তবে আমার কাছে এসে বোসো!

তে-বৌ। এই নিই দিদি (শিশি লইয়া) কতটুকুই বা আছে? এক বোতল না হ'লে আমার সানে না। মাথার ভেতোর কেবল আগুণ জ্বলছে! (সমস্তটা মাথায় ঢালিয়া) গঙ্গা—গঙ্গা! ওমা—কতটুকুন গো!

লবঙ্গ। দূর ন্যাকা মাগী! দামী এসেন্স,—ওকি গোলাপ জলের মত মাথায় ঢালে? একটুখানি গায়ের কাপড়ে ছিটিয়ে দিতে হয়! মিছি মিছি অতটা এসেন্স আমার নষ্ট কল্লি। ঐ এক শিশি এসেন্সের দাম ৩৬৲ ছত্রিশ টাকা—

তে-বৌ। তোমার অভাব কি গা? তুমি হ'লে রাজরাণী! এই যে কল্‌কাতার সহরে, কত বড়লোকের বাড়ী আমি যাই আসি,—সবাই বলে, মুখুয্যেদের বৌয়ের মত রূপ কারুর নেই! যে যখন কাপড় পছন্দ করে কিন্‌তে দেবে,—বলে যে ঐ মুখুয্যেদের বৌয়ের কাপড়ের মতন কাপড় নিয়ে এসো। যে গন্ধক কিন্‌তে দেবে—বলে যে "মুখুয্যেদের বৌ যে গন্ধক মাখে—সেই গন্ধক কিনে না আন্‌লে মাখবো না!" তা—তোমার রূপগুণের কি তুল্যি মুল্যি আছে বৌদি? এই দেখনা কেন,—গোটা দশেক টাকার আজ আমার বিশেষ দরকার হয়েছিল! তা—পাড়ার এত বড়লোক থাক্‌তে—তোমার কাছে ছুটে এলুম কেন? আমি মুখ ফুটে

দু-দশটা টাকা চাইলে,—কেউ ভুলেও "না" বলতে পারে না! কিন্তু যার তার কাছে চাইতে আমার মন ওঠে না! ভাবলুম্ যাই আমার রাজরাণী বৌদির কাছে হাত পাতিগে,—তাতে বরং আমার গৌরব আছে!

লবঙ্গ। ধার চাই?

তে-বৌ। ধার বই কি বৌদিদি? মল্লিকদের বাড়ীর খুকী দিদিমণি যদিও অম্নি দিতে আসে,—তা—আমি অম্নি নোবো কেন গা? পোড়া কপাল! আমি কি তেম্নি তেলির মেয়ে? আজ হোক্—কাল হোক্—দু দশদিন পরে হোক্—ওর টাকা—ওর গায়ের ওপর ফেলে দোবো বই কি! যদিও খুকী দিদিমণি চায়না বটে, তবু আমি অম্নি নোবো কেন?

লবঙ্গ। এই নাও—এ টাকা তোমার দাদাবাবুর। একটু শিগ্‌গির দিও।

তে-বৌ। দাদাবাবুর টাকা? তবে থাক্ বৌদি? আমি বেটাছেলের কাছ থেকে টাকা ধার নিই না। দাদাবাবু জানতে পাল্লে—হয় তো রাগ কর্ব্বেন।

লবঙ্গ। না—না—আমারই টাকা,—তোমার দাদাবাবু দিয়েছেন বটে। তা—নিয়ে যাও তুমি! আমি তোমাকে দিইছি—এ কথা বলবে কেন?

তে-বৌ। আমি সুদের টাকা পেলেই চুপি চুপি তোমাকে দিয়ে যাব বৌদিদি! বেলা গেল,—আজ তাহ'লে আসি। গড় করি বৌদি।

[তেলি বৌয়ের প্রস্থান

লবঙ্গ। গরীব—তার ওপর খোসামোদ করে—আমার দশটা টাকা অম্নি দিলেই হোতো বেশ চাল দেখানো, হ'ত—পাঁচ জায়গায় আমার আরও সুখ্যাতি কর্ত্ত! যাক্—এবার যেদিন আস্‌বে—ব'ল্‌বো—তুমি গরীব মানুষ,—ও টাকা তোমাকে দান কল্লুম!

কিরণের প্রবেশ।

কিরণ। কার জন্য আজ দানছত্র খুলেছ গো?

লবঙ্গ। সে খবরে তোমার কাজ কি?

কিরণ। বলি—আমায় কিছু দান করনা।

লবঙ্গ। ইস্! রস্ যে গা বয়ে পড়ছে। অত রসিকতা আমি সইতে পারিনা।

কিরণ। তাতো বটেই! খালি প্রজাপতির মত পাখ্‌না নেড়ে বেড়াতে পার।

লবঙ্গ। খবরদার বল্‌ছি—মুখ সাম্‌লে কথা কও।

কিরণ। এই হাস্যরসের অবতারণা হ'তে হ'তে অম্নি রৌদ্ররসের সূত্রপাত? বলি—হঠাৎ চটে উঠলে কেন?

লবঙ্গ। চট্‌বার কারণ হ'লেই লোকে চটে। আমার সঙ্গে ঠাট্টা—ইয়ারকি?

কিরণ। তা—স্ত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা কল্লেই বা—তাতে আর কি মহাভারতটা অশুদ্ধ হ'য়ে গেল?

লবঙ্গ। আমি ও সব ভালবাসি না। ও সব ইত্‌রমি অন্যস্থানে করগে—আমার কাছে সমিহ ক'রে চল্‌তে হবে! এ তোমার গরী

গেরোস্তো ঘরের ভাতরাঁধা—বাসনমাজা—ঘরঝাঁট দেওয়া স্ত্রী পাওনি! আমাকে সম্মান ক'রে কথা কইতে হবে,—আমার মান রেখে আমার সঙ্গে ঘর কর্ত্তে হবে।

কিরণ। কি রকমটা শুনি। মাগ্‌কে কি পিসেমশাই—না—মাষ্টার মশাই মনে ক'র্ত্তে হবে?

লবঙ্গ। খবরদার তুমি আমার ত্রিসীমানায় এসো না বলে দিচ্ছি! যারা তোমার রসিকতা ইয়ার্কি পছন্দ করে,—তাদের সঙ্গে ঐ রকম করগে! আমি তোমার মত মূর্খ—অসভ্য স্বামীকে ঘৃণা করি।

[লবঙ্গের প্রস্থান।

কিরণ। ছোটলোকের ঘরের মেয়ে আর কত ভদ্র হবে? বাপ জেটী-সরকারি ক'র্ত্ত, ভায়েরা কেউ টীন্ মিস্ত্রি—কেউ স্যাকরার দোকানে তামাক সাজে—তার উপর বাপের বাড়ী হ'ল অজ পাড়াগাঁয়ে;—গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য গাড়ী কখন চখে দেখেনি। চালাঘরে বাস ক'র্ত্ত,—বরাৎ জোরে রাজঐশ্বর্য্যের মধ্যে এসে পড়ে একেবারে ধরাকে সরা দেখছেন। পানপানা মুখখানা আর চক্‌চকে রং দেখে বাবা বংশও দেখলেন না,—ঘরও দেখলেন না,—একটা হাঘরের মেয়ে এনে আমার গলায় গেঁথে দিলেন। পুরুষের অধঃপতনের জন্যে সে নিজে যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী—তার স্ত্রী!

(নেপথ্যে রামলোচন) কিরণ! ও কিরণ!

কিরণ। এই যে ঠাকুরদা! যাই!

[প্রস্থান।

রামলোচন ও কিরণের পুনঃপ্রবেশ।

কিরণ। না বুঝে ভারি অন্যায় ক'রে ফেলেছি তো ঠাকুরদা,—তা হ'লে—

রাম। যা হবার তা হ'য়ে গেছে ভায়া! দু'টো টাকা দিয়েছ তো? ব্যস্, তা'তেই সাত খুন মাপ! হাজার হো'ক্—বড়লোক তো এক-দিন ছিল—

কিরণ। তা আমি কি ক'রে বুঝবো বল? যে রকম ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা—খালি গা—খালি পা—চাষা লোকের মত চেহারা, আমি মনে কল্লুম বুঝি চোর টোর হবে—

রাম। অদ্বৈত ঘোষাল—ওকে কল্‌কেতার সহরে কে না চেনে? আমার বরাৎক্রমে কেবল তুমিই চেনোনা।

কিরণ। ওকি খুব নামজাদা বড়লোক ছিল?

রাম। ছিলনা? শুধু বড়লোক? অদ্বৈত ঘোষাল একজন প্রাতঃস্মরণীয়, দুপুর-স্মরণীয় আর বিশেষতঃ রাত্রিস্মরণীয় ব্যক্তি! একাদিক্রমে দশ বছর আড়াইশো বেশ্যাকে প্রতিপালন ক'রে গেছেন; ক'ল্‌কেতার যত মাতাল,—বরাবর অদ্বৈত ঘোষালের মাসোহারা খেয়ে এসেছে! ওর সেই সোনামুখী বেবুশ্যেটী—যাকে ৫০ বছর রেখেছিল,—মাটীতে হাঁটতোনা—ভায়া—মাটীতে পা দিয়ে চল্‌তোনা।

কিরণ। সেকি? এরোপ্লেনে উড়ে বেড়াতো নাকি?

রাম। নোট, টাকা, কোম্পানীর কাগজ বাড়ীময় ছড়ানো থাকতো; সোণা-বিবি—তার ওপোর পা দিয়ে বেড়াতো। এ গল্পকথা নয়,

আমার স্বচক্ষে দেখা! বুঝলে ভায়া—বাড়ীর দরজার সাম্‌নে বেজায় কাদা হ'য়েছে! সোণাবিবি কাদা দেখ্‌লে বড় ঘেন্না ক'র্ত্ত। অথচ দরজা পার হ'য়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চৌঘূড়ীতে গিয়ে উঠে বস্‌তে হবে;—তখুনি অদ্বৈত ঘোষালের হুকুম হ'ল,—সোণাবিবির বাড়ীর সামনের সমস্ত রাস্তাটায় দু'ইঞ্চি পুরু ছানা আর রাতাবি সন্দেশ বিছিয়ে দেওয়া হোক্।

কিরণ। ঠাকুরদার বুঝি আফিংএর নেশা ধরেছে—তাই খেয়ালে বিভ্‌ভুল বক্‌ছো?

রাম। যে মিছে কথা কয় তার বাপের মুখে—কি আর ব'ল্‌ব! ঐ যে সেদিন ফুলীকে দেখ্‌লে—

কিরণ। কে? ফ্লোরা বাইজি?

রাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আজকাল্‌কার ছোঁড়ারা—ফ্লোরা ট্রোরা সব কত কি ওকে বলে শুন্‌তে পাই! ঐ ফুলির দিদিমা ছিল গোলাপী। ব'ল্লে না পিত্যয় যাবে,—চেহারা একেবারে সাক্ষাৎ "ঘটোৎকচ বধ"! জল খেলে গলায় জল নাব্‌ছে দেখতে পাওয়া যেতো! অদ্বৈত ঘোষালের কাছে—গোলাপী বিবি পাঁচ বছর বন্ধক ছিলেন; তা তার সাম্‌নে রূপো—কি কাগজ আন্‌বার হুকুম ছিল না!

কিরণ। কেন? amateur, ছিলেন নাকি? পয়সাকড়ী নিতেন না?

রাম। খালি মোহর আর গিনির লেন্‌দেন্! চার পয়সা পানের দরকার,—ঝড়াকসে গিনি বেরুলো! এলো চার পয়সার পান, বাকী চোদ্দ টাকা পনের আনা চাকর ব্যাটার লাভ!

কিরণ। বল কি—এমন ধারা? তা তুমি কেন গোলাপী বিবির চাকরিটায় ভর্ত্তি হ'লেনা?

রাম। আরে ভায়া—আমি তো নিজেই একটী ছোটখাটো—অদ্বৈত ঘোষাল;—অমন দু দশটা গোলাপী আমার শেতলপুরের গোলাপবাগানে বিশ পঁচিশ বছর ঘর ঘরকন্না করে এসেছে! এখনও সোনাগাছি—রূপোগাছি—হীরেগাছি—মুক্তোগাছি—তাঁবাগাছি—কাঁকুড়গাছিতে গিয়ে এই রামলোচন চক্রবর্ত্তীর নাম কর,—দেখ্‌বে, মেয়েমানুষদের দঙ্গলে একটা সোর গোল পড়ে যাবে! অদ্বৈত ঘোষাল আর রামলোচন চক্রবর্ত্তীর মাসোয়ারা খায়নি, এমন মেয়েমানুষতো ক'ল্‌কেতার বাজারে কোনও শালাকে দেখিনা!

কিরণ। রাগ কর কেন ঠাকুর্দ্দা? আমি ছেলেমানুষ,—আমি কি ও সব জায়গায় গেছি যে, তোমাদের নামডাক শুনবো? আমাকে নিয়ে একটু ঘোরো—তবে না আমি তোমার নাতি হবার উপযুক্ত হব!

রাম। ঐ গোলাপ বিবি,—বুঝ্‌লে—ও যখন আমার কাছে ছিল,—ওর বাঁদর পোষবার ভারি সখ হয়েছিল,— বুঝলে?

কিরণ। তা বুঝলুম বইকি! তা—সে সখ্‌ তোমাকে দিয়ে মেটালে বুঝি?

রাম। হা—হা—হা—ঠাট্টা ক'র্‌ছ বুঝি—ঠাট্টা ক'র্‌ছ বুঝি? তা কর—তা কর! হাজার হোক্—তুমি আমার হবু মেগের ভাই,—পদ্মরাণীর ভাই! তা যা বল্‌ছিলুম—শোনো ভায়া। চিড়িয়া

খানা থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে, পাঁচ জোড়া ভাল ভাল লালমুখো বাঁদর,—এই এম্নি মোটা—এতখানি করে ল্যাজ,—পিঁজরেশুদ্ধু গোলাপ বিবিকে কিনে দিলুম! তা তাদের রোজ খাবার বন্দোবস্ত কি জান? বাঁদরপিছু, আড়াই সের বোঁদে ক্ষিরে ভেজান'—আর আধ সের করে পেস্তা।

কিরণ। তা সে সব বাঁদরগুলো কি বুড়ো হতে যে যার দেশে ফিরে গিয়ে তেজপক্ষের বিয়ে থা করে ফের সংসারধর্ম্ম কচ্ছে নাকি?

রাম। বেঁচে থাক্ দাদা—বেঁচে থাক্! তুই আমার ঠিক মনের মতন সম্বন্ধী বটে! তোর রসিকতায় প্রাণ যেন তুড়্‌কী লাফ্ খায়!

কিরণ। চলনা—তোমার সেই গোলাপ বিবির নাৎনি—ঐ ফ্লোরা বিবির সঙ্গে একটু জান্‌পছানা করে আসি।

রাম। তুই যাবি দাদা? ফুলির কাছে যাবি? যা না—যা না—বেশতো! গিয়ে আমার নাম করিস্, দু'শো খাতির পাবি! ক্রোরপতি তার ঘরে থাক্‌লে, তাকে তাড়িয়ে তোকে বাবা বলে আদর করে বসাবে!

কিরণ। দুর্গা—দুর্গা—কি বল ঠাকুর্দ্দা! আর আমি একা গিয়ে কি কর্ব্ব? তুমিও চল।

রাম। রাধামাধব—মহাভারত! আমি আর সেখানে মুখ দেখাতে পারি? হাজার হোক্—আমার একটা নামডাক আছে, আমার কি মেয়েমানুষের নাৎনির বাড়ী "ফোকোটোয়" ঢোকা উচিৎ? অধর্ম্ম হবে যে! তুই যা না! আমি বল্‌ছি—তুই নিশ্চরোয়ায় যা! দ্রোয়ান রোখে,—ফড়াফুদে আমার নামটা একবার শুনিয়ে দিবি।

কিরণ। কিন্তু যদি ধস্‌তে না দেয়—তাহ'লে তোমাকে টেনে নিয়ে যাব—তা বল্‌ছি! আমার যদি এ উপকারটা না কর, তাহ'লে তোমার পদ্মরাণীর সঙ্গে বিয়ে ঘুচিয়ে দোবো—স্পষ্ট বল্‌ছি।

রাম। মরে যাব, মরে যাব দাদা—অপঘাতে মারা যাব! আচ্ছা—তুই একবার নিজে গিয়ে দেখ্! নিতান্তই যদি স্থবিধে কর্ত্তে না পারিস্, তাহ'লে তুই শালাবোনায়ে একেবারে তাল ঠুকে গিয়ে পড়বো! কেমন?

কিরণ। সেই কথাই ভাল। আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা! ঠিক বলত—তোমার বয়েসটা কত?

রাম। কত আর হবে? এই তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ,—আর কত?

কিরণ। হা হা হা—ঠাকুর্দ্দা খুব রসিক!

রাম। বোঝো ভায়া,—বয়সে কি কিছু আট্‌কায়? শুধু এই রসিকতায় এতকাল আসর রেখে আস্‌ছি।

কিরণ। তা—দেখতেই পাচ্ছি! নইলে এখনও মেয়েমানুষ দেখ্‌লে লাফিয়ে ওঠো! নাঃ—সত্যি সত্যি বলনা,—বলনা—তোমার এখন ঠিক বয়সটা কত?

রাম। বোল্‌বো ভায়া? কারুর কাছে প্রকাশ কর্ব্বেনা?

কিরণ। ছি—ছি—তা কি পারি? আমরা তোমার বিয়ের সম্বন্ধ কচ্ছি, আমরা কি তোমার বেশী বয়স বল্‌তে পারি?

রাম। তবে চুপি চুপি বলি ভায়া—এই ৭৬ বছর পেরিয়ে পোরশু জন্মতিথিতে ৭৭ বছরে পা দোবো—

কিরণ। আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা! তোমার এই এত বয়সে—এখনও বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে যায়?

রাম। আরে দাদা—বয়েস যত বাড়ে—তত ছেলেমানুষ হ'তে ইচ্ছে যায়—বর সাজ্‌তে ইচ্ছে যায়;—কচি কচি কনে নিয়ে খেল্‌তে ইচ্ছে যায়! তা আমার বরাতে কি আর এ জীবনে সে সুখ হবে?

ছোটগিন্নীর প্রবেশ।

ছো-গি। দুঃখ কচ্ছ কেন মামা? হুট্ বল্‌তেই কি তেজপক্ষের ক'নে জোটে? তুমিই বল!

রাম। হুট্ ব'ল্‌তে না জুট্‌লেই বা চলে কৈ বাছা? মানুষের শরীরের ভদ্রাভদ্র তো আছে! এই দেখনা দাদা কিরণ, কত জালজুচ্চুরী করে, কত মিথ্যে সাক্ষ্যিটাক্ষ্যি দিয়ে, কত সরিকদের বঞ্চিত করে, তোমার মায়ের মাসীর বিষয়টা তোমার মাকে পাইয়ে দিলুম,—এখনও তোমার হরিশ মামার সেই দু'শো বিঘে আম বাগানটা আর হাল্‌সিপুরের বড় দিঘিটা জাল উইল করে, তোমার মাকে পাইয়ে দেবার চেষ্টাচরিত কচ্ছি,—আর তোমার বাপ মা কিনা আমার একটা কনে জুটিয়ে দিতে পাল্লেন্ না?

ছো-গি। মামা যেন দিন্‌কের দিন কচি খোকাটী হচ্ছ! চেষ্টা কি আমরা কচ্ছিনে—তুমি ব'ল্‌তে চাও?

রাম। কই চেষ্টা করেছ বাছা—কই চেষ্টা কল্লেছ? হ্যাঁ,—তোমরা চেষ্টা কল্লে এতদিনে—শুধু আমার কেন—আমার বাবার শুদ্ধু বিয়ে দিতে পার্ত্তে,—হ্যাঁ—

ছো-গি। ছেলেমানুষী কোরোনা মামা,—শোন! আমার বড়মা' এসেছেন, আমি সম্বন্ধ সব পাকাপাকি করেছি। মামা! তুমি এইখানে থাক,—আমার মা' তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌ছেন,—একটু বুঝে সুঝেকথাবার্ত্তা কোয়ো,—বুঝ্‌লে? ছেলেমানুষী করে যেন সব ফাঁসিয়ে দিও না—

[ছোটগিন্নির প্রস্থান)

কিরণ। ঠাকুর্দ্দা!

রাম। এঁ্যা—

কিরণ। আর "এঁ্যা" কেন? কি রকম বরাৎ খুল্‌লো—বুঝ্‌তে পাচ্ছ কি?

রাম। আমার যেন তেমন বিশ্বাস হচ্ছে না ভায়া!

কিরণ। সত্যিমিথ্যে এখুনিই তো টের পাবে ঠাকুর্দ্দা! আমার মা কি মিছে কথা ক'য়ে গেল?

রাম। তা—তা—তা—দীনু মুখুয্যে, তার ছেলেরা—এরা কি সব রাজী হবে—এমন টক্‌টকে মেয়েকে আমার হাতে দিতে?

কিরণ। কেন হবেনা?

রাম। এই—এই তোমার গিয়ে—আমার এই বয়েসটা একটু এগিয়ে—তোমার গিয়ে—তা যাক্‌—তা যাক্‌,—সে দাদা তোমরা মনে ক'ল্লে কি না পার—কি না পার?

কিরণ। বিয়ে দেবে কি সাধে? দীনু জ্যাঠার বাড়ীখানি আমাদের কাছে ৬০৭০৲ ছ হাজার টাকায় বাঁধা সুদে আসলে ৮০০০৲ আট হাজার প্রায় হয়েছে। বাবা কেবল দয়া কুরেই এখনও কিছু করেননি,—নইলে এতদিন কোন্‌কালে তাঁকে গুষ্টিশুদ্ধ পথে

ব'স্‌তে হোতো! আমরা এখন যা ব'লব—দীনু জ্যাঠাকে সুড় সুড় করে তাই ক'র্ত্তে হবে।

রাম। জয়জয়কার হো'ক্ তোমার বাবা মশায়ের! দে—দে দাদা—চট্ করে গাঁটছড়াটা বেঁধে দে!—

কিরণ। আস্তে,—চেঁচিওনা ঠাকুর্দ্দা! একটু গম্ভীর হ'য়ে থাক! ঐ জ্যাঠাইমা মা'র সঙ্গে আস্‌ছে।

রাম। ভায়া,—বুকটা যে বড্ড ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্ছে—হাতটা আমার চেপে ধর ভাই—সর্ব্বাঙ্গ বেজায় কাঁপ্‌ছে।

কিরণ। (রামলোচনের হাত ধরিয়া) চুপ্।

ছোট গিন্নী ও অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা বড় গিন্নীর প্রবেশ।

ছো-গি। কা'কে লজ্জা ক'চ্ছ দিদি? তোমার বুড়ো বয়সে ঢং দেখে যে বাঁচিনা। ঘোম্‌টা খোলো—ভাল ক'রে মামাকে দেখে নাও! হাজার হোক্—নিজের জামাই হবে তো?

রাম। (প্রণাম পূর্ব্বক) প্রাতঃপ্রণাম মা ঠাক্‌রুণ্! একটু পায়ের ধুলো দিন—সোমোত্তো ছেলেকে আপনার—

ব-গি। ওমা—ওমা—আপনি করেন কি মামা মশাই? আপনি গুরু লোক! (প্রণাম পূর্ব্বক) আমার অপরাধ নেবেন না!

রাম। এ্যা—ঁ! (লম্বা জিভ্ কাটিয়া) কি সর্ব্বনাশ! আমার অকল্যাণ কর্ব্বেন না মা জননী! (প্রণাম পূর্ব্বক) আমি আপনার নিতান্তই বোকা সন্তান।

ব-গি। অ ছোটবৌ! আমার চাদ্দিকেই সর্ব্বনাশ, আর সর্ব্বনাশের ওপোর সর্ব্বনাশ বাড়াতে এখানে আমাকে কেন আন্‌লে বোন্?

ছো-গি। তুমি যে দেখ্‌ছি—সত্যিই বাড়াবাড়ি সুরু কল্লে দিদি? বলি, তোমার রকমখানাটা কি—ভেঙ্গে বল দিকি? সকাল থেকে সমস্তদিন ধরে আমার কাছে বসে বসে, মেয়ের বিয়ের কত কথা কইলে,—কত কাঁদুনি গাইলে! বিনিয়ে বিনিয়ে আমার মামার সমস্ত খবর আমার কাছ থেকে নিয়ে—পাকা কথা দিলে যে, পদ্মর বিয়ে মামার সঙ্গে দেবে,—এখন এ সব আবার কি ঢং হচ্ছে?

কিরণ। জ্যাঠাইমার বোধ হয় জামাই পছন্দ হচ্ছেনা!

রাম। অপছন্দ করবার আমার কোনখান্‌টা আছে মা ঠাক্‌রুণ্‌! একবার ভাল ক'রে বোকা ছেলেটার দিকে চেয়ে দেখুন!

ছো-গি। বলি অপছন্দটা হবে কেন বল ত? খবর নাওনা শেতলপুর গাঁয়ে,—সে ত আর দু'দশদিনের পথ নয়;—জমীদার রামলোচন চক্কোর্ত্তিকে না চেনে কে?

কিরণ। বছর শালিয়ানা লোচন ঠাকুর্দ্দার আয় কত জান জ্যাঠাইমা? দশ হাজার—দশ হাজার—

রাম। গত বছর থেকে নতুন জমীদারীটার দরুণ সাতাশ্‌শো টাকা বৃদ্ধি হয়েছে,—সেটা বল ভায়া!

ছো-গি। মেয়ে তোমার রাজরাণী হ'বে তা বুঝ্‌ছনা দিদি? মামার আমার ছেলে নেই—মেয়ে নেই। অতটা বিষয় সব তোমার মেয়েই ভোগ কর্ব্বে! বলি,—একটা কথাই কও দিদি!

ব-গি। আমার এমন ভাগ্যি কি হবে ছোট বৌ—অমন বড় লোক জমীদার জামাই পাব? তবে কি জান বোন্‌—পদ্ম আমার নেহাৎ ছেলেমানুষ,—ওঁর সঙ্গে কি তেমন মানাবে?

ছো-গি। আহা—মেয়েটী তোমার কচি খুঁকী! পনেরো উৎরে ষোলোয় পা দিয়েছে,—মেয়ে ওঁর এখনও খুঁকী! খরচ করনা,—দু পাঁচহাজার টাকা মেয়ের বিয়ের খরচ করনা,—এখুনি একটা গেরোস্তো ঘরের একব'রে ১৯।২০ বছরের ছেলে জুট্‌বে এখন! বড়মানুষের ঘরে মেয়ে দেবে, এক পয়সা খরচ হবে না,—মেয়ে হীরেজহরতে মোড়া থাক্‌বে,—এত সুবিধের ভেতরে বরের যদি একটু বয়েসই হয়—তাতে ক্ষতিটা কি?

কিরণ। আর—তাও বলি—ঠাকুর্দ্দার বয়স এত কি বেশী যে পদ্মর সঙ্গে মানাবে না বলছ জ্যাঠাইমা?

রাম। আমার নিজের ঠিকুজীকুষ্ঠি আছে—সেটা দেখ্‌লেই তো মাঠাকৃরুণ বুঝ্‌তে পার্ব্বেন! আমার এই ভাগ্নীতে আমাতে পিটোপিটি বল্লেই চলে! আমার আটকৌড়ের দিন—বুঝ্‌লে দাদা কিরণ! তোমার গর্ভধারিণীর জন্ম হয়,—আমার বেশ মনে পড়ে!

ছো-গি। চুলোয় যাক্‌ ওসব কথা! বলি—তুমি ওঁর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে না দিলে কি ওঁর বিয়ে হবেনা বল্‌তে চাও দিদি? তবে আমাদের এত মাথাব্যথা,—সে কেবল তোমারই জন্যে! তুমি এসে কেঁদেকেটে ধরেছ, তোমাদের অবস্থা সব জানি, আবার দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে রয়েছে,—বাড়ীটুকু পর্য্যন্ত আমাদের বাবুর কাছে বাঁধা; তাই তোমারই ভালর জন্যে আমাদের এত লাফালাফি করা! নইলে, কত শত সম্বন্ধ হাতে রয়েছে,—ওঁর বিয়ের ভাবনা কি? একগাছি চুলও পাকেনি,—একটী দাঁতও পড়েনি।

রাম। এখনও সকালবিকেল চালকড়াই ভাজা খাচ্ছি—কেমন দাদা কিরণ ?

ছো-গি। বলি—একটা কথাই কওনা দিদি! তাতে তো আর তোমার জাত্ যাবে না ?

ব-গি। তা বোন্—আমারতো মেয়ের বিয়ে দিতে অমত নেই! তবে—তোমার ভাসুরকে একবার বল্‌তে হবেনা ?

ছো-গি। একবার কেন—তু'শোবার বোলো, এখন। আর আমার বিশ্বাস, আমরা তাঁকে অনুরোধ কল্লে, তিনি কখনই "না" বলতে পার্কেন না! বলি—তুমিতো রাজী আছ দিদি ?

ব-গি। আমার রাজী না হবার তো কোনও কারণ নেই বোন্! সত্যি কথাই তো—ভগবান সব দিকে তো সুবিধে করে দেন্ না! আমি যাই বোন্, অনেক বেলা হ'ল!

কিরণ। তাহ'লে লোচন ঠাকুর্দ্দাকে নিয়ে কাল তোমাদের বাড়ী যাব এখন জ্যাঠাইমা! পদ্মকে একবার উনি ভাল ক'রে দেখে আস্‌বেন।

রাম। যদি সুবিধে হয়,—কি বলেন মা ?

ব-গি। তাই যাবেন। আমি বাড়ী গিয়ে কর্ত্তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলিগে, ছেলেপুলেদের সঙ্গেও একটু আধ্‌টু পরামর্শ কর্ত্তে হবে—

কিরণ। তোমার ছেলেদের সঙ্গে ঠাকুর্দ্দার খুব আলাপপরিচয় আছে! তা'রা কেউ অমত কর্কেনা,—বুঝ্‌লে জ্যাটাইমা ?

রাম। আপনার ছেলেপুলেরা সবাই আমার বুজুম্ ফ্রেণ্ড্—আমার সব প্রাণের ইয়ার! আমাকে তারা সবাই বড় ভালবাসে মা—বড় ভালবাসে।

ছো-গি। তাহ'লে ঐ কথাই রইল,—আমি কর্ত্তাকে বল্‌ব—তিনিও যাতে মামার সঙ্গে তোমার মেয়ে দেখ্‌তে যান্‌।

ব-গি। ঠাকুরপো কি যাবেন ছোট বৌ? তাহ'লে কিন্তু কোনও গোল থাকেনা।

রাম। তিনি যাবেন বই কি—তিনি হ'লেন আমার গার্জেন্‌, আমার অভিভাবক,—তিনি বরকর্ত্তা!

ছো-গি। বাস্তবিক দিদি, জামায়ের মতন জামাই হবে তোমার! কথায় বার্ত্তায়, পয়সায়, মেজাজে,—সবদিকেই ভাল। এখন চল—মটর ক'রে তোমাকে বাড়ীতে নাবিয়ে দিয়ে—আমি বেড়িয়ে আসি!

রাম। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম) অবীরে ছেলেটীকে একটু আশীর্ব্বাদ করুন মা (পদধুলি গ্রহনোদ্যোগ)

ব-গি। নারায়ণ—নারায়ণ—(প্রণামপূর্ব্বক) কেন আমায় পাপে ডোবাচ্ছেন বাবা—ছি—ছি—ছি—

ছো-গি। দিদির বুড়ো বয়সে ঢং গেলনা—

[বড়গিন্নি ও ছোটগিন্নির প্রস্থান

রাম। হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—বাগিয়েছি—ঠিক বাগিয়েছি!

কিরণ: কেমন? এইবার প্রাণটা খুসী হ'ল?

রাম। খুসী? কি খুসী যে হয়েছি—তা একবার তোমায় দেখাব নাকি? আমার ইচ্ছে হচ্ছে—এক পক্কড় বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসীর নাচ নেচে তোকে দেখিয়ে দিই। দোবো নাকি?

[ভিখারিণীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

ভি। * বলিহারী! বলিহারী!! বলিহারী!!!

এ পোড়া বাংলাদেশে—বরের নাই বাছবিচার"

রাম। এই—তুই কেরে? কি চাস্?

ভি। কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!

রাম। না—না—ভিক্ষে টিক্ষে হবে না! যা—যা—যা—

(ভিখারিণী গান ধরিল)

রাম। ও কিরণ!

(কিরণ ভিখারিণীকে গান করিতে ঈঙ্গিত করিল)

(ভিখারিণীর গান) *

বলিহারী! বলিহারী!! বলিহারী!!!
এ পোড়া বাংলাদেশে—
বরের নাই বাছবিচার
ও সে—কাণা হোক্ খোঁড়া হোক্
হোক্‌না ঘাটের মড়া,
গোমুক্ষু জোচ্চোর কি পাজীর পাঝাড়া;
গেঁজেল কি লম্পট হোক্—মাতাল কি নচ্ছার!
এ পোড়া বাংলাদেশে—
বরের নাই বাছবিচার!

তার তরেও জোটে ক'নে,

ডানাকাটা পরী !

তার তরেও ক'নের বাপে করে কাড়াকাড়ী !

বলিহারী ! বলিহারী !! বলিহারী !!!

(গান শুনিয়া রামলোচন অস্থির হইল)

রাম। বেরো—বেরো—আরে—এযে যায়না—কিরণ—আমি চল্লুম—আমি চল্লুম !

[রামলোচনের প্রস্থান

কিরণ। অ ঠাকুর্দ্দা—অ ঠাকুর্দ্দা—শোন—শোন—হা—হা—হা—

[কিরণের প্রস্থান

ভিখা। বলিহারী ! বলিহারী !! বলিহারী !!!

(কিরণের ঈঙ্গিতে ভিখারিণীর উক্ত গানটী গাহিতে গাহিতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ

বাইজি ফ্লোরা বিবি ও বারাঙ্গনাগণ, সরঞ্জাম ও দলবল সহ
(উত্তরবঙ্গের জলপ্লাবনপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে)
গান করিতে করিতে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। গৃহস্থ
ভদ্রলোকের বাটীর মেয়েরা উপর হইতে পয়সা, কাপড়, জামা
ইত্যাদি ফেলিয়া দিতেছেন। চাল আনিয়া
কেহ বা ভিক্ষা দিতেছেন ও পথিকেরা টাকা
পয়সা যাহার যেরূপ সাধ্য ভিক্ষা দিতেছেন।

ফ্লোরা ও বারাঙ্গনাগণের গীত।

ওগো—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাওগো পুরবাসী !
তোমাদেরি ভাই ভগিনী—আছে সেথা উপবাসী॥
আহা—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, খিদের জ্বালায় কেঁদে সারা,
নিরুপায় মাবাপ তাদের,—শুধু চক্ষে বহে ধারা ;
তোমরা—দিয়ে মাত্র মুষ্টিভিক্ষা, কর তাদের জীবনরক্ষা ;
একটী—জীর্ণ ত্যক্ত বসন পেলে, (তাদের) ফুটবে শীর্ণ মুখে হাসি ;
দাও,—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও গো দেশবাসী !!

[যে দিক দিয়া ফ্লোরার দল ঢুকিয়াছিল সেই দিক হইতে বিধু তাড়াতাড়ি আসিয়া দশটী টাকার একখানি নোট ফ্লোরার হাতে দিল ফ্লোরা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া টাকা লইয়া গাহিতে গাহিতে স্বদলের সহিত প্রস্থান করিল।]

বিধু। ভাগ্যে টাকা দশটা ছিল—খুব চাল দেখানো গেছে! জামাগুলা ব্যাটাকে দেওয়া হ'লনা! যাক্—আস্‌ছে মাসকাবারে দেওয়া যাবে! উঃ কি চেহারা—যেন ছবি! রাস্তা আলো ক'রে চ'লে যাচ্ছে! যাই একটু সঙ্গে সঙ্গে ফিরি! থাক্ আফিস্—একটা Sick report করে দিলেই চল্‌বে—

নসীরামের প্রবেশ।

নসী। থাম্‌কা—থাম্‌কা দশটা টাকা নষ্ট ক'ল্লে বিধুবাবু? ন খাবায়—ন ধর্ম্মায়—

বিধু। আরে নসী যে? তুমি কোথা থেকে?

নসী। তুমি যদি চোক্ বুঁজে চল—তা আমি কি কর্ব্ব? আমি তোমারি জন্যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুচ্ছি ফিচ্ছি! আমি ঐ দলেই ছিলুম,—দেখ্‌তে পাওনি?

বিধু। কিছু সুবিধে হ'ল? তোমার যে ছাই দেখাই পাওয়া যায়না! যা হোক্ একটা উপায় ক'রে দাও,—নইলে যে আমার প্রাণ যায়!

নসী। বল কি বিধুবাবু? নাপ্‌তের ছেলে আমি,—নেমকহারামী কি আমার দ্বারা হ'তে পারে? তোমার ঠেঙ্গে টাকা খাব—আর তোমার কাজ কর্ব্বনা? এমন বাপেই আমায় জন্ম দেয়নি!

বিধু। এই নাও আজকের মত দু'টাকা নাও ভাই—যা হোক্ একটা উপায় কর।

নসী। সব ঠিকঠাক্ ক'রে এসেছি, মাইরি বাবু—কোন শালা মিছে কথা কয়! ওর সেই ভাটিয়া বাবু যে দেশে গিয়েছিল,—সে খবর পাঠিয়েছে, আর কল্‌কেতায় ফিরবেনা। বোম্বাই সহরে কি ব্যবসা কর্ত্তে গেছে,—সেই খেনেই থাক্‌বে। এই হ'ল তোমার জুটে পড়বার সময়। আমি কথা টথা পেড়ে সব ঠিকঠাক্ করেছি। হাজারখানেক টাকা নিয়ে গিয়ে ব'স্‌লেই—ব্যস্—একেবারে বত্রিশ বাঁধন!

বিধু। তোমাকে তো বলেছি—আমি প্রায় ১৭০০।১৮০০৲ টাকা জোগাড় করেছি,—তুমি ঘাব্‌ড়াচ্ছ কেন?

নসী। বল কি? এর মধ্যে এতটা টাকা জোগাড় ক'রে ফেল্লে? আফিসের ক্যাস্ ট্যাস্ ভাংলে নাকি?

বিধু। আরে দূর পাগল! অমন কাঁচা কাজ বিধু মুখুয্যে করেনা! পরিবারের গয়না বেচে তের'শো টাকা জোগাড় করেছি। আর আফ্‌গান ব্যাঙ্ক্ থেকে পাঁচশো টাকা ধার করেছি—

নসী। আফ্‌গান ব্যাঙ্ক (Afgan Bank) আবার কোথায়?

বিধু। আরে আহাম্মক—সহরের এমন ঝণ্টু তুই,—আফ্‌গান ব্যাঙ্ক জানিস্‌নে? কাব্‌লিওলা—কাব্‌লিওলা—

নসী। ব্যস্—তবে আর কি—আজই সন্ধ্যের পর—

বিধু। কেন? এখুনি চলনা! আজ তো আর আমি আফিস যাচ্ছি না! লেট্ হয়ে গেছে,—ম্যাক্‌ফার্‌সন শালা Absent করেছে—ও যাওয়া—না যাওয়া—দুই সমান।

নসী। আরে এখন কোথায় যাবে বাবু? ওতো এখন এ পাড়া ও পাড়া গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবে। বাড়ী ফিরবে সেই রাত্রি ৮টার পর।

বিধু। তাহ'লে যাবার কি রকম হবে—তা বল!

নসী। রাত্রি ৯টার পর আমি নিয়ে যাব। তুমি বাড়ীতে থেকো। কোনো ভাব্‌না নেই,—আমি কথাবার্ত্তা সব ক'য়ে রেখেছি। ওকে ব'লেছি,—মস্ত বড়লোকের ছেলে,—আগাম হাজার টাকা দেবে—মাসে মাসে একশো টাকা ক'রে মাইনে!

বিধু। বেশ—বেশ—বেশ বলেছ। মাস পাঁচ ছয় ফুর্ত্তি করা যাবে এখন,—তারপর সখ্‌ মিটে গেলে—ছেড়ে দিতে কতক্ষণ? কি বল?

নসী। তা আর ব'ল্‌তে? তাহ'লে তুমি এখন কোথায় যাবে?

বিধু। আমি দু একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে যাচ্ছি। তাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

নসী। আচ্ছা—আমি ছুঁড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিগে। মোদ্দা—আমায় ১০০৲ টাকা দিতেই হবে—

বিধু। সে হবে এখন—

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান)

যেদিকে ফ্লোরার দল চলিয়া গেল, সেইদিক হইতে নিশীথের প্রবেশ।

নিশিথ। অপূর্ব্ব দৃশ্য! দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল! পতিতা—সমাজপরিত্যক্তা অভাগিনীরা, যাদের আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকি, তাদের এই

কার্য্যকলাপ, তাদের নিঃস্বার্থভাবে এই ক্লেশসহিষ্ণুতা, এই উচ্চ-প্রাণতা, এই পরদুঃখকাতরতা দেখে, যথার্থ ব'লছি,—তাদের প্রতি আমার ভক্তি হ'চ্ছে! আনন্দে আমার চ'খে জল আসছে!

ফ্লোরার পুনঃপ্রবেশ।

ফ্লোরা। আমি আপনার কাছেই এসেছি—

নিশীথ। কে মা তুমি?

ফ্লোরা। আমি অভাগিনী—পতিতা রমণী,—আপনার মাতৃসম্বোধনের যোগ্যা নই।

নিশীথ। সে কি কথা? রমণী মাত্রেই স্বামী-ভিন্ন সবাকার মাতৃসম্বোধনের যোগ্যা! যাক্—আপনার কি প্রয়োজন?

ফ্লোরা। ঐ যারা গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে,—আমি তাদেরই দল-ভুক্তা! আপনি এইমাত্র একখানি নোট ভিক্ষে দিয়ে এসেছেন?

নিশীথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দিইছি বটে—যৎসামান্য—

ফ্লোরা। আমি বুঝতে পেরেছি—আপনি মস্ত ভুল করেছেন। ১০৲ টাকার নোট মনে ক'রে—আমার হাতে এই ৫০০৲ টাকার নোট দিয়ে এসেছেন! এই নিন্—

নিশীথ। ভুল এক্টু করেছি বটে মা,—কিন্তু ও ভুলের সংশোধন করা যে আমার সাধ্যাতীত!

ফ্লোরা। কেন?

নিশীথ। দান ক'রে আবার কোন্ মুখে ফিরিয়ে নিই? নিলে যে মহা-পাপগ্রস্ত হব!

ফ্লোরা। তা হ'লে ৫০০৲ টাকা—

নিশীথ। সবই ঈশ্বরের খেলা। নইলে—এতগুলো দশটাকা নোটের সঙ্গে ঐ একখানি ৫০০৲ টাকার নোট ছিল,—বেছে বেছে—দেবার সময় ঠিক ঐখানিই বা হাতে উঠবে কেন? আর অজানতে দোবই বা কেন? মা! ও টাকা আমি দিইনি,—ভগবান, সেই হতভাগ্য প্লাবনপীড়িত ব্যক্তিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে—আমাকে উপলক্ষ ক'রে এ টাকা তোমায় দিয়েছেন। তুমি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাও।

ফ্লোরা। আপনার নাম?

নিশীথ। কিছু প্রয়োজন নেই মা। ঈশ্বরের দান ব'লে ও টাকা তোমাদের ভিক্ষালব্ধ টাকার সঙ্গে পাঠিয়ে দিও। যাও মা পুণ্যবতী—অনর্থক এখানে বিলম্ব কোরোনা;—ঐ দেখ—তোমার সঙ্গিনীরা তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছে!

ফ্লোরা। আপনি দেবতা—আপনাকে কোটী কোটী প্রণাম।

[ফ্লোরার প্রস্থান

নিশীথ। পাঁকেও পদ্মফুল জন্মায়! বেশ্যা হ'লে কি হবে, অনেক ভদ্র-লোকের কান কেটে ছেড়ে দিয়েছে! পাঁচ—পাঁচশো টাকার লোভ! গোঁজামিল দিলেই তো পার্ত্ত! নাঃ—অবাক্ ক'রে দিলে!

যে দিক দিয়া ফ্লোরার দল ঢুকিয়াছিল, সেই দিক হইতে দত্তজার প্রবেশ।

দত্ত। নাঃ—দেশ ছাড়া ক'ল্লে, দেশ ছাড়া ক'ল্লে—সংসার থেকে তাড়ালে—বনবাসী ক'ল্লে তবে ছাড়লে!

নিশীথ। কি—কি—ব্যাপার কি দত্ত মশাই? কে আপনাকে বনবাসী ক'ল্লে?

দত্ত। কে আবার নিশীথবাবু? এমনটী আর কে আছে? মাগ—মাগ—আমার মাগ—

নিশীথ। তাই রক্ষে! আমি বলি—আপনার বাড়ীতে বুঝি সোঁদরবনের বাঘ ঢুকেছিল! তা যাক্—ব্যাপার কি বলুন দিকি?

দত্ত। আর ব্যাপার কি? জুলুম! এই বেশ্যে বেটীদের,—এই সব চোর জোচ্চোর ঠগ বাটপাড়দের অত্যাচার! এরা সব কি আরম্ভ করেছে আজকাল,—দেখ্‌ছেন না?

নিশীথ। আপনার বাড়ীতে লুট্‌পাট্ ক'র্ত্তে এসেছিল নাকি?

দত্ত। আসেনি? ঐ একদল মাগী নিশেন টিশেন হাতে ক'রে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে চীৎকার ক'রে গান গেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে লুট্‌পাট্ ক'রে বেড়াচ্ছে,—দেখ্‌ছেন না?

নিশীথ। পিস্তল বন্দুক ছুঁড়ছে নাকি?

দত্ত। আপনি ঠাট্টা ক'চ্ছেন দেখ্‌ছি!

নিশীথ। তা ভিন্ন আর কি করি বলুন? উত্তর বঙ্গের বন্যায় গৃহশূন্য—আশ্রয়শূন্য,—খাদ্যশূন্য, আমাদের জাতভায়েরা সব মরতে বসেছে,—তাদের সাহায্য করবার জন্যে,—ভদ্রলোকের ছেলেরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে! এমন কি, দেশের পতিতা অভাগিনীরা পর্য্যন্ত নিজেদের বিলাসিতা ভুলে, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য কেঁদে কেঁদে, জোড়হাত ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—সে দৃশ্য দেখে আপনি আনন্দিত না হয়ে রাগ

ক'চ্ছেন দত্ত মশাই,—কাজেই আপনাকে ঠাট্টা না ক'রে কি করি বলুন? বলি, রাগের কারণটা কি? দত্তগৃহিণী ঠাকরুণ কিছু সাহায্য করেছেন বুঝি? কত? ২০।২৫৲ টাকা? তা ক'ল্লেনই বা! আপনার টাকার অভাব কি মশাই? কল্‌কেতার সহরে ৪।৫ খানা ভাড়াটে বাড়ী,—ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে অত বড় লোহা লক্কড়ের কারবার আপনার—

দত্ত। হ্যাঁ—সেই জন্যে টাকাপয়সা বিষয়সম্পত্তি, ঐ নটী মাগীদের, আর কতকগুলো সখের যাত্রা থিয়েটারের বকাটে ছোঁড়াদের হাতে লুটিয়ে দিতে হবে বই কি?

অজয়ের প্রবেশ।

অজয়। নাঃ—আপনি লুটিয়ে দিতে যাবেন কেন? যে ব্যক্তি চানা চিবিয়ে বিষয়আশয় করে, সে কি প্রাণ ধ'রে তা লুটিয়ে দিতে পারে? আজ ঐ অভাগিনীরা দেশের লোকের উপকারের জন্য আপনার কাছে এক মুষ্টি চাল ভিক্ষে ক'র্ত্তে এসেছিল,—তাই দেখে আপনি চটে উঠেছেন দত্তজা! আর কে বল্‌তে পারে,—আপনারই কোন গুণধর বংশধর—একদিন এই কল্‌কেতার সহরে মস্ত কাপ্তেন হয়ে আপনার এই কষ্টার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি—টাকাকড়ি,—নিজে মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে, সেধে যেচে ওদের পায়ের তলায় দিয়ে আস্‌বেনা?

দত্ত। সে আমি মরে গেলে কি হবে না হবে, তা তো আমি আর দেখ্‌তে আসবনা। আপনি যতই স্বদেশী লেক্‌চার দিয়ে বেড়ান,—

আর খদ্দরটদ্দরই পরুন,—তবু আপনি ছেলেমানুষ! আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না, এই একটা হুজুক ক'রে যে যার দাঁও মার্ব্বার ফিকির ক'চ্ছে! ঐ যে সব মাগীর দল প্রত্যহ দেখ্‌তে পাই,—রাশ' রাশ' টাকা, বস্তা বস্তা চাল,—গাদা গাদা কাপড়জামা ভিক্ষে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আপনি কি মনে করেন, সেগুলো সবই বন্যার লোকেরা পায়? ওর সিকির সিকি যদি সেখানে পৌঁছয়,—তাহ'লে—তাহ'লে—আমি শালা!

অজয়। আপনি শালাই বটে! শুধু শালা নন্‌—শালার ঘরের শালা—

দত্ত। দেখুন—দেখুন নিশীথবাবু,—শুধু শুধু অজয়বাবু আমাকে—

নিশীথ। আঃ—কি কর অজয়দা? তুমি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, তুমি মিছি মিছি মাথা গরম ক'চ্ছ কেন?

অজয়। মিছিমিছি মাথা গরম ক'চ্ছি? উনি পরের টাকা হাতে পেলে লোভ সাম্‌লাতে পারেন না,—তা বলে নিজের মতন সবাইকে ভাব্‌বার ওঁর অধিকার কি?

নিশীথ। আহা—ভদ্রলোক আজ ২০।২৫৲ টাকা বের ক'রে চাঁদা দিয়েছেন কিনা, একটু কষ্ট হয়েছে বই কি?

অজয়। কি বল্লে নিশীথ? কত—কত—কত টাকা চাঁদা দিয়েছেন ব'লছেন? ২০।২৫৲ টাকা? ওরে বাপ্‌রে,—তাহ'লে তো উনি এখুনি হার্টফেল্‌ ক'রে মারা যেতেন্‌?

দত্ত। দিইনি—দিইনি কিছু? আপনি দেখেছেন?

অজয়। দেখেছি বই কি? আপনার বাড়ীর ভেতর বেচারীরা যেই ঢুকে পড়েছিল—আপনি চোদ্দপুরুষান্ত ক'রে তখুনি তো ওদের বিদায়

ক'রে দিলেন! আপনার গৃহিণী বোধ হয়,—ওপোরের জান্‌লা খুলে—একখানা শততালি দেওয়া পুরোণো কাপড়, ঝুপ্ ক'রে ফেলে ওদের দিয়েছেন বটে! হাজার হোক্,—ভদ্রঘরের মেয়েতো,—প্রাণটা এখনও একটু কোমল আছে!

দত্ত। পুরোণো কাপড়—অম্নি আসে? নতুন থেকেই তো পুরোণো হয়। নতুন কাপড় কিন্‌তে পয়সা লাগেনি? বুঝলেন নিশীথ-বাবু,—ঐ কাপড়খানি পোরে আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় রাস্তায় পায়চারী ক'রে থাকি!

নিশীথ। কাপড়খানিতে অনেকগুলো জান্‌লা দরজা আছে বুঝি? হাওয়া—টাওয়া খুব খেলে!

দত্ত। আপনি শুদ্ধ আমার শত্রু? আমি যদি আর কখনো আপনাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করি,—তাহ'লে—তাহ'লে,—দূর হোক্ গে ছাই—

[দত্তজার প্রস্থান।

নিশীথ। বদ্ধ পাগল! যাক্—তুমি ফিরে এলে কবে?

অজয়। কাল এসেছি।

নিশীথ। সেখানকার অবস্থা কেমন দেখ্‌লে?

অজয়। Relief কাজে বাঙ্গালীর ছেলের এত উৎসাহ আর কখনো দেখিনি নিশীথ! প্লাবনপীড়িত বাংলার শ্মশান বুকের উপর একি নবজীবনের সন্ধান পেলুম ভাই? তার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে প্রাণ আমার ভরে উঠেছে নিশীথ! আজ বুঝলুম, বাঙ্গালী অধঃপতিত নয়—Backward নয়,—বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ!

নিশীথ। বাঙ্গালী কোনও দিনই Backward নয় ভাই—চিরদিনই সে Forward! সেই জন্যেই তো মহাত্মা গোখ্‌লে বলেছেন—What Bengal thinks to-day,—The whole India will think to-morrow! চল তোমার Reportটা প্রেসে দিয়ে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দীনদাসের বাটীর সন্নিকটস্থ রাজপথ।

মুটের মাথায় জিনিষ,—তাহাদের লইয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে বিধুর প্রবেশ। বাটীর পথ দেখাইয়া দিল।

বিধু। এই দিকে—এই দিকে—যা—যা! (মুটেগণের প্রস্থান) যাক বাবা—পদ্মর বিয়েতে বুড়োটার কাছ থেকে কিছু আদায় ক'রে নেওয়া গেল। এইবার একবার ফ্লোরার কাছে যাই। একটু বে-time হবে,—তা হোক্! আঃ—(ভিখারিণীর প্রবেশ) সাম্‌নেই বেটী অযাত্রা।

ভিখা। তোমাদের চেয়ে?

বিধু। কি বেটী—যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা? বিধু মুখুয্যে অযাত্রা?

ভিখা। অযাত্রা নও? নইলে—যে সংসারে অমন দেবতার মত বাপ, অমন দেবীর মত মা,—অমন লক্ষ্মীর মত মেয়ে,—সে সংসারে এত দুঃখ,—এত কষ্ট—এত অভাব—এত দেনা কেন?

বিধু। তোর বাবার কি? আমাদের দেনা আছে—আছে, তোর বাবার তো দেনা নয়!

ভিখা। আমার বাবার দেনা থাক্‌লে,—আমি অবলা স্ত্রীলোক,—এই রকম ভিক্ষে ক'রে, দাসীবৃত্তি ক'রে—গতর খাটিয়ে বাপের দেনা কোন্ কালে শোধ ক'রে দিতুম। অন্ততঃ তার জন্যে চেষ্টাও ক'র্ত্তুম। লজ্জাও করেনা? কোন্ মুখে লম্বা কোঁচা উড়িয়ে চুরুট ফুঁকে সিঁতে কেটে বাবুয়ানি ক'রে বেড়াও? আবার শুন্‌তে পাচ্ছি—বেশ উচ্ছন্নও গিয়েছ! বাপের এই অবস্থা,—বাড়ীতে দু'বেলা হাঁড়ি চড়া দায়,—১৬।১৭ বছরের বোন্‌টার পয়সা অভাবে বিয়ে হচ্ছেনা,—এ অবস্থায় তোমার আবার বিদ্যে বেড়েছে? রাত্রে প্রায়ই বাড়ী আসা হচ্ছেনা! আবার চোখ রাঙ্গাচ্ছ কি? কাপুরুষ! আমায় কি তোমার সেই নিরীহ বাপ্-মা পেয়েছ? আমার পেটে যদি জন্মাতে;—তাহ'লে দু'বেলা ধান সিদ্ধ করিয়ে তবে ছাড়তুম?

বিধু। (একটু নরম স্বরে) তুমি বাছা আমাদের সঙ্গে এমন করে লাগ, কেন বলতো? আমরা তোমার কি করিছি বল দিকি?

অন্যান্য ভ্রাতাগণের মুটের দ্বারা বাজার ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ।

সিধু। এই মুটে—যাও—ঐ সাম্‌না বাড়ীমে—

ভিখা। এ সব কিসের বাজার?

সিধু। বুঝ্‌লি রে মাগী—আজ পেটটা ভরে কালিয়ে পোলাও খেতে পাবি এখন—

ভিখা। আমিত কালিয়া পোলাও খাইনা দাদামণিরা,—আমি যে হিঁদুর ঘরের বিধবা!

যাদব। মা ঠাকরুণের মিষ্টের অন্ত নেই!

কৃষ্ণ। ভিখিরির আবার জাত বিচার আছে? জুট্‌লে ফাউল্‌কারী পর্য্যন্ত মেরে দেয়—তা খুব জানি!

সিধু। না—না—বড্ড কথা মনে পড়ে গেছে। ও অযাত্রা বেটীকে এ বিয়ের ব্যাপারে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হবেনা!

ভিখা। যতদিন বাবা মা বেঁচে আছেন, ততদিন—আমার ও বাড়ীতে ঢোকা আট্‌কায় কে? তার ওপর—আমার পদ্মদিদির বিয়ে হবে শুন্‌ছি। আমাকে আট্‌কাবে তোমরা?

বিধু। চল্—চল্—ছোটলোকের সঙ্গে কথা কইলে ভদ্রলোকের কি মান থাকে? তার ওপোর বেটী—দেখ্‌ছিস্‌না—ভারি ট্যাঁকথর।

কিরণের প্রবেশ।

কিরণ। কি হে—তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে? সব উয্যাগ সুযুগ হ'ল?

বিধু। সমস্তই Ready! এখন তোমরা দয়া ক'রে এলেই হয়।

কিরণ। আরে—এ যে সেই বেটী! এখানে তোমাদের ধারে লেক্‌চারবাজি কচ্ছে বুঝি? কিরে বেটী—পথের মাঝখানে আবার কি বক্তিমে লাগিয়েছিস্?

সিধু। বেটীর সেই সব বাঁধাবুলি ঝাড়ছে! কিরণদা! বেটী ভারি স্বদেশী, বেটীকে Bomb caseএ ফেলে ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর্ত্তে পার?

কিরণ। আচ্ছা—ও কি বলে বল্ দিকি? ওর যত আক্রোশ দেখি—বাঙ্গালীদের ওপোর।

ভিখা। কেন? তোমার ওপোরও কি নয় বাপু? তুমিও তো বাঙ্গালী,—তুমিতো আর চাট্‌গার ডেক্‌চি-মাজা সাহেব নওগো বাছা!

বিধু। ওহো—বেটী আবার রস্‌কে আছে,—তা দেখেছ কিরণ?

কিরণ। হ্যাঁ—আবার গায়ও ভাল! তা তুমি বাছা—দোর দোর ভিক্ষে ক'রে বেড়াও কেন? আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে? আমার Wife—এই মানে—বৌ—তার maidservant—যা'কে বলে—বলে—

বিধু। প্রাণসখী হ'য়ে—

সুবোধ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেড়ে বলেছে—বেড়ে বলেছে বড়দা!

কিরণ। কথাটা বড় লাগ্‌তাই বলেছ—বিধুদা! নাও—একটা ভাল সিগারেট খাও! কি বলগো বাছা—আমার বৌয়ের সখী হবে?

(সকলের হাস্য)

ভিখা। এখন তো দেখ্‌ছি প্রাণে কত সাধ, মনে কত সুখ, মুখে কত হাসি! তবে—চিরদিন এম্‌নি যদি সকলের যায়—তাহ'লেই যথার্থ সুখের হয়,—বুঝ্‌লে বাবুরা?

বিধু। কেন যাবেনা? কারুরতো ধার ক'রে খাইনি বাবা—

কিরণ। আমি বড় লোকের ছেলে—আমার যে চিরদিন এম্‌নি যাবে সে বিষয় কারুর সন্দেহ আছে নাকি?

[কিরণের প্রস্থান।

সিধু। আমাদেরও এইভাবে যেতেই হবে। নইলে আমাদের চল্‌বে কেমন করে?

ভিখা। বটে?

গীত।

ভাব্‌ছ কি এম্‌নি যাবে দিন?
সুখের ঘরে প'ড়বে হানা—
(হ'লে) বুড়োবুড়ীর দেহ লীন॥
নগ্‌দা মুটের অধম হ'য়ে আন্‌ছে বাবা খেটে,
দাসীর অধম মা জননী, (তাঁর) অন্ন যায়না পেটে;
(বাবুদের) নেইকো দৃষ্টি সেদিকে মোটে;—
(এখন) পাহাড়ের আড়ালে আছ—
(তাই) সকল দিকেই ভাব্‌না হীন॥
এই সুখের স্বপন ভাঙ্গবে তখন—
(যখন) পাহাড় যাবে স'রে,—
অন্নচিন্তা ঘাড়ে ধরে ফেল্‌বে কাবু করে;—
থাক্‌বেনা ঘর গুঁজ্‌তে মাথা,
হবে কি হাল—বুঝ্‌ছো কি তা?
(তখন) কোথায় পিতা, কোথায় মাতা,—
(ব'লে) কাঁদ্‌বে হ'য়ে দীনের দীন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দীনদাসের বাটীর প্রাঙ্গণ।

কথা কহিতে কহিতে দীনদাস ও বড়গিন্নীর প্রবেশ।

ব-গি। হ্যাঁগা—তাহ'লে বল কি কর্ব্বে?

দীন। আমি আর কি বল্‌ব বল? আর ব'লেই বা কি ক'র্ব্ব? তুমি কি কথা দিয়ে এসেছ নাকি?

ব-গি। পাকাপাকি কথা আমি কিছু দিইনি,—তা ব'ল্‌ছি!

দীন। পাত্রটী দেখেছ?

ব-গি। আমার দ্বারা যতটা সম্ভব—ততটাই দেখেছি।

দীন। কেমন দেখ্‌লে?

ব-গি। অবিশ্যি—বয়েস একটু হ'য়েছে!

দীন। এক্‌টু—মানে—কত আন্দাজ?

ব-গি। হ্যাঁগা—আমি মেয়ে-মানুষ,—আমি কেমন ক'রে পুরুষের বয়েস আন্দাজ ক'র্ব্ব বল দিকি?—মোটামুটি ব'ল্‌তে পারি, এই বোধ হয় ৫০।৫৫র ভেতর!

দীন। ৫০।৫৫ ওর হাঁটুর বয়েস! প্রায় আশীর ধাক্কা!

ব-গি। পাগল না ক্ষেপা! কি বল তার ঠিক নেই! ৮০ বছর যার বয়েস,—সেতো থুথ্‌ড়ে বুড়ো! একি তাই? তোমার এই যে ৬০।৬২ বছর বয়েস, তোমায় কত বুড়ো দেখাচ্ছে বল দিকি?

দীন। আমার কথা ছেড়ে দাও! আমার মতন অবস্থার লোক যারা,—তাদের ৩০।৩৫ বছরেই বুড়ো দেখায়,—আমার ত ৬০।৬২ পেরিয়ে গেছে!

ব-গি। তুমি পাত্রটীকে দেখেছ ?

দীন। দু'বেলা দেখ্‌ছি। যাক্‌—আমার দেখা দেখি, আমার পছন্দ—অপছন্দয় কিছু আসে যায় না! জিজ্ঞাসা করি,—তোমার মত কি ? ও পাত্রে তুমি মেয়ে দিতে পার্ব্বে ?

ব-গি। তুমি থাক্‌তে আমার মতামত কি ?

দীন। আমি আছি তোমাকে কে ব'ল্লে বড়গিন্নী ? আমি নেই—আমি মরা,—আমি ভুত, আমি প্রেত! আমার অস্তিত্ব নেই,—আমার মতামতও নেই! তুমি মেয়ের মা,—তোমার যদি ঐ পাত্রে অমন সোণার চাঁপা মেয়েকে দিতে কোন আপত্তি না হয়, এখনি দাও! আমি কোন কথা কইব না!

ব-গি। তোমার যদি আপত্তি থাকে, তোমার যদি ও পাত্রে পদ্মকে দিতে ইচ্ছা না হয়,—আমি দোবো—এত সাধ্য আমার হবে—না—হওয়া উচিৎ ?

দীন। রাগ ক'রোনা বড়গিন্নী,—এত মূর্খ আমি নই যে, বুঝতে পারিনে কি জন্যে—তুমি ঐ ৮০ বৎসরের বুড়োর হাতে পদ্মকে সঁপে দোবো ব'লে নিমরাজী হ'য়ে এসেছ! খুব বুঝ্‌তে পাচ্ছি—প্রাণে প্রাণে খুব অনুভব ক'র্ত্তে পাচ্ছি,—কি ভীষণ দাবানল তোমার ঐ মায়ের প্রাণের ভেতর জল্‌ছে, পদ্মর সঙ্গে ঐ বৃদ্ধের বিবাহের কথাটা মনে ক'রে! উপায় নেই, ঐ পাত্রেই মেয়ের বিয়ে দিতেই হ'বে।

ব-গি। সবই ত বুঝ্‌ছ ? এদিকে পদ্মর ভরা যোলো চ'ল্‌ছে। একে তো আমাদের এই অবস্থা,—তার ওপর সমাজে একটা ঝাঁ

ক'রে কেউ দুর্নাম রটিয়ে দেবে? তখন এই দীন দুঃখী কাঙ্গাল অবস্থাতে কা'রও কাছে মুখ দেখাতে পার্ব্বেনা!

দীন। চুলোয় যাক্—ও সব কথা! পাত্রের অবস্থার বিষয় কিছু শুন্‌লে?

ব-গি। ছোটবৌ—কিরণ,—এদের কাছে যতদূর শুনেছি, তা'তে খুবই ভাল ব'লে মনে হয়। তার ওপোর একজন ঘটক-ঠাকরুণ সেদিন পদ্মর সম্বন্ধ ক'র্ত্তে এ বাড়ীতে এসেছিল,—তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম,—"বাছা! তুমি ত অনেক পল্লীগ্রামে যাতায়াত ক'র,—শেতলপুরের জমীদার রামলোচন চক্রবর্ত্তীকে চেনো?" মাগী ব'ল্লে "খুব চিনি!"—

দীন। বটে—বটে? অবস্থার কথা কিছু বল্লে?

ব-গি। সে যে কত কি বল্লে—তার আর তোমায় কি বল্‌ব? মাগীর মুখে যা শুন্‌লুম—ছোট বৌয়ের মুখে তার সিকির সিকিও শুনিনি! বলে ঐ রামলোচন চক্রবর্ত্তী মনে ক'ল্লে—এখনও ঘড়া ঘড়া মোহর বের ক'রে দিতে পারে এত টাকা ওর লুকোনো আছে!

দীন। মিছে কথা! ঘট্‌কী মাগীর কথাতো! ও সব বাজে!

ব-গি। তা কি হয় গা? সব বাজে কখনো হয়?

অজয়ের প্রবেশ।

অজয়। হ্যাঁ বড় কাকীমা, তোমরা কি সত্যই ঐ বুড়ো রামলোচন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পদ্মের বিয়ে ঠিক ক'চ্ছ?

ব-গি। কি করি বাবা অজয়! মেয়ের ১৬ বছর বয়স হ'ল—আর তো রাখ্‌তে পারি না!

অজয়। তা ব'লে কি ঐ গঙ্গাজলী বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে হ'বে? পাত্রের একটা কিছু দেখে তো মেয়ের বিয়ে দেয়,—ওর কি দেখে ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছ বড় কাকীমা?

দীন। মেয়েটা হু'বেলা ছুটী খেতে পাবে! হাজার হো'ক্—শেতলপুরের জমীদার তো বটে—

অজয়। ভাল ক'রে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কি?

দীন। খোঁজ আর কি নোবো অজয়? আর সুখদাস কিম্বা ছোটবৌমা কি এতদূর প্রতারণা আমার সঙ্গে ক'র্ত্তে পার্ব্বেন?

অজয়। আশ্চর্য্য বড়কাকা—খুব আশ্চর্য্য যে আজও আপনি আপনার সুখদাস ভায়াকে চিন্‌তে পাল্লেন না!

বিধু, সিধু, মাধবের জিনিষপত্র, বাজার ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ।

বিধু। আরে—অজয় দা—তুমি?

ব-গি। হ্যাঁরে—ও সব কি?

বিধু। কি আবার? দেখ্‌তে পাচ্ছনা? বাজার—বাজার! ঐ সব মুটেরা মাথায় মোট নিয়ে আস্‌ছে,—যাও—ভাঁড়ার ঘর খুলে তোলোগে।

সিধু। একটু চট্‌পট্—একটু চট্‌পট্—! চারজন বামুন এল ব'লে—

দীন। কি—এসব ব্যাপার কি?

বিধু। ন্যাকা হ'লে যে তোমরা? আজ যে পদ্মর পাকাদেখা! রামলোচন বাবু,—ওবাড়ীর কাকাবাবু,—কিরণ,—সব আসছে—পদ্মকে পাকা দেখ্‌তে—

দীন। এ্যাঁ—সে কি? কই—আমাকে তো কিছু বলেনি?

সিধু। বলেনি তোমাকে? অম্‌নি স্থাকা সেজে গেলে?

বিধু। যাও বল—তোমাকে কিছু বলেনি তা'রা! তুমিও কিছু বলনি তাদের যে, পদ্মকে পাকা দেখ্‌তে আস্‌তে হবে!

ব-গি। কই বাবা—তেমন কথাতো কিছু হয়নি—

সিধু। বুড়ো হ'লে ওরকম ভীমরতি হ'য়েই থাকে! ওঁদের মেয়ের বিয়ের চাড় নেই,—আমাদের বোন্—আমাদের তো তা ক'ল্লে চল্‌বে না! নাও—এস—সব উদ্যোগ আয়োজন করে ফেলি! মেধো! যা—যা—মুটেদের বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা!

[মাধবের প্রস্থান।

কি মা? তুমি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—না—মাছটাছগুলো কুট্‌নো টুট্‌নো সব কোটাবার বন্দোবস্ত ক'র্ব্বে!

বিধু। অজয় দা এসেছ? ভালই হ'য়েছে! চল—তোমার বাড়ীতে গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসি,—আজ এখানে তোমাদের খেতে হবে। আমি নিশীথকে তার আফিসে ব'লে এসেছি! দেখা হ'লনা—একখানা চিঠি লিখে রেখে এলুম! ওরে সিধে! যেদো, সুবোধ, কেষ্টা, ললিত—এরা সব কি ক'ল্লে বল্ দিকি? ম্যাওয়া ট্যাওয়াগুলো এখনও এল না! Municipal market থেকে আধমণ ত্রিশ সের মটন্ আনতে হবে যে?

সিধু। আঃ গোলমাল কর কেন? তারা তো ঐ সব বাকী জিনিষগুলোর বাজার ক'র্ত্তে গেছে;—তুমি যাওনা চট্ ক'রে—নেমন্তন্ন কটা সেরে এস না! ও মা—বলনা কা'কে কা'কে আর বল্‌তে হবে!

বিধু। বাবা—বলনা—পাড়ার কা'কে কা'কে বলতে হ'বে—বলনা ছাই ! এতো ভারি মুস্কিলে পড়লুম গা ! তোমার Officeএর কোন্ কোন্ বাবু টাবুকে—আঃ—বলি; কথা ক'চ্ছনা যে !

অজয়। তোমাদের বাবার Brain paralysis হয়েছে—দেখে বুঝতে পাচ্ছ না ? আর ডাক্তারকে ডেকে একবার Examine করাও—তোমাদের মা ঠাকরুণের বোধ হয় Heart fail কর্ব্বার উপক্রম !

বিধু। পদী—পদী—ও রে—অ পদী—

দীন। চুপ্ কর বাবা—চেঁচিও না, আমাদের একটু তলিয়ে সব বুঝতে দাও ! কি—ব্যাপার কি ? এ সব বাজারহাট ক'ল্লে কোথা থেকে ? আর কেই বা হঠাৎ এ সমস্ত কাণ্ড ক'র্ত্তে বল্লে ?

বিধু। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বড় যে সব চাদ্দিকে ব'লে ব'লে বেড়ানো হয়,—"আমার ছেলেরা সংসারের কিছুই করে না।" কি রকম বোনের বিয়ে দিয়ে দিচ্চি ঘটা ক'রে,—দেখে তাক্ লেগে যাবে !

সিধু। টাকা—টাকা—কত টাকা চাই ? এই দেখ—এখনও আমার হাতে তিরিশ্ টাকা ! দাদা ! তোমার হাতে কত আছে ?

বিধু। তোর দরকার কি ? যতই থাক্ না—

ব-গি। কে এত টাকা দিলে ?

বিধু। বুঝতে পাচ্ছ না ? তোমার নতুন জামাই—পদ্মরাণীর বর,—শেতলপুরের জমীদার, সেই রামলোচন চক্রবর্ত্তী মশায়। তিনশো টাকা নগদ পাকাদেখার খরচ—আমাদের ক'ভাইকে ডেকে হাতে দিলে—

সিধু। ব'ল্লে—"কুচ পরোয়া নেই—আউর যেৎনা লাগে—দেঙ্গা"—

দীন। তা—আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে তোমরা টাকা কড়ি নিয়ে—পাকাদেখার বন্দোবস্ত ক'ল্লে কেন? আমার অমতে পদ্মর বিয়ে দেবার তোমাদের কি অধিকার?

সিধু। আল্‌বৎ অধিকার আছে—

বিধু। আমাদের মার পেটের বোন—

অজয়। আর বাপ্ বুঝি তোমাদের "গোলামকি গোলাম"?

বিধু। বাপ্ যদি তার মেয়ের বিয়ে দেবার চাড় না করে—আমরা ভাই হ'য়ে চুপ ক'রে থাক্‌বো?

দীন। আমি ওখানে মেয়ের বিয়ে দোবো না! কিছুতেই দোবো না—দেখি—কার ক্ষমতা—পদ্মর বিয়ে ওখানে দেয়—

[সরোষে দীনদাসের প্রস্থান।

বিধু। ইঃ—এমনি আর কি? বিয়ে দেবে না? এমন সুপাত্র—বড়লোক—জমীদার পাত্র পেলে কত ব্যাটা বাবা ব'লে মেয়ে দিতে ছোটে!

ব-গি। অ—বাবা অজয়—যা বাবা—যা, তোর বড়কাকাকে একটু বুঝিয়ে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি কর্। ছেলেগুলো যে আমার একটাও মানুষ নয়! সেই সবই হবে—সেই ওখানেই বিয়ে দিতে হবে,—কর্ত্তাও রাজী হ'য়েছিলেন,—মাঝখান থেকে তোদের এরকম মুড়ুলি ক'রে বুড়ো মানুষকে চটাবার দরকার ছিল কি?

সিধু। আরে রেখে দাও—ও সব চটা ফটা! যে রকম বোনাই পাচ্ছি—ও সব বাবা টাবাকে বড় থোড়াই Care করি! হুঁ—হুঁ—বড়

যে সে বোনাই নয়,—সব সম্বন্ধীদের মাসোয়ারা বন্দোবস্ত হ'চ্ছে। একবার পদ্মকে—

অজয়। হাড়িকাঠে ফেলতে পাল্লে হয়,—তা হ'লেই এক কোপে ছাডাং ড্যাডাং—ড্যাং ড্যা ড্যা—ড্যাং! উঃ তারপর সেই ভগ্নীহত্যার রক্তে—কি রকম কাদামাটী আর ক'ভায়ের নেত্য! এঁ্যা—

ব-গি। তোঁদেরও বলি বাছা, বড় চ্যাটং চ্যাটং বাক্যি তোদের,—শুনলে মরা মানুষের পর্য্যন্ত রাগ হয়!

বিধু। খোসামুদে কথা আমরা কইতে জানিনা!

সিধু। আলবাৎ! সিধাবাৎ কহেঙ্গা—তা বাবাই হও আর পিসিমাই হও—

ব-গি। কোথায় গেলেন দেখি আবার—

[বড়গিন্নির প্রস্থান।

বিধু। বুঝ্‌লি সিধে—মার বেশ আহ্লাদ হয়েছে!

সিধু। হবেনা? মহাভারত—রামায়ণ—পাঁচালীর হরি সঙ্কীর্ত্তনের বইটই পড়ে,—মাতো আর বাবার মতন মুক্ষু নয়!

বিধু। অজয়দা! First class gramfed mutton এর কোর্ম্মা হবে, তুমিতো খুব ভালবাসো! খুব খাওয়া যাবে!

অজয়। তার চেয়ে ভাল জিনিষ কোচ্ছো তোমরা,—Sister bloodshed mutton! ভায়েরা মিলে খুব তারিয়ে তারিয়ে খেও,—দেহে বকাসুরের বল হবে! আমিত মাছমাংস ছেড়েই দিইছি—

যাদবের প্রবেশ।

যাদব। বড়দা, মেজদা,—যাও—যাও,—কিরণদাদা—রামলোচন বাবু মোটরে ক'রে এসেছে—যাও—যাও—খাতির ক'রে নাবিয়ে নিয়ে এস—

বিধু সিধু। এঁ্যা—এঁ্যা—এর মধ্যে ? তাইতো—তাইতো—

[বিধু সিধুর প্রস্থান।

কেষ্ট। আঃ বৈঠকখানায় একটু বসবার মতন বিছানা নেই ! তক্তা-পোষটা ভাঙ্গা,—না আছে একটা চাদর,—না আছে একটা বালিস্,—না আছে একটা ভাল মাদুর। ভদ্রলোকদের কোথায় বসাই বল দিকি ?

অজয়। হবু বোনায়ের কাছে থেকে টাকা নিয়ে ঝাঁ করে বাজার থেকে কিনে আনো না ! নিদেন একটা দড়ীর চারপায়া ; জমীদার বোনাই বাবু ব'স্‌বেন,—পরে পদ্মরাণীকে নিয়ে ঐতে শুয়ে কাশী মিত্রের আস্তানায় রওনা হবেন !

যাদব। ছি—ছি—ওকি অজয়দা ? শুভকাজে অলক্ষুণে কথা কইছ কেন ?

অজয়। কাজ এগিয়ে রাখাই ভাল ভায়া !

অত্যন্ত বাবুসাজে রামলোচন, কিরণ, বিধু, সিধু, প্রভৃতি — ভ্রাতৃগণের প্রবেশ।

বিধু সিধু ভ্রাতৃগণ। } আস্তাজ্ঞে হোক্—রামলোচনবাবু—আস্তাজ্ঞে হোক্ !

অজয়। বোস্তাজ্ঞে হোক্,—উই টিপির ওপোর থাব্ড়ি খেয়ে !

কিরণ। এই যে অজয়দা—কতক্ষণ ?

অজয়। পুলিশে খবর পেয়েই ছুটে আসছি ! বালিকাহত্যা হবে—

কিরণ। কি রকম?

বিধু। ঠাট্টা ক'চ্ছে—বুঝতে পাচ্ছনা কিরণ! পদ্মরাণী যে ওকে দাদা বলে!

সিধু। আমাদের বাড়ী পবিত্র হ'লো—শেতলপুরের জমীদার বাবুর পায়ের ধুলো প'ড়লো।

অজয়। একেবারে গোবরছড়ার কাজ হ'ল আর কি!

রাম। হ্যা—হ্যাঁ—অজয় বাবু বড় ভাল লোক—বড় খাসা লোক! ওঁর লেখা টেখা আমি সর্ব্বদাই পড়ে থাকি! চমৎকার বাঁধুনি—সুন্দর গাঁথুনি—গল্পের ভাবটাব কি মজাদার! এবার নতুন কি লিখ্ছেন?

অজয়। বুড়োর ঘোড়ারোগ!

কিরণ। কই হে—জ্যাঠামশাই কোথায় হে বিধুদা?

বিধু। তিনি—তিনি—

সিধু। বোধ হয়—ভাত খাচ্ছেন—

অজয়। ভাত নয়,—খাবি খাচ্ছেন!

বিধু। চুপ করনা অজয় দা! তোমার ও ইয়ারকি মোটেই ভাল লাগ্ছেনা।

সিধু। হ্যাঁ—যা বলেছ বড়দা! রসিকতার আর সময় অসময় নেই! ক'ল্লেই হ'ল!

অজয়। নিশ্চয়ই। বিয়ের যদি সময় অসময় না থাকে—তা হ'লে রসিকতার সময় অসময় থাকা উচিৎ কি?

কিরণ। আমি বাড়ীর ভেতর যাই—জ্যাঠামশাই কোথায় দেখি! এ কি রকম ভদ্রতা? ভদ্রলোক বাড়ীতে এসেছে,—একটু খাতির করা নেই—আপ্যায়িত কথা নেই—

[কিরণের প্রস্থান।

বিধু। ভালই হ'য়েছে। কিরণ বাড়ীর ভেতর গেছে—সব ঠিক হ'য়ে যাবে এখন।

রাম। কেন—কেন—কিছু গোলযোগ হ'য়েছে নাকি ভায়ারা?

অজয়। কিছু না। পদ্মকে আপনি আস্ত জলযোগ ক'র্ত্তে এসেছেন, বাপমা তারই সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত আছেন!

বিধু। রামলোচন বাবুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় কষ্ট হ'চ্ছে কি?

সিধু। একখানা চেয়ার টেয়ার এনে দো'বো?

রাম। কিছু দরকার নেই ভায়ারা—আমি দিব্য আছি—খাসা আছি! হ্যাঁ হে ভায়ারা—টাকাকড়ীর কিছু অনাটন পড়েনি তো—? আর কিছু চাই—এই বেলা বল! লজ্জা কোরোনা—

অজয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঘাটখরচাটা হাতিয়ে রাখ! সে সময় কান্নাকাটীর গোলমালে—চাওয়ার সুবিধা হবেনা!

বিধু। ছি—ছি অজয়দা—তুমি সব যাচ্ছেতাই ব'লতে আরম্ভ করেছ!

রাম। বলুক—বলুক—বন্ধুবান্ধবে বিয়ের সময় দুটো চারটে আমোদের ফাঁস কথা বলেই থাকে! এতে আমি বড় খুসী। অজয় বাবু! এক দিন চলুন—আমার জমীদারিতে বেড়িয়ে আস্‌বেন। মাছ টাছ ধরা বাই আছে?

অজয়। বুড়ো বুড়ো কুমীর মারা বাই আছে—যারা ছোট খাটো মেয়ে গিলে খায়! সে রকম বাগে পাইতো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শিকার কর্‌বার বড় ইচ্ছে হয়!

বিধু। বিয়ের পর আমার কথাটা মনে থাক্‌বে তো?

রাম। নিশ্চয়ই! তোমার পরিবারের নেকলেস্ আমি কালই স্যাক্‌রাকে—

বিধু। আঃ—চুপ করুন না—সকলের সাম্নে—ছি—ছি—

সিধু। আমার পঁচিশ টাকা মাসোয়ারা আগাম দিতে হবে কিন্তু! তার কমে আর দুধ খাওয়া হয়না!

রাম। আরে দাদা!—আমি তোর জন্যে দুটো ভাগলপুরের গাই এনে দেবো। আর তাদের যা খরচা লাগে সব আমি যোগাব—

সিধু। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা! হ্যাঁ—হ্যাঁ—দেখেছ—দেখেছ অজয়দা! খুবতো ঠাট্টা ক'চ্ছিলে—এমন বোনাই কোথায় দেখেছ?

অজয়। বৌকুণ্ডুর যাত্রার সংএ একবার দেখেছি দাদা—এটা বেশ মনে পড়ে!

ভ্রাতাগণ অন্যান্য } আর আমাদের গুলো বুঝি ভুলে যাচ্ছেন?

রাম। মহাভারত! তোমাদের সকলকার কথা আমার খাতায় নোট করা আছে,—জমিদারীতে গিয়েই সরকার মশাইকে ফেলে দেবো, কলে কাজ হবে দাদা—কলে কাজ হবে! (এক এক জনকে) তোমার একটা ষ্টেজ—তোমার একটা হারমোনিয়াম—তোমার কখানা বই ছাপিয়ে দেওয়া,—তোমার একটা তানপুরা আর পাখোয়াজ—আর যাদের যা সব মনে না থাকুক্—লেখা আছে।

অজয়। আমায় একটা কিছু না দিলে যে অন্যায় হবে।

রাম। কি চান ভায়া—আপনি কি চান—বলুন!

অজয়। ঐ মুখের একখানি গোবরের ছাঁচ—আমি Exhibition এ রেখে দোবো! তলায় কাগজে লিখে এঁটে রাখ্‌বো—অদ্ভুত জীব of Bengal! কিম্ভুত বাঙ্গালী—

কিরণ ও দীনদাসের পুনঃ প্রবেশ

রাম। (সাষ্টাঙ্গে ভূতলে শুইয়া প্রণাম করণ) একটু পায়ের ধূলো অধম সন্তানকে দিন! আমি আপনার পেটের সন্তান—মুখুয্যে মশাই!

অজয়। কিরণ বাবু—বিধু—সিধু—ওহে ভায়ারা—তোলো তোলো—পাত্র মশাইকে তোলো! সর্ব্বাঙ্গ বাতে পঙ্গু,—চাগাড় না দিলে উঠ্‌তে পার্ব্বেনা! তোলো—তোলো—আমিও হাত লাগাবো নাকি?

বিধু। তুমি থামো—থামো! উঠুন রামলোচন বাবু—আপনি জমিদার; অমন ক'রে কি আপনার প্রণাম করা উচিৎ? উঠুন! ধর্ব্ব কি?

রাম। কেন? ধর্ত্তে হবে কেন? আমি কি বেতো রুগী নাকি? এই তড়াক্ করে উঠ্‌লুম (অতিকষ্টে বিধু সিধু ইত্যাদি ভ্রাতাগণকে ধরিয়া উত্থান) এই তো—এই তো—কেউ কিছু টের পেলে যে কখনো আমার বাত হ'য়ে ছিল?

অজয়। নাঃ—কিছুমাত্র না! লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়ে থাক্‌লে কা'র বাবার সাধ্যি ধরে?

বিধু। অজয় দা! তুমি এরকম ক'র্লে ভাল হবেনা কিন্তু—তা ব'লে দিচ্ছি!

দীন। বাবা—অজয়! আমার অনুরোধ—তুমি বাড়ী যাও—আর আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এরকম অপমানিত হবার কোনও দরকার নেই!

অজয়। মাপ্ ক'র্ব্বেন বড় কাকা—আমি চুপটী ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো—আর একটী কথাও কইব না!

কিরণ। বিধুদা—সিধুদা—যাওনা—পল্লকে নিয়ে এসে একবার ঠাকুর্দ্দাকে দেখিয়ে দাও না—

বিধু। কাকা বাবু আসবেন না ?

কিরণ। বাবার কিছু ঠিক নেই ! এলেও আসতে পারেন,—না এলেও না আসতে পারেন ! আমরা ততক্ষণ কাজটা একটু এগিয়ে রাখিনা ! (বিধুর প্রস্থান) মাধব ! তুমি ভাই আমার মোটর চেপে—চট্ ক'রে আমাদের বাড়ী যাও ! সেখানে ভট্টচায্যি মশাই আছেন,—তাঁকে তুলে নিয়ে এসো (মাধবের প্রস্থান)

পদ্মকে লইয়া বিধূর প্রবেশ

বিধু। যা—ঐ রামলোচন বাবুকে আগে প্রণাম কর্ !

পদ্ম। বাবা দাঁড়িয়ে থাকতে আমি আগে কাকেও প্রণাম করিনা বড়দা ! আমার হাত ছেড়ে দাও—

কিরণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই যাও পদ্মরাণী—জ্যাঠামশাইকে আগে প্রণাম কর ! বিধুদার যদি কোন বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে !

বিধু। দেখেছেন রামলোচন বাবু—ভগ্নীটীর আমার কি রকম এটিকেট্ দোরোস্তো !

পদ্ম। বাবা ! এমন ক'রে দাড়িয়ে রয়েছ কেন ? তোমার কি অসুখ ক'চ্ছে বাবা ?

দীন। কিছু না মা—এ দেহে কি অসুখ থাকতে পারে ? আয় পদ্ম—একবার বুকে আয় মা আমার ; আয়—আয়—উঃ—

পদ্ম। অমন কচ্চ কেন বাবা ? চোক দু'টো রাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে—বুকটা ঢিব্ ঢিব্ কচ্ছে—গা হাত পা কাঁপছে ! অ—মা—মা—এদিকে এসো মা ! চল বাবা—ঘরের ভেতোর চল—

সিধু। ছেলেমানুষি করিস্‌নে পদ্মী—ছেলেমানুষি করিস্‌নি! বাবার আবার অসুখ কি কর্ব্বে? ন্যাকরা ক'চ্ছে—বুঝতে পাচ্ছিস না?

পদ্ম। বাবাকে ওরকম কথা বোলোনা ব'লছি মেজদা—

কিরণ। আঃ—ওরকম কোচ্ছো কেন সিধুদা? আজকের দিনে পদ্মকে ওরকম করে খিঁচোচ্ছো কেন?

দীন। পদ্ম! দাদারা যা বলে—তাই শোনো মা,—আর তোমার বাবার দিকে চেওনা! তোমার বাবা মরেছে—

পদ্ম। বালাই—বালাই—ওকি কথা বাবা? অমন কথা বলোতো আমি এখুনি বাড়ীর ভেতর গিয়ে দরজায় খিল দোবো! তুমি ডাকলেও দোর খুলবোনা!

বড়গিন্নীর প্রবেশ।

ব-গি। হ্যাঁ—গা! মেয়ের সাম্‌নে কি আবোল তাবোল ব'কছো?

কিরণ। জেঠাই মা! পদ্মকে এদিকে আস্‌তে বল! তুমি বাপু দাঁড়িয়ে থেকে—দেখাশুনোটা শেষ করিয়ে দাও! এখানে তো আর বাইরের লোক নেই!

নিশীথের প্রবেশ।

নিশীথ। কি—ব্যাপার কি? হ্যাহে বিধুদা! হঠাৎ নেমন্তন্নটা কিসের? যে তোমার দেবঅক্ষর—বহুকষ্টে বুঝে নিইছি—আজ তোমাদের বাড়ীতে আহার ক'রে তোমাদের কৃতার্থ ক'র্ত্তে হবে!

বিধু। আজ পদ্মর পাকাদেখা!

নিশীথ। পদ্মর পাকাদেখা? কাঁচা করে হ'ল?

অজয়। কাঁচ্বার অবকাশ হয়নি হে নিশীথ! একেবারে কুঁড়ী থেকেই পাক ধরেছে—দু'দিন পরেই পচ্ ধ'রে গ'লে পড়বে!

নিশীথ। কি রকম বল দিকি বিধুদা! পদ্মর বিয়ে কোথায় হ'চ্ছে? এখানে সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন তো দেখ্ছি! কারুর মুখে কথা নেই। মুখুয্যে মশাই—মা—এঁরা একপাশে দাঁড়িয়ে! কি—ব্যাপার কি? কোন রকম গোলমাল বেঁধেছে নাকি?

কিরণ। গোলমাল বাঁধবে কিসের জন্যে? আমার বাবা—ভট্চার্য্যি মশাই—আরও দু একজন লোক আসবার অপেক্ষা কচ্ছি! এখনই পাকাদেখা হবে আর কি!

দীন। বাবা নিশীথ! এসেছ? ভালই হ'য়েছে! তোমরা দাঁড়িয়ে পদ্মর বিয়ের ব্যবস্থা কর,—আমার শরীর বড্ড খারাপ হ'য়েছে! আমি যাই—একটু শুইগে!

পদ্ম। চলনা বাবা—তুমি ঘরের ভেতর শোবে চলনা।

ব-গি। নিশীথ! তোকে ব্যাগ্রতা করি বাবা,—তুই কর্ত্তাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে যা। শুভকর্ম্মটা ভালয় ভালয় হ'য়ে যাক্।

দীন। কেন বড়গিন্নি? আমি কি অবুঝের মতন কাজ করিছি?

ব-গি। ক'চ্ছ বইকি? এক রকম যা'হোক্ সব কথাবার্ত্তা ঠিক হ'ল, এখন বাড়ীতে পাঁচজন কুটুম্বসাক্ষাৎ—ভদ্রলোক এসেছেন—আস্ছেন,—এ সময় মেয়েকে বুকে ক'রে—এ সব কেন বল দিকি?

নিশীথ। বলি—বিয়েটা হ'চ্ছে কোথায় হে কিরণ? এঁরা তো কেউই বল্'বেন না দেখ্ছি।

কিরণ। আমারই এক আত্মীয়ের সঙ্গে! খুব ভাল ঘর—পাত্রটী নিজে জমীদার!

নিশীথ। বেশ—ভাল কথাই তো! খুব সুখের বিষয়! অমন সুন্দরী মেয়ে—রাজারাজড়ার ঘরেরই যোগ্যা! তবে দুঃখ কেন মুখুয্যে মশাই? পাত্রটী কি লেখাপড়া তেমন জানেন না?

অজয়। রায়চাঁদ—প্রেমচাঁদ—কালাচাঁদ—লালচাঁদ—সব কটা এক সঙ্গে পাশ! এখনও কলারসিপ্ পাচ্ছেন!

নিশীথ। আঃ—চুপ্ করোনা অজয় দা! হ্যাঁহে কিরণবাবু—পাত্রটী দেখ্‌তে—তত ভাল নয় নাকি?

অজয়। নব কার্ত্তিক—ময়ূরটা উড়ে গেছে,—এখন একটা গাধা খোঁজা হ'চ্ছে,—যার ঘাড়ে উনি চাপ্‌বেন। পাত্র এই যে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে!

রাম। নমস্কার দাদা নিশীথ বাবু! ভাল আছেন? আমাকে উনি দেখেছেন বই কি?

কিরণ। ইনি আমার মার মামা হ'ন! মধ্যে মধ্যে এসে আমাদের বাড়ীতে থাকেন—

রাম। কালেক্‌টিরি খাজনা টাজনা দিতে, জমিদারীসংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা ক'র্ত্তে ক'লকাতায় আস্‌তে হয় কিনা! তা—তো—আমার এই ভায়া কিছুতেই ছাড়েন না! নইলে, ইংরেজটোলায় আমার বাড়ী ভাড়া করা আছে। বিয়ে ক'রেই সেখানে ঘর বসতি ক'র্ব্ব।

নিশীথ। আপনিই কি পদ্মর বর?

রাম। আমার মুখে সেটা বলা কি শোভা পায় দাদা?

নিশীথ। এই ব্যক্তি পদ্মরাণীর বর ?

কিরণ। হ্যাঁ—তা—কি হ'য়েছে ?

নিশীথ। কি হ'য়েছে ? এই মুমূর্ষু বৃদ্ধ—ঐ পদ্মরাণীর বর হবে ? বিধু—সিধু—যাদব—মাধব—সুবোধ—কেষ্টো ? এই বৃদ্ধ তোমাদের ঐ ভুবনমোহিনী ভগ্নীকে বিবাহ ক'রে নিয়ে যাবে ?

বিধু-সিধু। আলবাৎ ! তোমার কি ? তুমি কথা কইবার কে ?

নিশীথ। আমি কথা কইবার কে ? আমি বাঙ্গালী—আমি বাঙ্গালীর মেয়ের এ সর্ব্বনাশ কখনই হ'তে দোবোনা !

রাম। (স্বগতঃ) দিলে শালা সব ফাঁসিয়ে !

কিরণ। মেয়ের বাপ মা ভাইয়েরা যদি বিয়ে দেয়—তুমি কি ক'রে আট্‌কাবে নিশীথ বাবু ?

বিধু। রামলোচন বাবু বড়লোক, জমীদার—

ভিখারিণীর প্রবেশ

ভিখা। কে জমীদার ? কিসের বড়লোক ? রামলোচন চক্রবর্ত্তী আবার জমীদার কিসের ? মনে ক'রেছিলুম—চুপ ক'রে থাকবো, কোন কথা কইবনা ! কিন্তু না কথা কইলে যে দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ হয়। এমন একটা সোণার প্রতিমাকে পাঁকের ভেতর বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। শোন সকলে, ঐ বুড়োকে আমি খুব চিনি। ওই শেতলপুর গাঁয়েই আমার বাপের বাড়ী ছিল ! কে বলে ও জমীদার ? একশো বছর আগে কোন্ পুরুষে ওদের কে জমীদার ছিল শুনতে পাই, এখন ওরা জমাদারেরও অধম। উদ্‌খেতে খুঁদ নেই—চিরকালটা

ঐ বুড়ো বড়লোকদের মোসাহেবী করে এসেছে—জাল জুচ্চুরী করে এসেছে; বোধ হয় দুএক ক্ষেপ জেলটেলও খেটে এসেছে,—ও এখানে জমীদার সেজে একটা অভাগিনী সোণার চাঁপা মেয়ের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে এসেছে!

রাম। এই—তুই কোথা থেকে এলি? তুই কোথা থেকে জুট্‌লি? পাজী বেটী! দূর হ আমার সাম্‌নে থেকে—বেরো—বেরো—নইলে তোকে—

ভিখা। বেরোবো বইকি, আগে তোমার ভিবুকুটী ভাঙ্গি—তারপর বেরুবো! ঘাটের মড়া! বিয়ে ক'রবে? বলি, ও কনের মা!—দে—দে—মেয়েটার হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দে না! মেয়ের একাদশীর ব্যবস্থাটা ক'রে রেখেছিস্ তো? দে—দে—শীগ্‌গীর সঁপে দে, এমন সুপাত্র আর পাবিনা! আহা—তিনকুলে কেউ নেই—মান্ধাতার আমলের—এক ভাঙ্গা—পুরোনো—ইঁট্-বার-করা বাড়ী,—সেখান থেকেও সরিকেরা ঘাড় ধ'রে বার করে দিয়েছে,—এখন ভাগ্‌নে জামায়ের অন্নদাস! এমন সুপাত্র আর পাবি কোথায় মা?

নিশীথ। মুখুয্যে মশাই! আসুন না এদিকে! আপনি কথা কইছেন না কেন? বলি—এসব কাণ্ডকারখানা কি? একি! আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি আপনার ছেলে—আমাকে সব কথা খুলে বলুন!

দীন। কি ব'লব বাবা—বল্‌বার আমার কি আছে?

নিশীথ। আপনি বাপ্ হ'য়ে মেয়েকে হত্যা ক'র্ত্তে চান?

দীন। সাধ করে তাকি কেউ ক'রে থাকে নিশীথ? বিশেষতঃ—পদ্মরাণীর মত মেয়ে—

পদ্ম। নিশীথ বাবু! আপনি রাগ কর্ব্বেন না। আমরা বড় দুঃখী—আমার দুঃখী বাবার উপর রাগ কর্ব্বেন না!

নিশীথ। মুখুয্যে মশাই, আপনার পায়ে ধচ্ছি,—মা—আপনার পায়ে ধচ্ছি আপনারা এখুনি এ বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়ে দিন।

ব-গি। কি ক'রবো বাবা? এঁরা খরচপাতি দিয়ে সব উয্যুগ সুয্যুগ ক'রেছেন—

বিধু। তিন্‌শো টাকা,—বড় চাট্টিখানি নয়,—আরও দুশো একশো খরচ দেবেন ব'লেছেন।

রাম। সেটা না হয় এখুনি দিচ্ছি—

নিশীথ। খরচ দিয়ে থাকেন,—এই নিন্—আমি পাচশো টাকা দিচ্ছি। "দে কোম্পানীকে" কাগজের দরুণ দোবো ব'লে নিয়ে যাচ্ছিলুম, চুলোয় যাক্—চেকেই Payment ক'রবো! এই নিন—নিন্ মুখুয্যে মশাই! দান নয়,—ভিক্ষে নয়,—আমি আপনার ছেলে! আপনাকে পিতৃজ্ঞানে মর্য্যাদাস্বরূপ দিচ্ছি! নিন্—নিন্! আচ্ছা! আপনি না নেন—বিধু—সিধু—ভাই—তোমরাই নাও। এই টাকা দিয়ে ওঁদের ঋণ পরিশোধ কর!

বিধু। তাহ'লে পদ্মর বিয়ে তুমি বন্ধ ক'র্ত্তে চাও?

নিশীথ। আলবৎ।

সিধু। কোন্ শালা বন্ধ ক'র্ত্তে দেবে? সরে-যাও সব! চ'লে আয় পদ্ম—রামলোচন বাবুর কাছে পাকা দেখা হ'য়ে যাক্—(পদ্মকে হাত ধরিয়া আকর্ষণ)

পদ্ম। উঃ—উঃ—ছেড়ে দাও মেজ দা—লাগে—লাগে—

দীন। ছেড়েদে হারামজাদা বেটারা—ছেড়েদে ব'লছি আমার মেয়েকে! নিকালো সব আমার বাড়ী থেকে! আমি দোবোনা মেয়ের বিয়ে। নিশীথ—নিশীথ—বাপ আমার! এতক্ষণ কোথায় ছিলি? একটু আগে এলে, এতক্ষণ ধ'রে নরকযন্ত্রণা আমাকে ভোগ ক'র্ত্তে হ'তনা! যা বাবা—তুই আর অজয় এই ভিখারিণীবেশিনী মা অন্নপূর্ণার সঙ্গে পদ্মকে এ শত্রুপুরী থেকে নিয়ে যা!—নইলে এই দুষমন ছেলেরা এখুনি মেয়েটাকে খুন ক'রবে।

সিধু। (লাফাইয়া) বড়দা—তুমি কি পুরুষবাচ্ছা না কাফের? মেধো—স্থবে—কেষ্টা—নলে—যদি বাপের বেটা হোস্—নিয়ে আয় লেকড়ি! কে আমাদের বাড়ী থেকে আমাদের বোন্‌কে নিয়ে যায় —আজ দেখেঙ্গা! আব্বাস্ খলিফার সাকরেদ আমি,—সব আজ খুন করেঙ্গা—

[অন্তঃপুরে প্রস্থান

ব-গি। ও বাবা নিশীথ—ও বাবা নিশীথ—যেতে দে বাবা—যেতে দে। তুই আর গণ্ডোগোলের মধ্যে থাকিস্‌নি!

নিশীথ। কিছু ভেবোনা মা—আমি এত কাপুরুষ নই যে, তোমার এই আঁকাট মুক্খু গোটা দু'চার ছেলেদের ভয়ে এত বড় সর্ব্বনাশ চোখের সাম্‌নে হ'তে দোবো! একটা স্ত্রীহত্যা—বালিকাহত্যা হ'তে দোবো! এখুনি আমি ক্লাবের ছোক্‌রাদের খবর পাঠিয়ে এখানে জড় কচ্ছি। অজয়দা! যাও তুমি—শীগ্‌গীর clubএ গিয়ে হরিশ—বিপিন—নিবারণ, এদের সকলকে ডেকে নিয়ে এস!

অজয়। কা'কেও দরকার নেই নিশীথ ;—তুমি আমি দুজনেই এদের মতন দশ বিশটা গন্ধমুষিককে কাৎ ক'রে ফেল্‌তে পার্ব্ব !

কিরণ। নিশীথবাবু! বিয়েতো ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছেন ; কিন্তু জ্যাঠামশায়ের দশাটা কি হবে ভাবুন ! বাবার কাছে ওঁর আট—ন—হাজার টাকা ধার। বাড়ীখানি ওঁর এই সর্ত্তে বন্ধক আছে যে, তিন বছর উৎরে গেলে উনি যদি টাকা পরিশোধ না ক'র্ত্তে পারেন,—তাহ'লে এ বাড়ী আমার বাবার অধিকারে আসবে ! তিন বছর ছেড়ে প্রায় পাঁচ বছর হ'তে যায়,—এক পয়সা সুদও কখনো দেন্‌নি—আসল তো চুলোয় যাক্—

নিশীথ। আরে রেখে দাও তোমার বাবার কাছে ধার ! ধার এ বাজারে কার নাই ? ধার করেছেন উনি বুঝ্‌বেন। তার জন্যে এই অবলা মেয়েটাকে জবাই কর্ব্বার ওঁর অধিকার কি ?

দীন। চুলোয় যাক্‌গে বাড়ী—যাক্—সর্ব্বস্ব যাক্ আমার। এসব ভূত প্রেতের জন্যে আমার বাড়ীঘর রাখবার দরকারই বা কি ? আমি তো জেনে শুনেই এ বাড়ী সুখদাসকে এক রকম বিক্রীই করেছি ! নিক্ সে বাড়ী,—আমি মেয়ের হাত ধ'রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব।

রাম। তাহ'লে আমরা যে বায়না ক'রে রেখেছি—

নিশীথ। ইচ্ছে হয় টাকা ফিরিয়ে নিন্,—নয়তো উকিল দিয়ে পাঠিয়ে দোবো।

অজয়। তাতো দেবে—এখন উপায় কি, আজকের ? এত খাওয়াদাওয়ার উদ্যোগ,—তার ওপর পদ্মর বিবাহের প্রথম শুভ কার্য্যটা—

নিশীথ। চলনা অজয়দা, একবার বিমলের কাছে যাই। তার তো বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে—

অজয়। সেতো পরশু বদ্যিনাথে বেড়াতে গেছে!

নিশীথ। তাহ'লে,—তাহ'লে—এখন দিনকতক সবুর ক'ল্লে ভাল হয়না? মুখুয্যে মশাই! আমি দু চার দিনের মধ্যেই পদ্মর জন্যে সুপাত্র ঠিক ক'রে আন্‌ছি। আপনারা দু চার দিন—মাত্র—দু চার দিন আমাকে সময় দিন—দোহাই—দোহাই আপনাদের—

অজয়। সুপাত্রতো তোমার সঙ্গেই আছে দাদা!

নিশীথ। কই? কোথায়? কে অজয়দা? বিপিন—হরিশ—এরাতো কায়স্থ। রমেশ—সুরেশ—এরাতো মুখুয্যে। অখিল—ওতো বারেন্দ্র শ্রেণী।

অজয়। নিশীথ!

নিশীথ। কে নিশীথ?

অজয়। নিশীথ বাঁড়ুয্যে—বি—এস—সি। হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিষ্টার মিঃ জে, এন্ ব্যানার্জ্জি—যোগেন্দ্র বাঁড়ুয্যে মশাইএর একমাত্র পুত্র। তুমি সাম্‌নে থাক্‌তে—পদ্মর বিয়ের আজ এই ভীষণ সমস্যা!

নিশীথ। আমি—আমি—তা—তা—তা—

ভিখা। হ্যাঁ—তুমি—তুমি! এত লম্ফঝম্ফ—এত বাক্‌চাতুরী কি এই একটী কথায় সব নিভে গেল? বাক্যবীর! শুধু কি বাক্‌শক্তি দেখাবার জন্যই বাঙ্গালী জাতিকে ভগবান সৃষ্টি ক'রে পাঠিয়েছেন! কাজে কি কখনো কিছু সে দেখাবেনা? জগতের লোক বলে, "বাঙ্গালী সকল কাজেই এগিয়ে ছুটে যায়,—কিন্তু যেই স্বার্থে তার একটু ঘা পড়ে, অম্‌নি সবার আগে সে পেছু হটে এসে একেবারে

কার্য্যক্ষেত্র থেকে অন্তর্ধ্যান হয়,"—সে কি তবে সত্য কথা? কেন? কিসের জন্যে থম্‌কে গেলে বাবু? দেখ দিকি—ঐ ভুবনমোহিনী দেবীপ্রতিমার দিকে,—ও কি তোমার যোগ্যা নয়? কোটীপতির ছেলে তুমি,—তুমি মনে মনে এঁচে রেখেছ—তোমারই সমান অবস্থার একজন ধনবানের কন্যাকে বিয়ে ক'রে—লক্ষ টাকার যৌতুক ঘরে এনে তুলবে। কেমন? এই রকম দীন দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইবার তোমার অবকাশ কোথায়?

অজয়। কি নিশীথ—চুপ ক'রে রইলে যে?

বিধু। হুঁ—হুঁ—জানিহে জানি। লেক্‌চার ঝাড়তে পারে সকলে। সিন্নি দেখে এগিয়ে শেষে কোঁৎকা দেখে সবাই পেছোয়। এসনা—কেমন বাপের বেটা দেখি!

নিশীথ। কি ব'ল্লে? বাপের বেটা আমি নই? মুখুয্যে মশাই! আমার হাতে আপনার মেয়েকে দান ক'র্ত্তে পার্ব্বেন?

দীন। বাবা নিশীথ! একি শুনি? দীন দরিদ্র আমি, এ দুরাশা কি আমি ক'র্ত্তে পারি?

নিশীথ। মা! পদ্মকে আমায় দিয়ে আপনি সুখী হ'তে পার্ব্বেন?

ব-গি। বাবারে! কাঙ্গালের মেয়ে কি রাজরাজেশ্বরী হবে?

নিশীথ। পদ্ম! মুখ তোলো—লজ্জা করোনা! আমার গলায় মালা দিতে তোমার প্রবৃত্তি হয়?

(বড়গিন্নির ইঙ্গিতে পদ্মর নীরবে নিশীথের পদে প্রণাম)

নিশীথ। তবে আয় পদ্ম! আয়, দীন দরিদ্র,—ঋণগ্রস্ত,—বাঙ্গালীর ঘরের অমূল্য কৌস্তুভমণি! আয় পদ্মরাণী! তুই বাঙ্গালীর মেয়ে—আমি বাঙ্গালীর ছেলে! বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীর মুখ কেমন ক'রে চাইতে হয়—আজ তোকে আমার জীবনসঙ্গিনী ক'রে বাঙ্গালীসমাজে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিই।

(পদ্মর দুইহস্ত ধারণ।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ফ্লোরার বাড়ীর সজ্জিত কক্ষ।

বিধু ও ফ্লোরা।

বিধু। এইটে কি তোমার ভদ্রতা হ'ল ?

ফ্লোরা। আমার আবার অভদ্রতা কোনখান্‌টায় দেখ্‌লে ? আমি কি তোমার ইয়ারদের নেমন্তন্ন করেছি—না—ক'র্ত্তে বলিছি ?

বিধু। গোটা পঞ্চাশেক টাকা তুমি আজ দিতে পাল্লে না ?

ফ্লোরা। ৮।১০দিন ধ'রে তো প্রত্যহ ঘর থেকে টাকা দিচ্ছি! রোজই বোল্‌ছ—এই আজ টাকা এনে দিচ্ছি—এই আজ নেত্যবাবু টাকা আনছে। এই কদিনে শতাধিক টাকা বের ক'রে দিলুম,—আর কেন দোবো বলতো ?

বিধু। বেশ্যারা এই রকম নেমকহারামই বটে! কদিনের ভেতর হাজার দেড়েক টাকা তোমাকে দিলুম—

ফ্লোরা। মিছে কথা বোলোনা ব'ল্‌ছি। হাজার দেড়েক টাকা—আমাকে দিয়েছ ? নিজের ইয়ার বন্ধু, মদ আর মাংস—এইতে কত টাকা খরচ ক'রেছ বল দিকি ? হিসেব ক'রে দেখ দিকি,—আমি তোমার কাছ থেকে কটা টাকা পেয়েছি ?

বিধু। ভদ্রলোকের ছেলে আমি,—আমি কি তোমায় টাকা দোবোনা? আমার কাছে কি তুমি টাকা আর পাবেনা এইটে মনে ভেবেছ?

ফ্লোরা। তা ভাব্‌ছি বৈকি! পনেরো দিন ধ'রে এ বাড়ীর মাটী কাম্‌ড়ে পড়ে রয়েছ। বাড়ী যেতে ব'ল্লে যাবে না,—তবে টাকাকড়ি পাবার আশা ক'র্ব্ব কোথা থেকে? আমরা বেশ্যা—টাকা রোজগার ক'র্ত্তে বসেছি,—বাবুর সঙ্গে তো কুটুম্বিতে ক'র্ত্তে বসিনি?

বিধু। সকল বেশ্যারাই কি তোমার মতন?

ফ্লোরা। তাতো বলিনি! বাবুর বাপের পয়সা আছে, কিম্বা পরে একদিন বাবু পয়সা দিয়ে রাজরাণী ক'রে দেবে,—এতে যা'রা ভোলে তা'রা ভোলে,—আমি ভুলি না। আমাকে এর মধ্যে দু'চার জন এসে এসে টাকা কব্‌লাচ্ছে! একজন আজ তিন হাজার টাকা আগাম দোবো ব'লে—আস্‌বে ব'লে গেছে। তোমার জন্যে আমি তা ত্যাগ ক'র্ব্ব বল্‌তে চাও?

বিধু। তা হ'লে আমি চলে যাই?

ফ্লোরা। স্বচ্ছন্দে! সে তো অনেকক্ষণ—অনেক দিনই বলেছি।

নৃত্যবাবু Attorneyর প্রবেশ।

বিধু। এই যে এই যে নেত্যবাবু—টাকা এনেছেন?

নৃত্য। অতি কষ্টে! এই নিন্—আজকের খরচের মত একশো টাকা! দিন্ এই হ্যাণ্ড্-নোটখানায় সই ক'রে!

বিধু। এ যে ৫০০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট। বাকী টাকা?

নৃত্য। হ্যাঁ—বাকী টাকা! বলে ঐ টাকাই পাওয়া যায়না। একজন

মেড়ো clientকে কত বুঝিয়ে পটিয়েসটিয়ে আপনার বাড়ী দেখিয়ে, —আফিসের নাম ব'লে,—সেখানে মোটা মাইনে পান—এই রকম ধাপ্পা টাপ্পা দিয়ে ঐ ১০০৲ টাকা এনেছি! হ্যাণ্ডনোটে কি আজকাল টাকা কেউ দিতে চায়? নেহাৎ আজ আপনি অমন ক'রে চিঠি লিখ্লেন—বুঝলুম, টাকা না পেলে আজ আপনার মান থাকে না, তাই যোগাড় ক'রে এনেছি। নিন্—নিন্—সই করুন! বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দিয়েছে,—সে আমার client,—তার কাছে বিশ্বাস রাখতে হবে! কি বিবি সাহেব? দাঁড়িয়ে কেন অমন গোম্‌ড়ামুখী হয়ে! বোসো—আমোদ কর!

(বিধুর হ্যাণ্ডনোটে সই করণ)

বিধু। টাকার জন্যে বিবির বড়ই গোঁসা হয়েছে—নেত্য বাবু! সেই যখন টাকা আন্‌লেন,—আধ ঘণ্টা আগে এলে—ভদ্রলোকগুলো চ'লে যেতো না।

নেত্য। তা যাক্‌গে—বেশী ভেজাল ভাল নয়! তা হ'লে এইবার ব্যবস্থা করুন। আমি বেশীক্ষণ বোস্‌বোনা,—আমার আবার প্রভার বাড়ী এক client এর সঙ্গে engagement আছে!

বিধু। ডাকনা ফ্লোরা—চাকরবাকরদের ডাকনা! সব কিনে টিনে আনুক।

ফ্লোরা। আমার এখানে আজ আর কিছু হবেনা। ও ১০০৲ টাকা নিয়ে অন্য কোথাও ফুর্ত্তি করগে।

বিধু। কেন? কি হ'ল আবার?

নেত্য। এঁ্যা—সেকি? ভাল ঘরের ছেলে—বড় ঘরের ছেলে তোমার কাছে এসেছে—তোমার টাকার ভাবনা?

ফ্লোরা বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে,—টাঁকশালে টাকা আছে,—তা'তে আমার কি দুঃখ ঘুচবে নেত্য বাবু? অবিশ্যি—আপনি এসেছেন—আপনাকে যেতে ব'ল্‌তে পার্ব্বনা! আপনারা মদটদ্‌ আনিয়ে খান্—এক আধ ঘণ্টা ব'সতে চান বসুন;—কিন্তু—না ব'স্‌লেই যেন ভাল হয়!

বিধু। আমার মাথা খাও—ফ্লোরা—তুমি রাগ কোরোনা! কাল বাড়ী গিয়ে যেমন ক'রে পারি,—এক ঘণ্টার ভেতর তোমাকে ৫০০৲ টাকা এনে দোবো।

নেত্য। আমার কথা বিশ্বাস করতো? নেত্য attorney বাজে কথা কয়না,! বিধু বাবুর হয়ে আমি তোমায় গ্যারাণ্টি দিচ্ছি,—কাল তুমি ৫০০৲ টাকা পাবে—পাবে—পাবে! তাহ'লে চাপকান্‌টা খুলে বসা যাক্। বিব! তোমার চাকরকে একবার ডাকো—

বিধু। ওরে ঝুম্মন!

ঝুম্মনের প্রবেশ।

এইনে,—(দুশ টাকার নোট প্রদান) আর অম্‌নি এক ডজন সোডা—

[লিখন ও টাকা লইয়া ঝুম্মনের প্রস্থান।

বিধু। ফ্লোরা! বল তোমার—রাগ নেই! বল ফ্লোরা—বঁল—বল—এই তোমার দুটী পায়ে ধচ্ছি—

অজয়ের প্রবেশ

অজয়। ধুলো খাও—বিধু বাবু! চোদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত—সশরীরে বৈকুণ্ঠে চলে যাক্!

বিধু। একি? অজয় দা? তুমি এখানে?

নেত্য। আপনিও শেষে ধরা পড়ে গেলেন অজয় বাবু? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ এ এম্‌নি জায়গাই বটে! সাধু হোক্—সন্ন্যাসী হোক—স্বদেশী হোক—বিদেশী হোক—কাজের কাজী হ'লে—একদিন না একদিন মাথা ঠোকাঠুকি হবেই হবে! বসুন—বসুন—

ফ্লোরা। আপনি এখানে কি মনে ক'রে?

অজয়। আপনি আমায় চেনেন?

ফ্লোরা। চিনি বৈকি! বন্যার চাঁদা তুলে ক'বার যে আচার্য্যদেবের বাড়ীতে আমি নিজে জমা দিতে গিয়েছিলুম! সেইখানেই তো আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মনে নেই?

অজয়। হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে পড়েছে! কিন্তু আজ আমি বড় দায়ে পড়ে বাধ্য হ'য়ে আপনার বাড়ীতে ঢুকেছি! ফ্লোরা বিবি! আমি বিধু বাবুকে এখুনি নিয়ে যেতে চাই।

ফ্লোরা। স্বচ্ছন্দে। আপনি নিয়ে যাবেন,—আমি তাতে বাধা দোবো কেন? আমি আপনাকে জানি;—আমি অনেক লোক দেখেছি, সুতরাং, মুখ দেখলে বোধ হয় চিন্‌তে পারি—কে সাচ্চা—কে ঝুটো।

বিধু। কি ব্যাপার বল দিকি অজয় দা? আমার সঙ্গে কি বিশেষ কোন দরকার আছে?

অজয়। এখনি একবার তোমাকে আমার সঙ্গে Medical Collegeএ যেতে হবে।

বিধু। Medical Collegeএ? এখুনি?

নেত্য। Impossible!

অজয়। "There is nothing impossible under the sun!" বিধু বাবু! চল—বাক্যব্যয় কোরোনা—তোমার স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায়।

সকলে। এঁ্যা—সেকি?

অজয়। আজ দুপুরবেলায় তিনি তাঁর বাপের বাড়ীতে দোতলার ছাদের ওপোর উঠে—কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে—দেশালাই জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন! মরেননি এখনও—তবে বোধ হয়—আর ঘণ্টা খানেক!

নেত্য। মতলবটা খাটিয়ে এসেছেন ভাল! খুব লাগ্‌তাই বটে! কিন্তু বিধু বাবু এতটাই কি বোকা—যে, চট্ ক'রেই এ ভাঁওতায় ভুল্‌বেন?

ফ্লোরা। নেত্যবাবু! আপনি এটর্ণীই হোন আর লাট সাহেবই হোন্—আমার বাড়ীতে ব'সে ভদ্রলোকের অপমান কর্ব্বেন না ব'লে দিচ্ছি। বিধু বাবু! এখুনি যাও,—এখুনি অজয় বাবুর সঙ্গে Medical Collegeএ যাও! আর এক মুহূর্ত্ত যদি এখানে থাক—আমি কেলেঙ্কারী ক'র্ব্ব।

বিধু। চল!

নেত্য। যাচ্ছ যাও; আবার কাল আসা চাই কিন্তু!

অজয়। কালকের কথা কাল আছে ভাই!—প্রবৃত্তি হয়তো—দাহ ক'রেই সটান ঘাট থেকে এখানে উঠে এসো।

[বিধু ও অজয়ের প্রস্থান।

ফ্লোরা। আপনি ব'সে রইলেন কেন নেত্য বাবু?

নেত্য। আমার মাগ তো আর কেরোসিন জেলে "জল্ জল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" ক'রে বীরাঙ্গনা হ'য়ে জহর ব্রত অবলম্বন করেন নি। সুতরাং আমি এর মধ্যে পালাই কেন? বিশেষতঃ—মাল আন্‌তে দিয়ে!—

ফ্লোরা। বেশ— মদ এলে—সেটা নিয়ে অন্যত্র যাবেন! এখানে বসা হবে না।

নেত্য। তা না হয় যাচ্ছি—তাতে দুঃখ নেই! কিন্তু হঠাৎ সাধু সাধুনি সেজে, ঐ স্বদেশী খদ্দরপরা ভণ্ড ছোঁড়াটার সাম্‌নে আমায় অনেক লম্বা লম্বা বচন শুনিয়ে দিলে কেন বল দিকি? বলি, আমরা ত লোকের সর্ব্বনাশ করি,—তোমরা কি চাঁদ লোককে সোণার পাহাড় মাথায় চাপিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দাও?

ফ্লোরা। তা দিই না! আমরা বেশ্যার ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রেছি,—সুতরাং বেশ্যার ধর্ম্ম আমরা পালন ক'র্ত্তে বাধ্য!! ভগবান আমাদের মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন।

নেত্য। যাক্—তা'হলে বুঝলুম,—এখানে গতিবিধি আমার একেবারেই বন্ধ ক'র্ত্তে হবে?

ঝুম্মনের বোতল লইয়া প্রবেশ।

ফ্লোরা। ইচ্ছে আপনার।

নেত্য। তাহ'লে বোতলটা কি—

ফ্লোরা। স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান!

[বোতল লইয়া নেত্যবাবুর প্রস্থান।

ঝুম্মন। হামি বাসায় একবার ভায়ের সাথে দেখা ক'র্ত্তে যাবো। মতিয়াকে পানের দোকান্‌সে ডেকে দিব?

ফ্লোরা। ডেকে দিবি বই কি? সেকি আমার মাইনে খাবে আর পানের দোকানে গাঁজা খেয়ে কেবল দালালী ক'রে বেড়াবে নাকি? তুই শিগ্‌গীর আসিস্! আর ত্থাখ্—সদর দরজার আলোটা জ্বেলে রাখ্! এখনি একজন বাবু আসবেন। নীচের ঘরের কান্ত বিবিকে বলিস্—দরজা খোলা রইল!

ঝুম্মন। আচ্ছা—

[ঝুম্মনের প্রস্থান।

ফ্লোরা। সন্ধ্যে ত উৎরে গেল! কই? শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নব-নাগরটীর এখনও দর্শন নেই যে! অতি গুপ্তভাবে আস্‌তে চান,—প্রথম সাক্ষাতে ৩০০০৲ টাকা! দেখা যাক্!—কিন্তু রাত্রি অষ্ট ঘটিকা হ'য়ে গেল যে,—এখনও দেখা নেই! শুয়ে শুয়ে একটু বই পড়া যাক্! ওরে ঝুম্মন—ঝুম্মন—ওরে মতিয়া—

ছদ্মবেশী তিনজন গুণ্ডার প্রবেশ।
একজনের দরজায় খিল দিয়া দণ্ডায়মান।

ফ্লোরা। কে—কে—কে আপনারা—

(সহসা ফ্লোরার মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া তাহার গহনা খুলিয়া লওন, এবং ছুরিকাঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়া—তাহার চাবি লইয়া—সিন্ধুক খুলিয়া তাহার গহনাগাঁটি—টাকাকড়ি লইয়া আলো নিভাইয়া দিয়া সকলের দ্রুত প্রস্থান।)

ফ্লোরা। (অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে) জ—ল—জ—ল (মৃত্যু)

কিরণের প্রবেশ।

কিরণ! তিনবার ফিরে গেছি! খদ্দের বিস্তর! ঘর কামাই নেই বাবা! উঃ—বেজায় অন্ধকার! এই যে বিবি মেজের ওপরেই ফ্ল্যাট। আলোর সুইচ্‌টা কোন দিকে? (অন্য মনে আলোর সুইচ খুলিয়া) (ফ্লোরার পার্শ্বে উপবেশন) এ কি? বিবি এমন ক'রে শুয়ে যে? এঁ্যা—খুন—খুন? এই যে ছুরিখানা! ইস্—কাপড় চোপড়ে আমার রক্ত মাথামাখি হ'য়ে গেল—কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ—

ঝুম্মনের প্রবেশ।

ঝুম্মন। মাজি—মতিয়া পানকো দোকানমে নেই হায়! আরে এ কেয়া? খুন—খুন—পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা—

[ঝুম্মনের প্রস্থান।

ঝুম্মন ও অন্যান্য স্ত্রীলোক ও পুরুষগণের প্রবেশ।

সকলে। কি—কি? (পুরুষগণের কিরণকে ধৃত করণ) পুলিশ—পুলিশ পাহারাওলা—পাহারাওলা—খুন—খুন—

কিরণ। আমি—আমি—আমি—

সকলে। মারো শালাকে (প্রহার করণ)

পাহারাওয়ালা ও ইন্‌স্‌পেক্টরের প্রবেশ।

ইন্সপেক্টর। খবরদার! চিল্লাও মাৎ! এ সিপাহী—থানামে খপর দেও—আউর মোকামকো কেওয়াড়ী বন্ধ্ করো—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুখদাসের বহির্ব্বাটীর দালান।

সুখদাস ও নিশীথের প্রবেশ।

সুখ। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার মতন বড়লোকের আমার বাড়ীতে পদার্পণ হ'ল! হঠাৎ কি মনে ক'রে মিঃ ব্যানার্জ্জি?

নিশীথ। মিষ্টার ব্যানার্জ্জির মতন তো আসিনি কাকাবাবু,—বাঙ্গালীর পোষাকে বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীর কাছে এসেছি, সুতরাং ওভাবে আমায় সম্ভাষণ ক'চ্ছেন কেন?

সুখ। অহো—আপনি ঘোরতর স্বদেশী হয়েছেন! খদ্দরটদ্দর প'রে দেশটা প্রায় উদ্ধার ক'রে ফেলেছেন—যাক্ তাহ'লে কি চান বলুন। তবে বেশীক্ষণ সময় আমি আপনার সঙ্গে নষ্ট ক'র্ত্তে পারব না—

নিশীথ। আমার শ্বশুরকে আরও বছর তিনেক টাইম্ দিতে হ'বে; তিনি মর্টগেজটা renew ক'রে দিচ্ছেন!

সুখ। মর্ট্গেজ কি? সে বাড়ীতো এখন এক রকম আমার Possessionএ এসে পড়েছে। যখন মর্টগেজ হয়েছিল,—তখন কি সর্ত্তে হয়েছিল, সেটা কি খবর রেখেছিলেন?

নিশীথ। খবর নিশ্চয়ই রেখেছি। কিন্তু সহোদর ভাইকে ভিটেশূন্য করা আপনার উচিৎ কাজ কি?

সুখ। তার কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দিতে বাধ্য নই! এই বেলা মানে মানে বাড়ীখানি খালি ক'রে দিতে বলুন আপনার শ্বশুরকে,—নইলে আমাকে বাধ্য হয়ে জোর করে বাড়ী দখল নিতে হবে।

নিশীথ। বেশ,—টাকা ধার দিয়েছেন,—সুদ, আসল,মায় কম্পাউণ্ড ইন্টারেষ্ট্ পর্য্যন্ত নিন্;—আরও যদি কিছু বেশী চান,—তাও দিতে প্রস্তুত আছি,—মর্টগেজটা আপনি আমায় ফিরিয়ে দিন।

সুখ। জানি—আপনার বাপের অনেক টাকা। তা এতই যদি শ্বশুরের ওপোর দয়া হ'য়ে থাকে,—তাহ'লে তাঁ'কে একখানা বাড়ী দান ক'রেই ফেলুন না। আপনাদেরতো ৫।৭ খানা ভাল ভাল বাড়ী আছে। এ পুরোণো বাড়ী ছেড়ে নতুন বাড়ীতে গেলে তিনি সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হ'বেন না।

নিশীথ। সবাইতো আর আপনার মতন নয়। তিনি আপনার সহোদর হ'লে কি হবে,—তাঁর যে যথেষ্ট মর্য্যাদাজ্ঞান আছে,—তিনি জামায়ের এক কপর্দ্দকও দান গ্রহণ ক'র্ব্বেন না। তা ক'ল্লে কি আর আমি আপনার খোসামোদ ক'র্ত্তে আস্তুম?

সুখ। তা জানি নিশীথবাবু—আপনাকে আমি বিশেষ রকমই চিনি। আমি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে নিজে দু একবার আপনাদের বাড়ীতে গেছি,—আপনি দুটো চারটে কথা ক'য়েই মুখ ফিরিয়ে অন্য অন্য লোকের সঙ্গে ছাইপাঁশ—কাগজ,—ছাপাখানা—স্বদেশ, স্বরাজের কথায় ব্যস্ত হয়ে প'ড়তেন। পদ্মকে বিয়ে ক'র্ত্তে গিয়ে আপনি আমাকে, আমার ছেলেকে, আমার গুষ্টিশুদ্ধুকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছেন, তা শুনিছি। বড়লোকের ছেলে হয়ে আপনি আমার মতন একজন বড়লোকের মর্য্যাদা বোঝেন, না—এ বড় তাজ্জবের বিষয়।

নিশীথ। মাপ্ ক'র্ব্বেন সুখদাস বাবু—আমার ধৈর্য্য কিন্তু সীমার বাইরে যাচ্ছে। কি ব'ল্লেন? আপনি বড়লোক? সুখদাসবাবু! বড়-লোক কা'দের বলে জানেন? বড়লোক তাঁরা,—যাঁদের সকাল বেলা নাম ক'র্লে দিন ভাল যায়। বড়লোক তাঁরা,—যাঁরা দেশের জন্যে—দশের জন্যে, বড় বড় কাজ ক'রে গেছেন—বা ক'চ্ছেন! যাঁরা বাঙ্গালী হয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত ক'রেছেন। আপনি বড়লোক? বর্ণজ্ঞানহীন মুর্খ,—পেটের দায়ে রাঁধুনি বামুন পর্য্যন্ত হ'য়েছিলেন,—কুড়ী টাকা মাইনের কেরাণীগিরি ক'র্ত্তেন,—হঠাৎ বড়লোকের মেয়ে বিয়ে ক'রে—সুদি কারবার ক'রে, লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে, কোন রকমে দু পাঁচলাখ টাকার মালিক হ'য়ে আজ আমার সাম্নে বড় গলা ক'রে ব'লছেন,—আপনি বড়লোক?

সুখ। আপনি আমার বাড়ী থেকে সহজে যাবেন? না—

নিশীথ। নিশ্চয়ই—এক্ষুনি চলে যাচ্ছি! নরককুণ্ডে ভদ্রলোকে কতক্ষণ থাকতে পারে? সুখদাস মুখুয্যে বড়লোক? What blasphemy! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যার নাম করেনা,—সুখদাস মুখুয্যে না ব'লে যাকে "দুর্গা দুর্গা মুখুয্যে" ব'লে নির্দ্দেশ করে, সে আবার বড়লোক?

[নিশীথের সরোষে প্রস্থান।

সুখ। তোমাদের 'একঘরে' করে তেজ বার ক'চ্ছি তোমার! ব্যাটা বিলেতফেরতা গোরুখোরের ছেলে, বাপব্যাটায় এখন হয়েছেন স্বদেশী! স্বদেশী করা ঘুরিয়ে দিচ্ছি এবার! বেহারা! পাঁড়ে! ভগবৎ সিং—

ভগবৎ সিংহের প্রবেশ।

ভগবৎ। মহারাজ!

সুখ। দাদাবাবু কোঠীমে আয়া হ্যায়?

ভগবৎ। নেহি হুজুর! আব্ ভিতো নেহি আয়া!

সুখ। কাল কয় বাজে বাহার গিয়া?

ভগবৎ। মালুম হ্যায়—কেয়া ৫ বাজে বিকালমে, ভালা কাপ্ড়া উপ্ড়া পিন্‌কে বাহার গিয়া!

সুখ। কাঁহা গিয়া কুছ্ মালুম হ্যায় তোমারা?

ভগবৎ। নেহি হুজুর! হাম্‌কো তো কুছ্ বোল্‌কে নেহি গিয়া।

সুখ। যাও—চারিধারো ঘুম্‌কে খবর লেও!—তোম্‌লোক এইসা বেকুব—

কাল রাতসে দাদাবাবু নেহি আয়া, উস্‌কা কুছ তালাস নেহি কিয়া ? যাও—যাঁহাসে হোয়—খবর লে আও।

ভগবৎ। বহুৎ আচ্ছা হুজুর ! হাম আভি বাহার যাতা—

[ভগবৎ সিংহের প্রস্থান।

সুখ। কাল রাত্রি থেকে বাড়ী নেই ? কাণ্ডকারখানা কি ? কোনও বদ্ সংসর্গে ভিড়্‌লো নাকি ? এই যে মামা—

রামলোচনের প্রবেশ।

সুখ। কিরণের কিছু খবর পেলেন ?

রাম। কোন্ কিরণ ?

সুখ। কি আশ্চর্য্য ! আমার ছেলে কিরণ ! ন্যাকা হ'চ্ছেন কেন ?

রাম। ন্যাকা হবার আর অপরাধ কি বাবাজি ? যে ঘা-টা বুকে লেগেছে, আমি বলে তাই এখনও উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি। অন্যলোক হ'লে পক্ষাঘাতে মোর্ত্তো !

সুখ। বাজে কথা ছাড়ুন। কাল রাত থেকে কিরণ বাড়ীতে আসেনি, বেলা ৯টা বাজ্‌লো এখনও দেখা নেই ! কোথা গেছে—ব'লতে পারেন ?

রাম। কি ক'রে বোল্‌বো বাবাজি ? লোকালয়ে কি আর আমি সেই দিন থেকে মুখ দেখাচ্ছি ?

সুখ। আপনাকেও কিছু ব'লে যায়নি—কোথা গেছে ?

রাম। আমাকে ? সে বলে যাবে ? রাধামাধব ! আমার সঙ্গে তার ৪।৫ দিন কোন কথাই হয়নি !

সুখ। আপনার কাছেই সে থাকে, আপনার সঙ্গেই ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ করে। বেড়াতে ট্যাড়াতে প্রায়ই আপনার সঙ্গে যায়! আর আপনি ব'ল্‌তে পারেন না—কোথায় তার যাওয়া সম্ভব? বড় আশ্চর্য্য তো!

রাম। তা বেড়াতে যায় বটে—আমার সঙ্গে,—কিন্তু—কালতো যায়নি বাবাজি যে, আমি তার রাতকাটানোর ঠিকানা ব'লে দোবো! মটরে চেপে বেড়াতে যাই, শ্যামবাজারের পোলে, বাগবাজারের খালে, নূতন বাজারের চকে—রামবাগানের—এই—(জিবকাটন)

সুখ। কোথায়?

রাম। চোরবাগানের রাজিন্দর মল্লিকের বস্তিতে! কোন্ দিন বা হোলো বালিগঞ্জের তেমাথা—কোন্ দিন বা শিবপুরের ফোটানিকিল্ গারটেন। কোন দিন বা কালীঘাটের পাঁটা বলি দেখ্‌তে—

সুখ। এখন একবার সন্ধান করুন—ছেলেটা কোথায় গেল! বাড়ীশুদ্ধ ভেবে অস্থির।

রাম। তাহ'লে মটর গাড়ীখানা হুকুম করিয়ে দাও,—এই সব জায়গায় ঘুরে আসি!

সুখ। তা দিচ্ছি! সফার এখনও আসেনি—একটু অপেক্ষা করুন। হ্যাঁ—ভাল কথা,—নেত্যবাবুর আফিসে গিয়েছিলেন কাল? দাদার বাড়ীখানা দখল নেবার ব্যবস্থা হয়েছে?

রাম। কখন যাবো বাবাজি? সমস্ত দিন তো তোমারই কাজে

সুখ। আমার কি কাজে ঘুরেছেন?

রাম। এই তোমার ছেলের সন্ধানে,—আর কি বল!

সুখ। আরে সে তো সন্ধ্যের সময় বেরিয়েছে—রাত্তিরে বাড়ী আসেনি! আপনি সমস্ত দিন তার সন্ধানে ঘুরলেন কি রকম?

রাম। কি আশ্চর্য্যি বাবাজি! আমি যে কাল বেলা দশটা থেকে তাকে খুঁজে পাইনি!

সুখ। বুড়ো হ'য়ে ম'র্ত্তে চল্লেন—তবু গিছে কথা কওয়া অভ্যাসটা গেলনা আপনার? কত রকমেরই গিছে কথা কইছেন—

রাম। কথার রকম আমার কাছে বেশী পাবে না বাবাজি! কিরণ ভায়া ব'লে গেল,—আমি আজ বদ্যিনাথের মেলা দেখ্‌তে বদ্যিবাটীতে যাচ্ছি,—রাত্রে বোধ হয় ফিরতে পার্ব্বনা! বাড়ীতে সবাইকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব'লবেন ঠাকুর্দ্দা!

সুখ। চুপ্ করে থাকুন ব'ল্‌ছি মামা—

ছোট গিন্নির প্রবেশ।

ছো-গি। কেন বুড়ো মানুষকে ধমক দিচ্ছ বল দিকি? ওকি তোমার বাড়ীর চাকর-বাকর—না—সরকার তাঁবেদার? কি ঠাউরেছ ওঁকে?

রাম। এই যে এসেছ বাছা পুঁটুরাণী? দেখ—দেখ—একবার তোমার মামার দুর্গতিটা—দেখ একবার! জামায়ের ভাত খাই ব'লে কি জমীদারলোকের একটা ইজ্জৎধর্ম্ম নেই!

সুখ। আরে—সকাল থেকে যত মিথ্যে কথা কইতে আরম্ভ ক'রেছে,—তার একটা মাথাও নেই—মুণ্ডুও নেই! উনি নিশ্চয়ই জানেন—কিরণ কোথা! তবু গোলোমাল করে ব'লবেন না।

ছো-গি। হ্যাঁ মামা—তুমি জান—কিরণ কোথায় গেছে?

রাম। কোন গোবরেটার শালা জানে বাছা! তার বাপ চোদ্দপুরুষ নরকে যাক্! যে জানে কিরণ কোথায়—

সুখ। এইমাত্র ব'ল্লেন যে, কিরণ আপনাকে ব'লে কোথায় গেছে, রাত্তিরে সে আস্‌বে না! ব'ল্লেন না?

রাম। ব'ল্লুমই তো! এখনও কি না ব'ল্‌ছি?

ছো-গি। তোমাকে ব'লে গেছে—তোমাকে ব'লে গেছে? কোথায়—কোথায়?

রাম। শ্রীরামপুরে এক বন্ধুর বাড়ীতে রাসের নেমন্তন্ন আছে। সেখানে "বিদ্যেসুন্দর" যাত্রা হবে রাত্রে,—ব'লেছে—হয়তো ফিরতে পার্ব্বে না!

সুখ। সাধ করে কি রাগ হয় ছোট বৌ? আমাকে ব'ল্লেন যে, বদ্যিবাটীতে গেছে—

রাম। গেছেই তো বাবা! শ্রীরামপুর আর বৈদ্যবাটী কত তফাত্? এপাড়া—ওপাড়া।

ছো-গি। যাক্—তবু কতকটা নিশ্চিন্তি! আমি সমস্ত রাত ভেবে মরি! কত দুঃস্বপ্নই না দেখেছি কাল! ব'লে গেছে তোমায়?

রাম। গেছে বই কি! সে কি না ব'লে যাবার ছেলে? আরও ব'ল্লে যে, আজ বিকেলে ৩।৪৫ মিনিটের ট্রেণে কলকাতায় আস্‌বে। তাই বাবাজির কাছ থেকে মোটরখানা চাইছিলুম—

সুখ। এই বেলা ৯টার সময়? যাক্—আপনি মামাশ্বশুর—আপনার কথায় কাণ না দেওয়াই ভাল! হ্যাঁ—ভাল কথা! পাকাদেখার

খরচের জন্তে আপনার ভাগ্নীর কাছ থেকে যে ৫০০ ্ টাকা নিয়েছিলেন,—ওকে ফেরৎ দিয়েছেন?

রাম। হ্যাঁ—সেই রাত্রেই!

ছো-গি। কই—কবে মামা?

রাম। ঐ! সে টাকা যে কিরণ ভায়া তোমাকে দেবার জন্য নিলে! ফেরৎ দেয়নি?

ছো-গি। না—আমাকে দেয়নি তো! সে যে ব'ল্লে—তোমার কাছে আছে, তুমি বাবুকে দোবো ব'লে রেখেছ!

রাম। মাইরি—মাইরি—কোন্ চণ্ডাল মিছে কথা কয়! সে টাকা কিরণ ভায়া আমাকে ছুঁতেই দেয়নি! এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে ব'ল্‌ছি পুঁটুরাণী—

(ছোটগিন্নির পদস্পর্শ করিতে অগ্রসর)

ছো-গি। ছি—ছি—দুর্গা—দুর্গা—কি কর মামা? ভাগ্নী আমি—

(রামলোচনকে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)

রাম। জামায়ের টাকা আমি নিই? ও গোরক্ত—ব্রহ্মরক্ত—ও— ও—বিষ্ঠে! ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা! জামায়ের জিনিষ শ্বশুর হয়ে যে স্পর্শ করে, সে শালা তো বেজন্মপুত্তুর! সে গাধাকা বাচ্ছা!

জান মহম্মদ সফারের প্রবেশ।

জান। হুজুর! মোটর হাজীর!

হুগে। জান্ মহম্মদ! কাল দাদাবাবুকো কাঁহা লে গিয়া থা?

জান। হাঁ হুজুর! কাল সাম্‌কো থোড়া আগাড়ী—দাদাবাবুকো মোটরমে লে গয়িথি! ইয়ে বুড্‌ঢা দাদাবাবুভি সাথ্‌মে গিয়া রহা—

রাম। আমি? কাল? কখন? কই না! কাল? না মিঞাজান! আমি না তো—

জান। হাঁ—জরুর! আপ্‌নে আর দাদাবাবু গারিজ্‌সে মোটর লেকে—উও রামবাগানকা মোড়পর চলা গিয়া! দাদাবাবু হুঁই উতার গিয়া,—আব্‌ মোটরমে চলা আয়া!

সুখ। শুন্‌লে ছোটবৌ—তোমার মামার কীর্ত্তি? এত বড় মিথ্যাবাদী পাজী—বদমায়েস বুড়ো—আমি বাবার বয়সে কখনো দেখিনি! জান্‌ মহম্মদ! কোন মোকামকে দাদাবাবু গিয়া—তোম্‌ দেখা?

জান। নেহি বাবু! সো হাম্‌ নেহি দেখা?

রাম। কারুর বাড়ীতে যায়নি! ঐ পথ দিয়ে একজন বন্ধুর মড়া নিয়ে যাচ্ছিল—তাদের সঙ্গে—

সুখ। নিকালো—নিকালো আমার বাড়ী থেকে। আভি নিকালো! তোর মামাশ্বশুরের নিকুচি ক'রেছে! আমারি খাবে—আমারি ছেলের সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে?

রাম। তা—আমিতো কিছু জানিনে বাবা! কিরণ ব'ল্লে—এইখেনে আমার দরকার আছে।

সুখ। বেরোও বল্‌ছি—এখুনি বেরোও? কোন কথা আমি শুন্‌তে চাইনা! ছোটবৌ—তুমি বাড়ীর ভেতর যাও!

রাম। ওমা পুঁটুরাণী—বাবাজিকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা কর মা! বুড়ো বয়সে কোথায় যাই—

ছো-গি। তা আমি কি ক'র্ব্বে মামা? যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল! তুমি এত মিথ্যাবাদী মামা—তা জানতুম না! আমার বাড়ীতে ব'সে—আমারই ছেলের পরকাল খাচ্ছ? যাও—ভাল চাওতো, কিরণ কোথায় গেছে—খুঁজে নিয়ে এস?

রাম। যাচ্ছি বাছা, এখনিই যাচ্ছি! যেমন ক'রে হোক্—সন্ধান ক'রে নিয়ে আস্‌ছি!

সুখ। ওকে আমার তিলার্দ্ধ বিশ্বাস নেই! জান্ মহম্মদ! এ বুড্‌ঢাকো মোটরমে লে যাও! দরোয়ানকো ভি সাথমে লেও! তুম্ ইন্‌কো সাথ্ ঢুড়কে দাদাবাবুকো জল্‌দী লে আও।

জান। বহুত আচ্ছা! আইয়ে বুড্‌ঢা দাদাবাবু!

রাম। হায় হায়—বুড়ো বয়সে এত কর্ম্মভোগও অদৃষ্টে ছিল? বিশহাজার বার ছোঁড়াকে ব'ল্লুম যে—"ওরে দাদা, ওসব কুপল্লিতে যাস্‌নি"—বাবা শুন্‌লে রাগ ক'র্ত্তে পারে। ছোঁড়া কি হিত-কথা শোনে গা? দেখ দিকি আমার কি কর্ম্মভোগ!

[জান মহম্মদ ও রামলোচনের প্রস্থান।

সুখ। ছোটবৌ! আমার কথা শোনো—ও বেটা বুড়োকে এখান থেকে তাড়াও,—তাড়াও! নইলে, সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে! তোমার ছেলেটীর দফা রফা ক'র্ত্তে বসেছে!

ছো-গি। বুড়োমানুষ যাবেই বা কোন চুলোয়?

সুখ। তা ব'লে জেনে শুনে কালসাপ ঘরে রাখবে? ছেলেকে কোথায় রেখে এসেছে—বুঝ্‌তে পেরেছ? রামবাগানে কোন বেশ্যাবাড়ী!

ছো-গি। না—না—বুড়ো মিন্‌সে—আজ বাদে কাল ম'র্ত্তে যাবে! ও কি তা পারে গা?

সুখ। আমি দরোয়ানকে—সকলকে ব'লে দিচ্ছি—খবরদার যেন ও আমার বাড়ীর চৌকাট মাড়াতে না পায়। এতে তুমি যাই বল—আর যাই কর!

বামুনঠাকুরাণীর বেগে প্রবেশ।

বা-ঠা। গিন্নিমা—গিন্নিমা! বাবু—বাবু! রক্ষে করুন—রক্ষে করুন!

সুখ ও ছো-গি। কি—কি—কি হয়েছে বামুনমা?

বা ঠা। মেরে ফেল্লে মা,—বৌদিদি মেরে আমার গতর চূর্ণ করে দিয়েছে মা! চাবুকের বাড়ী মেরেছে,—এই দেখনা—পিট্‌ ফেটে গেছে—

(রোদন ও পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন।)

চাবুকহস্তে লবঙ্গলতার প্রবেশ।

লবঙ্গ। কোথায় গেল হারামজাদী! আজ চাব্‌কে তার পিঠের ছাল-খানা তুলে নোবো—

বা-ঠা। বাবু—বাবু—রক্ষে করুন—রক্ষে করুন! আমি এখুনি এ বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছি!

সুখ। ছি—ছি বৌমা—বাইরে এসে এমন ক'র্ত্তে আছে কি বাছা?

ছো-বৌ। বলি—হ'ল কি ছাই? অ বৌমা—একটু ঠাণ্ডা হও বাছা! কি—ব্যাপার কি—আমাকে বল দিকি!

লবঙ্গ। অমন ছোটলোক বাম্‌নি বাড়ীতে রাখে? আমাকে অপমান করে—ওবেটীর এত বড় আস্পর্দ্ধা—

বা ঠা। কিছু অপরাধ করিনি মা—কিছু অপরাধ করিনি! উনি বিছানায় শুয়ে আমাকে ওপর থেকে হুকুম ক'ল্লেন, বামুনদিদি! আমার চা তৈরী করে দিয়ে যাও!

ছোট বৌ। তা—চা'টা তৈরী করে দিলে না কেন?

বা-ঠা। চা তৈরী করে দিয়েছিলুম মা! ঝিয়েরা কেউ কাছে ছিলনা,—আর আমারও রান্না ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে দেরী হ'য়ে গেল,—অপরাধের ভেতর চা একটু জুড়িয়ে গিয়েছিল! যেই কাছে নিয়ে গেছি—এক চুমুক খেয়েই সেই গরম চা'টা আমার মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে ঢেলে দিয়ে ব'ল্লে—"হারামজাদী! এতক্ষণ বাদে ঠাণ্ডা চা নিয়ে এলে!"

লবঙ্গ। আর তুমি তার উত্তরে আমায় কি ব'ল্লে—বদমায়েস্ মাগী—

বা-ঠা। আমি রাগের মাথায় ব'লেছি মা,—"বাছা! মেয়েমানুষের অত তেজ ভাল নয়। শিগ্‌গিরই প'ড়তে হবে—"

লবঙ্গ। ব'ল্লে না—"উঃ—যেন লাট সাহেবের বেটী!" তোমাকে চাব্‌কে আমি আধ্‌মরা ক'রে ছাড়তুম! কেবল,—পালিয়ে বেঁচে গেলে!

সুখ। ছোট বৌ! এদের বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও। ছিঃ বৌমা—বামুনদিদির গায়ে হাত তুল্‌তে আছে? ও কিরণকে এতটুকু থেকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে—

লবঙ্গ। আমাকে ত আর কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেনি! আর যদিই বা ক'র্ত্ত—তা ব'লে গরীব ছোটলোক—চাকরাণী—দাসী—বাঁদী—মনিবকে অপমান ক'র্ব্বে? ওকে এখুনি বিদেয় করুন,—নইলে এ বাড়ী থেকে আজই আমি চ'লে যাব!

বা-ঠা। তাড়াতে হবেনা—আমি নিজেই যাচ্ছি।

ছো-বৌ। এ তো তোমার অন্যায় কথা বামুন মা। চ'লে যাব—ব'ল্লেই কি চ'লে যাওয়া হয়? আমাদের রান্নাবান্না তাহ'লে আজকে কে ক'র্ব্বে? তোমার রাগ হ'য়েছে ব'লে—আমরা সাতগুষ্টি উপোস ক'র্ব্ব নাকি?

বা-ঠা। তা'বলে বামুনের মেয়ে হ'য়ে, এই রকম চোকের মার খেয়ে তোমার বাড়ী কাজ ক'র্ব্ব কি ক'রে মা?

ছো-বৌ। ছেলেমানুষ—যদি রাগের মাথায় এক ঘা মেরেই থাকে,—বুড়ো মাগী হ'য়ে তা কি একদিন সইতে পারনা? এত আয়েসী যদি বাছা, তাহলে রাঁধুনীবিত্তি ক'র্ত্তে এসেছ কেন?

বা-ঠা। তা বটে মা! রাঁধুনীবিত্তি কর্ত্তে এসেছি ব'লে, চাবুক্ খেয়ে থাকৃতে হবে? আমি চাইনা মা—এখানে আর এক দণ্ড থাকৃতে! বৌ-দিদি! বেশ ক'রেছ—মেরেছ! আমি দুঃখিনী রাঁড়িবাল্‌ভি, অনাথা,—পেটের দায়ে বামুনের মেয়ে হয়ে, গতর খাটাতে এসে চাবুক খেয়ে গেলুম! তোমাকে আর কি শোধ দোব্বো মা? যদি ভগবান থাকেন—তিনিই এর শোধ দেবেন! তেরাত্তির পোয়াবেনা—তেরাত্তির পোয়াবেনা।

[বামুন ঠাকুরাণীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

লবঙ্গ। তবেরে হারামজাদী! বাড়ীতে ব'সে শাপমন্নি দিচ্ছ? দরোয়ান! পাকৃড়াও বেটীকো—

সুখ। ছি—ছি—মা—বাড়ীর ভেতর যাও! অতটা রাগ কি বউ-মানুষের ভাল?

ছো-বৌ। চল—চল—বৌমা—আমি চা ক'রে দিচ্ছি! আজ দেখ্‌ছি আমাকেই হাঁড়ী ঠেল্‌তে হবে।

লবঙ্গ। কেন? তোমাকে হাঁড়ী ঠেল্‌তে হবে কেন? গিন্নিমা, ছোট্ ঠান্‌দি—এঁরা সব বাড়ীতে আছেন কি শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গেল্‌বার জন্যে? তাঁদের দিয়ে রাঁধাও।

ছো-বৌ। তা'রা কি পার্ব্বে? একজন চোখে দেখ্‌তে পায়না, একজন বুড়ো ঠুক্‌ঠুকে,—নড়ে বস্‌তেই একবেলা কেটে যায়!

লবঙ্গ। তা হোক্—তারাই রাঁধবে! নইলে—যে যার পথ দেখুক!

সুখ। আজকের দিনটা ছোটবৌ—তুমিই কষ্ট করে রাঁধো,—নইলে খাওয়া হবেনা কারুর—

(নেপথ্যে অজয়)—ছোটকাকা—ছোটকাকা—

সুখ। যাও—যাও—বৌমা! বাড়ীর ভেতর যাও! গিন্নি! তুমিও যাও—অজয়ের সঙ্গে কে রয়েছে বোধ হয়!

[ছোটবৌ ও লবঙ্গের প্রস্থান।

সুখ। কে হ্যাঁ—অজয় নাকি? এসো—এদিকে এসো! এই দালানে আমি আছি—

অজয়ের প্রবেশ।

কি হে অজয়? ব্যাপার কি?

অজয়। ছোট কাকা—সর্ব্বনাশ হয়েছে—

সুখ। কি—কি ব্যাপার কি?

অজয়। কিরণ খুনের চার্জ্জে ধরা পড়েছে!

সুখ। সে কি! কিরণ? আমার ছেলে কিরণ? খুনের চার্জ্জে? কবে? কখন্? মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা!

অজয়। মিথ্যে কথা নয় ছোটকাকা—সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে চালান হয়েছে।

সুখ। চালান হয়েছে? আমার ছেলে? কিরণ? মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা। কবে—কবে?

অজয়। কাল সন্ধ্যের সময়—ফ্লোরা নামে এক বেশ্যার ঘরে—

সুখ। হতেই পারেনা—হতেই পারেনা! আমার ছেলে খুন করেছে? এ সব সাজস—পুলিশ মিছে ক'রে তা'কে ধরেছে!

অজয়। কাকাবাবু! ঠাণ্ডা হোন! খুনের চার্জ্জে তো পড়েছে—এখন আপনি না ব'ল্লে চ'ল্‌বে কেন? Then and there arrest হয়েছে—ছোরা শুদ্ধু! সে ঘরে আর কেউ ছিল না,—কেবল তিনিই উপস্থিত ছিলেন। বিস্তর লোক সাক্ষ্যি জুটেছে! তা'রা ব'ল্‌ছে—কিরণ বাবুই খুন করেছে।

সুখ। (ভূতলে উপবেশন) কি ভয়ানক! অজয়! শেষে—আমারই ছেলেকে arrest ক'ল্লে! কোন দোষের দোষী নয় সে,—নিরীহ ভালমানুষ—

অজয়। আপনি ভাল মানুষ বল্লে শুন্‌ছে কে বলুন? বেশ্যাবাড়ী গিয়েছিলেন,—তার সিন্দুক খুলে হাজার টাকার নোট এক তাড়া নিয়েছেন,—তা শুদ্ধ ধরা পড়েছেন!

সুখ। সে তার নিজের টাকা—কাল বাড়ী থেকে নিয়ে বেরিয়েছিল! তার সাক্ষ্যিও আছে! অজয়! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, পুলিশ

মিছিমিছি তাকে গ্রেপ্তার করেছে! আমাকে ভয় দেখিয়ে তোমরা ২০।২৫ হাজার টাকা বাগিয়ে নিয়ে যেতে চাও! হা—হা—হা—হা—আমি সুখদাস মুখুয্যে,—আমি তোমাদের মত অনেক ঘুঘু চরিয়ে খাই—

অজয়। ছোটকাকা! এ আপনি কি ছেলেমানুষী ক'চ্ছেন?

সুখ। তুমি যাও—যাও—অজয়, তোমাদের চালাকি—আমি ট্যাঁকে গুঁজে রাখি। আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ? আমি এখুনি মিনি পয়সায় আমার ছেলেকে খালাস ক'রে আনব! দেখিয়ে দোবো—সুখদাস মুখুয্যের ক্ষমতা!

অজয়। তাই করুন ছোটকাকা! কিন্তু মনে রাখবেন, এর পরে একদিন সকলে মিলে পুলিশের পায়ে পড়ে আছাড় পিছাড় খেতে হবে! তখন It will be too late!

বেগে ছোটগিন্নির প্রবেশ।

ছো-বৌ। যাস্‌নি—যাস্‌নি বাবা অজয়—বাবুর ওপোর রাগ ক'রে যাস্‌নি! ওগো—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো! ওগো! তোমার পায়ে পড়ি—এই বেলা অজয়ের সঙ্গে যাও! ওগো নইলে—আমার এক ছেলে—আমার বংশের দুলাল যে যায় গো—

সুখ। ছোটবৌ! বাড়ীর ভেতর যাও ব'ল্‌ছি—এখুনি বাড়ীর ভেতর যাও! আমি এখুনি তোমার ছেলেকে খালাস করে এনে দিচ্ছি! শুধু শুধু তুমি আমাকে পাহারাওলা, ইন্‌সপেক্টারের খোসামোদ ক'র্ত্তে বল? আমি বড়লোক—আমার কি একটা মান ইজ্জৎ নেই ব'ল্‌তে চাও?

অজয়। ছোটকাকি! ছোটকাকাকে নিশ্চয় শনিতে ঘেরেছে!

[অজয়ের প্রস্থান।

ছো-গি। ওরে বাবারে—কিরণরে আমার! ওরে—তোকে পুলিশে ধরেছে বাবা! খুনী ব'লে হাতে হাতকড়ী দিয়েছে—বাপ্ আমার!

সুখ। ছোটবো! চেঁচিওনা—চেঁচিওনা—সবাই শুন্‌তে পাবে; আমার মাথা কাটা যাবে! চুপি চুপি ঘরে গিয়ে কাঁদ'গে,—আমি এখুনি কিরণকে খালাস ক'রে নিয়ে আস্‌ছি—

ছো-গি। হ্যাঁগা—পারবে? পারবে? বাছাকে এখুনি নিয়ে আস্‌তে পারবে? বল—বল—আমার মাথা ছুঁয়ে বল—তোমার পায়ে পড়ি—বল!

সুখ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এখুনি যাব আর তা'কে নিয়ে আস্‌বো!

লবঙ্গলতার প্রবেশ।

লবঙ্গ। হাজার পঞ্চাশেক টাকা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন বাবা,—নইলে কিছুতেই খালাস্ ক'রে আন্‌তে পার্ব্বেন না! টাকা—টাকা নিয়ে যান্ বাবা,—এ সময় টাকার মায়া ক'র্ব্বেন না!

সুখ। কিছু দরকার নেই মা—আমি গেলেই তা'কে নিয়ে আস্‌তে পার্ব্ব! এক পয়সা খরচ হবেনা! তুমি গিন্নিকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও—

পিসিমা ও ছোটঠান্‌দির প্রবেশ।

(উভয়ে)—ওগো—কি সর্ব্বনেশে কথা শুনি গো! ওরে কিরণরে—

সুখ। সর্ব্বনাশ ক'র্লে দেখ্ছি। গেল—গেল—মানইজ্জৎ সব গেল! গিন্নি! আমি বাড়ী থেকে পালাই—

[সুখদাসের প্রস্থান।

উভয়ে। ওগো—পুলিশে ধরেছে গো—ওরে কিরণরে—

[ছোট-গিন্নি ও পুরবাসিনীগণের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

লবঙ্গ। যত ছোটলোকের মরণ হয়েছে এই বাড়ীতে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দীনদাসের বাটীর সম্মুখ।

সিধু ও তাহার সহচরত্রয়।

১ম। তোমার মতলব খারাপ—আমি বুঝ্তে পেরেছি সিধু বাবু!

সিধু। আঃ—চেঁচাচ্ছ কেন বাইরে দাঁড়িয়ে? চল—ঘরের ভেতর চল।

২য়। ঘরের মধ্যে গিয়ে কি ক'র্ব্ব? শুনতে পাচ্ছি—আজকালের ভেতর তোমাদের বাড়ী দোস্‌রা লোক দখল ক'র্ব্বে,—তোমরা বাড়ী ছেড়ে স'রে প'ড়বে—

সিধু। না—না—বাজে কথা শোনো কেন? এ বাড়ী আমাদের নেয় কোন্ শালা?

৩য়। ও সব বুঝিনা আমরা! আমাদের বখ্‌রা যা বাকী আছে,—আজই চুকিয়ে দাও—

সিধু। কি ক'রে আজই চুকিয়ে দোবো? গয়নাগুলোর একখানাও তো আজও বেচ্‌তে পারিনি,—৫খানা হাজার টাকার নোট রয়েছে—ভাঙ্গানো হয়নি—

১ম। সে আমরা কি জানি? তোমার কাছে সব জিম্মা রেখেছি;—কথা ছিল,—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে—তুমি গয়না বেচে—টাকা ভাঙ্গিয়ে—সব ভাগবাটুরা ক'রে দেবে—

সিধু। গয়না বেচ্‌তে না পাল্লে কি হবে? আর ঐ হাজার টাকার নোট নিয়ে যাই বা কোথা?

২য়। আজ দু'তিন মাসে গয়না বেচা হ'লনা—শালা জোচ্চোর?

সিধু। খবরদার রোস্তোম—মু-সামারকে বাৎ করো—

২য়। আরে যা—যা—শালা চোট্টা বাঙ্গালী! শালা গয়না টাকা লিয়ে ভাগবার মতলব! আমাদের ফাঁকি দিয়ে স'রে পোড়বে? জানুসে মার ডালেগা—

সিধু। তবে রে শালা—(২য়ের গলা টিপিয়া ধরণ)

১ম। আরে আরে—এ কেয়া? আরে—ছোড় দেও সিধু বাবু—কেয়া করতা ভাই?

৩য়। আরে এ রোস্তম মিয়া—তোম কি বাউরা হোগিয়া—না কেয়া? (উভয়ের ছাড়াছাড়ি করাইয়া দেওন) আপ্‌না আপ্‌নির মধ্যে কেজিয়া ক'ল্লে সব মাটী হ'য়ে যাবে,—সব গোলমাল হ'য়ে যাবে!

সিধু। বেটারছেলে মিছিমিছি আমার বদনামি ক'চ্ছে দেখ দিকি! আমাকে যদি বিশ্বাস না হয়,—তাহ'লে রেখেছিস কেন আমার কাছে শালারা? যা—নিয়ে যা তোদের টাকা গয়না! চল্—এখনি দিচ্ছি—

১ম। আরে না—না—ভাই—তুমি ও পাগলের কথায় গোসা কোরোনা! কোকিনের কারবারের জন্যে কালই ওর দুহাজার টাকার জরুরী দরকার—

সিধু। টাকা কি আমার বাবার ঘর থেকে দোবো নাকি? গয়না বেচ্‌বার কি আমি কম চেষ্টা ক'চ্ছি? এই যে খুচ্‌রো টাকা দু'হাজার ছিল,—ছোট ছোট কুঁচো কুঁচো গয়না ছিল,—এ সবের কি পাইপয়সা বখরা দিইনি?

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সে তো ঠিক কথা—

১ম। যাক্ ভাই সিধু বাবু—তুমি একটু বেশী চেষ্টা ক'রে—যাতে শিগ্‌গির হয়—তা ক'রে দাও। কেন না—আমাদের সকলেরই টাকার বিশেষ দরকার! সে তো তুমি বুঝ্‌তেই পাচ্ছ—

সিধু। বুঝ্‌ছিনি আর? আচ্ছা—দেখি—আর একটা উপায় আছে! ঐ যে ভিখিরী বেটী আসে,—সে বেটীর অনেক বড়লোকের বাড়ী যাতায়াত আছে! সে বেটীর ঘাড় দিয়ে—একবার গয়না-গুলো বেচ্‌বার চেষ্টা ক'রে দেখি!

১ম। সেকি?—বেটী যদি সব ফাঁস ক'রে দেয়?

সিধু। আরে না—না! সে বেটীর বাবার ওপর ভারী দরদ। তা'কে ভাঁওতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেই হবে যে, এসব আমার রোজগারের

টাকা থেকে তৈরী! বিয়ে টিয়ে ক'রে সংসারী হবার জন্যে গয়না গুলো গড়িয়েছিলুম, এখন বাবার কষ্ট দেখে গয়নাগুলো বেচে টাকা বাবাকে দোবো ; ব্যস্—তাহ'লেই বেটী জল হয়ে যাবে—আর কোন কথা কইবেনা!

৩য়। তা ভাই—যা ভাল বোঝো কর! তুমি ভদ্রলোক—ভাল ঘরের ছেলে,—গয়না বেচা তোমার যত সুবিধা হবে—তত কি আমাদের হবে? আচ্ছা—আচ্ছা—আমরা তবে এখন আসি,—রাত্রি দশটার পর দেখা ক'র্ব্ব—

[সহচরগণের প্রস্থান।

সিধু। আঃ—গয়নাগুলো বেচ্‌তে পাল্লে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে! নইলে, বাড়ী তো শুন্‌ছি আজকালের মধ্যেই ছোট কাকা দখল ক'র্ব্বে। ছেলেটা ম'র্ত্তে ব'সেছে, শালার তবু এখনও পরের বিষয় ফাঁকি দেবার মতলব! আঃ কিরণ মুখুয্যের মাম্‌লায় যা' হয় একটা হ'লে হয়। ফাঁসি—দ্বীপান্তর—যা হয় কিছু—

[সিধুর প্রস্থান।

মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে বিধুর প্রবেশ।

বিধু। ফ্লোরা বেটী মরেছে—বুকে বড্ড দাগা পেয়েছি বাবা! যত দোষ আমার মাগ শালীর! হতচ্ছাড়ী পুড়ে মর্ব্বার আর দিন পেলেনা! ঐ অজয় শালা গিয়ে খবর না দিলে আমি কি সেখান থেকে চলে আসি? আ—ফ্লোরাকে আমার খুন করে?

ওঃ,—কোন্ শালা খুন্ ক'ল্লে? ঐ—ঐ শালা কিরণ! বেড়ে হ'য়েছে—বেড়ে হ'য়েছে! এই—কে তোরা? ওঃ—পদী—

বাটীর অভ্যন্তরে সদরদ্বার খুলিয়া পদ্ম ও ভিখারিণী দাঁড়াইল।

পদ্ম। কি ব'ল্‌ছ বড়দা!

বিধু। কি ব'লব আবার? তুই বেরো! এই শোন্—শোন্—গোটা দশেক টাকা দে দিকি! তুইতো এখন বড়মানুষের মাগ হ'য়েছিস্—সে শালার ঢের পয়সা—দে—দে গোটা পঞ্চাশেক টাকা—

ভিখা। চল দিদিমণি বাড়ীর ভেতর—এ অবস্থায় ওর সাম্‌নে দাঁড়ানো উচিৎ নয়!

(পদ্ম প্রস্থানোদ্যতা)

বিধু। এই পদী—কোথা যাচ্ছিস্?

ভিখা। যাচ্ছে তোমার কাছ থেকে দুশো হাত তফাতে—যাও দিদিমণি! এখানে দাঁড়িওনা—যাও ব'ল্‌ছি—

[পদ্মর প্রস্থান।

বিধু। কি বেটী ভিখিরী! আমার বোন্‌কে তুই আমার সাম্‌নে থেকে যেতে বলিস্? ভায়ের কাছ থেকে বোন্ চলে যাবে—তুই এত বড় কথা বলিস্?

ভিখা। তোমার এখন যা অবস্থা—এ অবস্থায় তোমার সাম্‌নে থেকে মা-মাসিরা পর্য্যন্ত পালিয়ে যাবে,—তা—বোন্! ছিঃ—লজ্জাও করেনা? গলায় দড়ি জোটেনা? যাওনা—যে পথে স্ত্রী গেছে—

সেই পথে যাওনা,—খানিকটা কেরোসিন তেলের ওয়াস্তা বইতো নয়!

বিধু। কি রেটী ভিখিরী—ছোটলোক? আমার বাড়ী বসে আমায় আবার গাল দিচ্ছিস্? তোকে খুন ক'র্ব্ব—

ভিখা। ভদ্রলোকের ছেলে—ব্রাহ্মণের ছেলে,—এতদূর অধঃপতন যে তার হ'তে পারে,—তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি! পেটে অন্ন নেই,—থাকবার ভিটে নেই,—যত্ন কর্‌বার—'আহা' বলবার একটী লোক নেই! স্ত্রীকে হত্যা ক'রেছ,—মায়ের মরণ ঘটিয়েছ,—বাপকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রেছ,—তবু এখনও চৈতন্য হ'ল না! ভদ্রলোকের ঘরে জন্মেছিলে কেন? হাড়ী মুদ্দোফরাসের ঘরে জন্মাতে পারনি?

[ভিখারিণীর প্রস্থান।

বিধু। না—মাইরি ব'ল্‌ছি আমার রাগ হ'চ্ছে, এ বেটীকে মারবো—নির্ঘাৎ একদিন পিট্‌বো! বেরিয়ে আয় বেটী,—মারেঙ্গা—

সিধুর প্রবেশ।

এই সিধে! তুই তো আজকাল বড়মানুষ,—দে দিকি একশো টাকা! কাল দোবো—মাইরি—

সিধু। চালাকি পেয়েছ বড়দা'? সে দিন ইসুক্‌ খাঁর কাছ'থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করিয়ে দিলুম,—ব'ল্লে "সন্ধ্যের পর দোবো"—আজ ১৪।১৫ দিন হ'য়ে গেল,—বাড়ীও আসনা,—দেখাও দাওনা—টাকা দেবার নামও নেই!

বিধু। সে টাকা দিইনি? এ্যাঁ—মাইরি?

সিধু। ম্যাত্‌লামি ক'র্ব্বার আর জায়গা পাওনি? সে টাকা দিয়েছ? জোচ্চোর।

বিধু। কি র‍্যাস্‌কেল্‌ বড় ভাইকে জোচ্চোর? জুতিয়ে শালার মুখ ভেঙ্গে দোবো—

(সিধুর গলা ধরিয়া চপেটাঘাত)

সিধু। ভাইকে শালা? আবার তার ওপর গায়ে হাত? তোর দাদার নিকুচি ক'রেছে—(আছাড় মারিয়া বিধুকে ভূপাতিত করণ এবং বুকের উপর বসিয়া প্রহার)

বিধু। খুন ক'র্ব্ব—শালার বেটা শালা—

সিধু। (প্রহার করিতে করিতে) ফের্‌ গালাগাল? আজ তোকে জাহান্নামে পাঠিয়ে তবে আমার কাজ। দেখি,—তোর কোন্‌ বাবা রক্ষে করে—

যাদব, মাধব, সুবোধ, কৃষ্ণ, ললিত, পদ্ম ও ভিখারিণীর বাটীর ভিতর হইতে প্রবেশ।

ভিখা। খুন ক'ল্লে—খুন ক'ল্লে—

পদ্ম। ও ছোড়দা—ও সেজদা—মেজদাকে ধর—ধর—

সুবোধ। (সিধুকে ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া) কি ক'রছো মেজদা?

সিধু। ছেড়ে দে আমায়—ওকে আজ যমের বাড়ী পাঠিয়ে তবে আমার কাজ—

ভিখা। দিদিমণি! শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে এসতো—

(পদ্মর তাড়াতাড়ী জল আনিয়া বিধুকে শুশ্রূষা করণ)

দীনদাসের প্রবেশ।

দীন। বাঃ—সুখের সংসার! সংসারের চরম সুখ ভোগ ক'চ্ছি! চমৎকার! চমৎকার! একটা খুন হয়নি? একটাও না? আমি মনে ক'ল্লুম—হ'য়ে গেছে! আমার সুখের সংসারে ঐটী বাকী আছে যে—

সিধু। আমার টাকা ধার নিয়ে জুচ্চুরি ক'ল্লে,—আমাকে যাচ্ছেতাই বাপ-মা তুলে গাল দিলে—আবার মাল্লে,—আমি ছেড়ে দোবো নাকি?

দীন। বেশ করেছ! বড় ভাইকে মেরেছ,—উত্তম করেছ বাবা! বাঙ্গালীর ছেলে কুস্তি ক'রে—বাদামপেস্তা খেয়ে—রাবড়ী মালাই খেয়ে—গায়ে যে শক্তি হয়েছে,—সে শক্তি জানাবে কি বাইরের লোকের ওপর? বাঙ্গালীর গায়ের শক্তির পরীক্ষা হবে বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, অবলা, স্ত্রী দুর্ব্বল আত্মীয় স্বজন, নিদেন নিরীহ চাকর দাসীর ওপোর! বেশ করেছ বাপ আমার! হা—হা—হা—আমার সকল সাধ মিটেছে! কেবল একটা পরম সুখ বাকী আছে,—এই বুড়ো বয়সে একবার ছেলেদের হাতে প্রহার খাওয়া, ব্যস—ঐ'টী হলেই আমি হাসিমুখে স্বর্গে যাই!

সিধু। যত আক্রোশ কেবল আমারি ওপোর! একচোকো ব'লেই এত দুর্গতি তোমার!

[সিধুর প্রস্থান।

দীন। মাতালটা কি ওইখানেই জমি নিলেন ?

বিধু। বাবা—সিধে আমায় মেরেছে কি রকম দেখ—আমি নালিশ ক'র্ব্ব ! তোমায় সাক্ষী দিতে হবে—হ্যাঁ—

[ললিত ও যাদবের বিধুকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান।

দীন। পদ্ম !

পদ্ম। কি বাবা ?

দীন। একটা কথা আমার রাখ্‌বি মা ?

পদ্ম। কি বল বাবা ? তোমার কথা রাখ্‌বোনা ?

দীন। তুই এ বাড়ীতে আর ঢুকিস্ নি ! ঢুক্‌তেও বড় বেশীদিন হবেনা জানি,—তবু যে ক'দিন বাড়ীতে থা'কতে পাব—তুই কিছুতেই এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিস্‌নি।

পদ্ম। অমন কথা বোলোনা বাবা ! বাপের বাড়ী আমার স্বর্গ—

দীন। না—না—না। এ অতি নীচ সংসার—এসব অতি জঘন্য সংসর্গ ! এ সংসারের হাওয়া যেন তোকে না লাগে ! মেয়ে ! তুমিও এসোনা—তুমিও এসোনা। তুমি আমার লক্ষ্মীমেয়ে। অনেক-গুলি অনাথ ছেলেপুলের ভরণ-পোষণ কর তুমি,—তোমার প্রতি মা লক্ষ্মীর খুব কৃপা ! এখানে আসাযাওয়া ক'ল্লে তুমি হয়তো মা লক্ষ্মীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে।

কৃষ্ণ। বাবা ! কেন আমাদের সকলের ওপোর রাগ ক'চ্ছ ? আমি, মাধব, সুবোধ—আমরা তিনজনে চাকরির জন্যে তো যথেষ্ট চেষ্টা ক'চ্ছি—

মাধব। বাবা—বাবা—আমায় বিশ্বাস করুন—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি,—আমার কবিত্বের নেশা ছুটে গিয়েছে! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—আমি কি অন্যায় কাজ এতদিন ক'রেছি! গেরোস্তো গরীব কেরাণীর ছেলে আমি,—আমার ঘরে ভাত নেই,—আমি সে কথা একবার ভুলেও না ভেবে—কবি হবার জন্য লালায়িত হয়েছিলুম! আমি পশু,—পশুরও অধম,—আমি উন্মাদ! আমার দুঃখিনী মা—আমাদেরই ভাবনা ভেবে ভেবে না খেয়ে মারা গেছেন! বাবা—বাবা—আমরা এই ক'জন কুসন্তান মাতৃহত্যাকারী—নারকী—পিশাচ! বাবা—একবার বিশ্বাস করুন। আমি প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি—যদি চাকুরিও জোটাতে না পারি, রাস্তায় রাস্তায় কুলিগিরি—মুটেগিরি ক'রে এনে সংসারকে দু' পয়সা সাহায্য ক'র্ব্ব। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন!

সুবোধ। তোমার পায়ে হাত দিয়ে ব'ল্‌ছি বাবা—আমাদের চোখ খুলেছে—আমরা ক'ভায়ে যেমন করে পারি—তোমাকে সুখী ক'র্ব্বই ক'র্ব্ব!

দীন। সুখী ক'র্ব্বে? আমাকে? বটে—বটে? দীনদাসকে সুখী ক'র্ব্বে—ছেলেরা? সেই বরাৎ ক'রে জন্মেছিলুম বটে! হা—হা—হা—

[দীনদাসের ভিতরে প্রস্থান।

ভিখা। সমস্ত দিন কিছু খাননি—আর একবার চলনা—দুজ'নে চেষ্টা করিগে—

শম্ভু। চল।

ভিখা। (অন্যান্য ভ্রাতাগণের প্রতি) ও দুটো ভাই তো ষাঁড়ের গোবোর হ'য়ে গেল। তোমরা ক'জনে যদি মতিবুদ্ধি ভাল রেখে— বাপের মুখের দিকে চাও,—তাহ'লে:পরে ভাল হবে। বুঝ্‌ছ তো বাপ আর কদিন ? চল—একটু বাপের কাছে ব'সবে—

[সকলের ভিতরে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

স্বদেশসেবিকাগণের গীত।

এমন ক'রে আপন ঘরে—ক'দিন তোমার চ'ল্‌বে ভাই ?
হায় বাঙ্গালী—চিরকাঙ্গালী—(তোমার) দুঃখের দশার অন্ত নাই॥
(তুমি) আপনবাসে পরবাসী, (ঘরে) অন্ন থেকেও উপবাসী ;
যত পরদেশী সর্ব্বগ্রাসী—(তোমার) বাড়া ভাতে দিচ্ছে ছাই॥
(তোমার) আয়ের চেয়ে চারগুণো ব্যয়—বাজারদেনার নাই কামাই,
(তবু) সেদিকে নেই নজর তোমার, (যত) বদখেয়ালি ক'রেছ সার,
(খালি) ভায়ে ভায়ে করছ কোঁদল, মা যে কেঁদে সারা ভাই !
(যত) তুচ্ছ লোকে সবাই মিলে, চোখ রাঙ্গিয়ে যাচ্ছে তাই॥

চাওনা ফিরে দেশের পানে,—জাতির দুঃখ বোঝো প্রাণে,
কোন্‌খানে মূল বিষের গাছের খুঁজেপেতে দেখ তাই ;—
তোমরা যদি মানুষ হও, তা'হলে আর দুঃখ নাই !
বাঙ্গালী ভাই মানুষ হও—তা'হলে আর দুঃখ নাই ! !

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দীনদাসের বাটীর কক্ষ।

দীনদাস।

দীন। কিরণকে শেষে খুনের দায়ে প'ড়তে হ'ল ? যে কাজের যা পরিণাম ! বেশ্যাবাড়ী যাতায়াত ক'ল্লে—একটা না একটা মারাত্মক ফ্যাসাদে প'ড়তেই হবে ! এ আমার বিস্তর জানা আছে। বড়ছেলেটী তো মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মদ খেয়ে,—বেশ্যাবাড়ী গিয়ে,—চরিত্র হারিয়ে,—পরিণামে প্রাণ নিয়ে টানাটানি ! বাঃ—তবু কারুর চৈতন্য হয়না—

গহনা ও টাকার পোঁট্‌লা হস্তে ভিখারিণীর প্রবেশ।

দীন। কি মেয়ে ? কিসের পোঁট্‌লা হাতে মা ?

ভিখা। বাবা! দেখুন দিকি—এ গয়নাগুলো কা'র? মা-ঠাকুরুণের নয়তো?

দীন। গিন্নির? সেকি? চিরদুঃখিনী ছিল সে,—চিরদুঃখী হতভাগা আমি, ছেলেপুলেদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এক একখানি ক'রে নিজের হাতে সব বেচে খেয়েছি! এ সব সে কোথায় পাবে?

ভিখা। তাহ'লে মেজদাদা বাবুরই নিজের জিনিষ—

দীন। মেজদাদা বাবুর গয়না? এ যে সব ভাল ভাল গয়না,—এই যে—নগদ টাকাও চার পাঁচ হাজার! তোমায় কে দিলে মেয়ে?

ভিখা। মেজদাদা বাবু আমাকে গয়নাগুলো বেচ্‌তে দিয়েছেন! আর ঐ হাজার টাকার বড় নোট্‌ কখানা ভাঙ্গাতে দিয়েছেন!

দীন। কা'র এ সব ব'ল্লে?

ভিখা। ব'ল্লেন, রোজগারপাতি ক'রে—না খেয়ে—না দেয়ে—গয়না গড়িয়েছেন,—নগদ টাকা করেছেন—বিয়ে থা ক'রে সংসারী হবেন ব'লে!

দীন। বেচ্‌ছেন কেন?

ভিখা। বাবা! চিরদিন কি ছেলে মন্দই থাক্‌বে? বাপের দুঃখ দেখে ছেলের সুবুদ্ধি হয়েছে। টাকা আপনাকেই দেবে!

দীন। কোথায় বেচ্‌বে তুমি?

ভিখা। শীলেদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। অত নগদ টাকা আর কা'র ঘরে আছে বাবা?

দীন। এত টাকা সিধু রোজগার ক'রে ফেল্লে? বেশ তো?

ভিখা। কা'র দ্বারা কি হয়—কে ব'ল্‌তে পারে বাবা? আপনি তা'হলে অনুমতি দিন,—আমি আমার ছেলেদের ডেকে এনে, এগুলো নিয়ে যাই। এত টাকার জিনিস তো—একা মেয়েমানুষ—রাস্তা দিয়ে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়—

দীন। পোঁট্‌লা নিয়ে—চল দিকি আমার সঙ্গে! ও ঘরে চস্‌মাটা আছে—ভাল ক'রে দেখেশুনে দিই—

[পোঁট্‌লা লইয়া ভিখারিণী ও দীনদাসের প্রস্থান।

অন্যদিক দিয়া সিধুর প্রবেশ।

সিধু। মাটী ক'ল্লে বেটী! সাত তাড়াতাড়ি বাবাকে সব দেখাতে গেল! কি দরকার ছিল বাবাকে এসব দেখাবার? বাবা যে রকম লোক—এখনি হয়তো গোলমাল বাধাবে—

দীনদাস ও ভিখারিণীর পুনঃ প্রবেশ।

দীন। এই যে সিধু! দাঁড়াও—কথা আছে! মেয়ে! এক কাজ কর তো মা! এক খানা ভাড়াটে গাড়ী তোমার কোন লোককে দিয়ে ভাড়া করে পাঠিয়ে দাওতো—

ভিখা। কোথায় যেতে হবে?

দীন। আফিস অঞ্চলে—বড় জুয়েলারদের দোকানে! ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া ক'রে দিতে বোলো—

ভিখা। আচ্ছা বাবা।

[ভিখারিণীর প্রস্থান।

দীন। বড় উপকার ক'র্লি সিধু—বড় উপকার ক'র্লি আমার! গয়নাগাটী, নগদ টাকা,—সবেতে প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা হবে! ওঃ! এই দুঃসময়ে এতটা টাকা যে যোগাড় ক'র্ত্তে পেরেছিস্,—ভগবানকে খুব ধন্যবাদ! আর আমার দুর্ভাবনা কি? তুই আমার যথার্থই সুপুত্রের কাজ ক'র্লি! খুব রোজগার করিছিস্ তো?

সিধু। আমি—আমি—তোমার গে—একা করিনি! আমরা তিন চার জন মিলে করিছি—

দীন। তা হোক্—তবু তো তিন চার হাজার টাকা তোর বখ্‌রায় প'ড়বে? আঃ—আঃ—এতক্ষণে—এতদিনে—আমার একটা মস্ত দুর্ভাবনা গেল! আমার এমন ছেলে,—এমন রোজগারি ছেলে থাক্‌তে আমার দুর্ভাবনা কিসের? তা তুই ও ভিখিরী বেটীকে এ সব গয়না বেচ্‌তে দিচ্ছিলি কেন? ও পর,—ওকি এত টাকার লোভ সাম্‌লাতে পার্ত্ত? এখুনি সবশুদ্ধ নিয়ে পালাতো—

সিধু। তা আর পালাতে হয়না! আমি ওর পেছু নিতুম—লুকিয়ে লুকিয়ে ওর আশে পাশে থাক্‌তুম—

দীন। তা জানি—তা জানি—খুব চালাক তুই—খুব বুদ্ধিমান তা জানি। চুরি করে না পালাক্—অনেক টাকা দস্তুরি নিত! ২১৲ টাকার সোণাকে ১৪৲ টাকা ব'ল্‌তো—তুই তো ধ'র্‌তে পার্ত্তিস্ না! অনেক টাকা ঠকে যেতিস্!

সিধু। ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্ ব'লেছ বাবা! বেটী ভিখিরী মহাচোর! কিন্তু কি করি—অন্য কা'কেও যদ্ ক'রে বিশ্বাস ক'র্ত্তে পাল্লুম্ না!

দীন। আমায় চুপি চুপি ব'ল্লেই হ'ত! আমার সব বড় বড় সাহেব জুয়েলারদের সঙ্গে আফিসের কাজের দরুণ আলাপপরিচয় আছে,—তা'রা বানিশুদ্ধ ধ'রে দেবে। চল্—চুপি চুপি দুই বাপ-বেটায়—গাড়ী ক'রে এ সব নিয়ে বেচে আসি। কেউ জান্‌তে পার্ব্বেনা—কেউ টের পাবেনা!

সিধু। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই চল বাবা! এঃ—এতদিন তোমাকে ব'ল্লে কোন্ কালে কাজ ফতে হ'য়ে যেত!

দীন। যেতোই তো! নগদ টাকাটা সুদে খাটাতে পার্ত্তিস্,—টাকা বেড়ে যেতো! আমি বাপ্—আমি তোর ভাল দেখ্‌বো না? দেখ্‌বো বই কি! তুই আমার রোজগেরে ছেলে—আমার বড় দুঃসময়ের ছেলে—

[সিধুর হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সুখদাসের ড্রইং রুম্। (Drawing Room.)

সুখদাস ও নৃত্য এটর্নি।

সুখ। যাক্—যা হবার হবে! যেমন কর্ম্ম ক'রেছে, ত'ার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে! হতভাগা নিজেও মোলো,—আমাকেও মেরে গেল! আমায় সর্ব্বস্বান্ত ক'রে গেল! উঃ! কি হ'ল—কি হ'ল! কিরণ! আমার ছেলে কিরণ! ফাঁসি যাবে—ফাঁসি যাবে—উঃ—উঃ—

নৃত্য। ফাঁসি না হ'তেও পারে! Transportation for life হওয়াই খুব সম্ভব!

সুখ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও ও কথা। অন্য কথা কও! অন্য কথা কও! নইলে, আমি পাগল হ'য়ে যাব! যাক্—যাক্—মনে ক'র্ব্ব আমার ছেলেপুলে কিছুই হয়নি! আমার কেউ নেই—আমার কেউ নেই। পৃথিবীতে আমার কেউ নেই! আমার স্ত্রী নেই—পুত্র নেই—কন্যা নেই—পুত্রবধূ নেই—আত্মীয় নেই—স্বজন নেই,—আমি একা! যাক্—যেতে দাও ও কথা! কি হ'ল? কি হ'ল? দাদার বাড়ীটা দখল কর্ব্বার কতদূর কি হ'ল?

নৃত্য। দখল নেবার order হয়ে গেছে! দু' একদিনের ভেতরই orderটা বা'র ক'রে আন্‌ছি—

সুখ। যেমন ক'রে পার—যত শীগ্‌গির পার—orderটা বা'র কর! না হয়, আরও দু' পাঁচ্‌শ' খরচ হোক্। আর কিছু নয়,—নিশীথ

বেটাকে অপমান ক'র্ব্ব। বেটা কি ক'রে শ্বশুরের ভিটে রক্ষা করে —একবার দেখে নোবো! বেটা সেদিন আমায় বড্ড অপমান ক'রে গেছে! একঘরে তো ক'রে এনেছি,—দেখি—কে ওর বাড়ীতে ঢোকে!

নৃত্য। আর বড় জোর Fortnight—একপক্ষ ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন,—তা'রপর দেখুন—ওরও কি হাড়ীর হাল হয়! আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি,—শীগ্‌গিরই ওকে একটা সাংঘাতিক ফৌজদারীতে জড়িয়ে ফেল্‌ছি!

সুখ। পাঁচ হাজার টাকা—তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা বখ্‌শিস ক'র্ব্ব—তা' যদি কোন রকমে পার! (হঠাৎ পদ্মকে আসিতে দেখিয়া) ওকে? পদ্ম? এখানে? নেত্যবাবু! তুমি একবার পাশের ঘরে যাওতো—

পদ্মরাণীর প্রবেশ।

পদ্ম। কাকা বাবু! কাকা বাবু! কি সর্ব্বনেশে কথা শুন্‌ছি কাকাবাবু?

সুখ। তুমি—তুমি—তুমি এখানে—আমার বাড়ীতে? কেন? তোমার বাপের বাড়ী ছেড়ে দেবার জন্যে অনুরোধ ক'র্ত্তে এসেছ নাকি পদ্মরাণী? তা' হ'চ্ছে না,—সেটি মনের কোণেও ঠাঁই দিওনা—

পদ্ম। না—না—কাকাবাবু! তা'র জন্যে আমি আসিনি! কিরণ দাদার বিপদের কথা শুনে—আপনাকে সেই সম্বন্ধে একটা অনুরোধ ক'র্ত্তে এসেছি! দোহাই কাকাবাবু—আপনি রাগ ক'র্ব্বেন না!

সুখ। হুঁ—হুঁ—মজা দেখ্‌তে এসেছ—উপহাস ক'র্ত্তে এসেছ? রগড় দেখ্‌তে এসেছ? সর্ব্বনাশ দেখে শ্লেষ ক'র্ত্তে এসেছ? কিছু ক'র্ত্তে পার্ব্বিনি রে বেটী, আমার কিছু ক'র্ত্তে পার্ব্বি নি! আমি সুখদাস মুখুয্যে,—ছেলের জন্যে আমি আত্মহারা হবার পাত্র নই! ছেলে? একটা ছেলের কথা কি বলছিস্? অমন সহস্র ছেলে যদি আমার চ'খের সাম্‌নে ফাঁসিকাঠে ঝোলে,—তবু আমি অচল অটল হ'য়ে থাক্‌ব। হা—হা—হা—আরে বেটি! এখনও তোর কাকা বাবুকে চিন্‌লিনি? যা' চ'লে যা—দূর হয়ে যা—

পদ্ম। কাকাবাবু! আমি বাঙ্গালীর মেয়ে,—আমি হিন্দুর মেয়ে,—আমি কখনও এতটা হীন হ'তে পারিনা যে, বাপের সহোদরের বিপদে উপহাস ক'র্‌তে আস্‌বো! কিরণদাদাকে আমি মার পেটের ভায়ের মত ভালবাসি,—তাঁর বিপদে আমি এত আত্মহারা যে, আপনি হয়ত' আমাকে অপমান ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন—ভেবেও, তাঁর মঙ্গলের জন্যে আপনাকে একটা অনুরোধ ক'র্ত্তে এসেছি! আপনি দয়া ক'রে, আমার সে অনুরোধ রক্ষা করুন।

সুখ। না—না—তোমার কোন অনুরোধ শুন্‌তে চাইনা। তুমি চ'লে যাও, —এখনি এখান থেকে চ'লে যাও। আমার যেন মনে হ'চ্ছে—তোমাদেরই চক্রান্তে আমার কিরণ ম'র্ত্তে বসেছে। তোমার স্বামী, তোমার ভায়েরা, তোমার বাবা, আর কালসাপিনী তুমি, সকলে মিলে কি একটা ষড়যন্ত্র ক'রেই কিরণকে এ খুনের দায়ে ফেলেছ! আমি এর শোধ নোবো।

পদ্ম। না—না কাকাবাবু! এমন কথা ব'ল্‌বেন না—

সুখ। কেন? ভয় নাকি? তোর স্বামীর,—তোর শ্বশুরের দশ বিশ লাখ্ আছে ব'লে—তোদের কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকৃতে হবে নাকি? তোদের সকলকে ভয় ক'রে চ'ল্‌তে হবে নাকি?

পদ্ম। বুঝ্‌লুম কাকাবাবু! আপনি সত্যিই জন্মের মতন আমাদের পরিত্যাগ ক'রেছেন! ভাল,—আমি আপনার বাড়ীতে থাকৃতে আসিনি। আপনি যা ইচ্ছে হয়—আমাকে ব'লুন,—আমার তা'তে কোন দুঃখু নেই। তবে আমার মিনতি,—যখন এত কৌন্সিল উকীল কিরণ দাদাকে রক্ষা ক'র্ত্তে পাচ্ছেন না,—তখন একবার চেষ্টা ক'রে—ব'লে ক'য়ে, যদি আমার শ্বশুরকে কৌন্সিল দিয়ে; এ মাম্‌লায় দাঁড় করাতে পারেন,—তা'হ'লে আমার স্থির বিশ্বাস, কিরণ দাদা এ যাত্রা রক্ষা পাবেন। দেখুন বিবেচনা ক'রে—

[পদ্মর প্রস্থান।

সুখ। বেটীকে নিজের হাতে গলাধাক্কা দিতুম! মানে মানে বিদায় হয়েছে,—ভালই হয়েছে।

নৃত্যবাবুর প্রবেশ।

বুঝ্‌লে নৃত্যবাবু—বেটী আমাকে আচ্ছা এক ব'ড়ের চাল দিয়ে গেল! মতলব বুঝ্‌তে পাল্লে না? বাপের বাড়ীখানা কোন রকমে আমার হাত থেকে ফিকির ক'রে যদি রক্ষা ক'র্ত্তে পারে! কি বল—কথা কইছ না যে?

নৃত্য। মতলব আপনার ভাইঝীর যাই হোক্—কিন্তু—নির্ঘাৎ কথাটা ব'লে গেছে! Case হওয়া পর্য্যন্ত আমারও মনে মনে ঐ কথাটা খুব তোলাপাড়া কচ্ছিল। শুধু আমার কেন? আমাদের Barএর অন্যান্য Council, attorney, উকীল,—সকলেরই ঐ মত, এ কেসে (Case এ) যদি Mr. J. Banerjiকে কোন রকমে একবার দাঁড় করানো যায়, তাহ'লে Capital punishment তো রদ্ হবেই,—উপরন্তু আপনার ছেলের বেকসুর খালাসের 90 per cent chance!

সুখ। না—না—তা' কেমন ক'রে হয়? তা কেমন ক'রে হয়? সে আমি কিছুতেই পার্ব্বনা। যোগেন বাঁড়ুয্যে বেটা নিশীথের বাপ,—যা'কে একঘরে কর্ব্বার জন্যে এত চেষ্টা ক'চ্ছি—তা'কে খোসামোদ ক'রে কৌন্সিলী দাঁড় করাব কিরণের জন্যে? না—না—তা পার্ব্বনা,—তা কিছুতেই পার্ব্বনা। যাক্ আমার ছেলে—হোক্ তার দ্বীপান্তর,—হোক্ তার ফাঁসি,—তবু আমি যোগেন বাঁড়ুয্যের দ্বারস্থ হ'য়ে তা'র কৃপাপ্রার্থী হ'তে পার্ব্বনা! কখনই না—কখনই না—

নৃত্য। সে আপনি পার্ব্বেন না ব'লেই তো—আমি এতদিন আপনাকে বলিনি। থাক্—ও প্রসঙ্গে কাজ নেই,—আমি চল্লেম,—দুজন কৌন্সিলের সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।

সুখ। পরামর্শ যা' ক'র্ত্তে হয়—পরে কোরো নেত্য বাবু। সকল কাজ ফেলে দাদার বাড়ীখানা দখলের orderটা যত শীগ্গির হয়—বার ক'রে দাও। আমি তোমার ফী ছাড়া আলাদা ব'খ্শিস্ ক'র্ব্ব।

নেত্য। তা'হ'লে আপনার ছেলের মামলার চেয়ে এই মামলাটাই বেশী Important ?

সুখ। নিশ্চয়! ছেলে ? ছেলেতো গিয়েছেই! এতকাল মামলা মোকদ্দমা দেখ্ ছি শুনছি,—আমি আর বুঝ্ তে পাচ্ছি না, ছেলের অদৃষ্টে কি আছে ? ছেলে গেছে—গেছে,—কিছুতেই আর রক্ষে নেই!

নেত্য। আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা করুন—একটু ধৈর্য্য ধরুন! যোগেন বাবুকে কৌন্সিল দিলে—

সুখ। না—তা হবেনা! আমি ধনেপ্রাণে ম'র্ত্তে পার্ব্বনা! আমি বুঝছি, এ সব দিন বুঝে দাঁও ক'স্তে এসেছে! ছেলেও যাবে,—মহা-শত্রুর কাছে মাথাও হেঁট হবে। তা' হবেনা—কিছুতেই হবেনা!

নেত্য। (স্বগতঃ) অদ্ভুত জীব বটে!

নেত্যবাবুর প্রস্থান।

সুখ। যোগেন বাঁড়ুয্যে আমার ছেলেকে বাঁচাবে, আমি সেই আশায় তা'র বাড়ী গিয়ে—তার খোসামদ ক'র্ব্ব,—তা'র হাতে পায়ে ধ'র্ব্ব ? হা—হা—হা—হা—

ছোট গিন্নি ও লবঙ্গলতার প্রবেশ

ছো-গি। কেন ধ'র্ব্বে না ? ধ'র্ত্তেই হবে! আমরা শাশুড়ী-বৌয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে সব শুনিছি! পদ্মর কথা, নেত্য উকীলের কথা, তোমার কথা,—সব শুনিছি! বৌমার বাপ, খুড়ো, ভেয়েরা কাল এসে ব'লে গেলেন,—যদি এ সময় যোগেন বাঁড়ুয্যে

কৌন্সুলী দাঁড়ায়,—তাহ'লে কিরণ আমার নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে। ওগো—তোমার পায়ে পড়ি—তাই কর—তাই কর! লোকে ছেলেকে বাঁচাতে আগুনে পর্য্যন্ত ঝাঁপ দিতে পারে! তুমি এ সামান্য কাজ টুকু পার্ব্বে না?

লবঙ্গ। বাবা—রক্ষা করুন—আপনার দুটী পায়ে ধ'চ্ছি—আমাদের রক্ষা করুন। (পদধারণ)

সুখ। তোমরা কি—তোমরা কি সবাই মিলে আমায় পাগল ক'র্ব্বে নাকি?

ছো-গি। তুমি ব'ল্লে যদি তোমার মান নষ্ট হয়—ওগো—আমরা শ্বাশুড়ী বৌয়ে দুজনে গিয়ে তাঁ'র পায়ে ধ'চ্ছি! তা'তে তোমার মান যাবে কেন?

লবঙ্গ। আমরা আপনার নাম পর্য্যন্ত ক'র্ব্বনা বাবা! আমরা আপনাকে না ব'লে গেছি—তাই জানিয়ে দোবো।

সুখ। খবরদার ব'ল্ছি ছোটবৌ,—খবরদার বৌমা,—ভুলেও কখনো অমন কথা মুখে উচ্চারণ কোরোনা! সুখদাস মুখুয্যের প্রতিজ্ঞা বড় ভয়ানক! সমস্ত পৃথিবী ওলোট পালোট হ'য়ে গেলে তা ন'ড়বে না! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি,—আমার ছেলে যাক্,—আমার বিষয় আশয় যাক্,—আমার আপনার লোক যে যেখানে আছে সবাই মরুক,—তবু যেমন ক'রে পারি, আমি ঐ নিশীথকে জব্দ ক'র্ব্ব! যেদিক্ দিয়ে পারি—ওদের অপমান ক'র্ব্ব! হাল্‌ফিল্ দাদার বাড়ীটা দখল কর্ব্বার অর্ডারটা একবার বা'র ক'র্ত্তে পার্লে হয়,—দেখ্‌বে—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, ঐ দীনদাস

মুখুয্যেকে কেমন ক'রে অপমান করি, ঐ বদ্‌মায়েস্ নিশীথের সাম্‌নে? নিজে হাত ধ'রে দীনদাস মুখুয্যেকে—তা'র গুষ্টি-শুদ্ধ—হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে বা'র ক'রে—তা'র ভিটে দখল ক'র্ব্ব।

দীনদাসের প্রবেশ।

দীন। আর তা'র কিছু আবশ্যক হ'বে না সুখদাস—ভাই—সহোদর আমার,—আমি স্বেচ্ছায় বাড়ী ছেড়ে দিয়ে এসেছি! যাও ভাই—দখল করগে! আর ঐ নাও, তোমার ছেলে কিরণ,—আমি উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসেছি—

সকলে। এ্যাঁ—সেকি—সেকি?

সুখ। কিরণ—কিরণ—!

কিরণ, নিশীথ, অজয় ও অন্যান্য লোকজনের প্রবেশ।

ছো-গি। কিরণ—কিরণ—বাবা আমার—বাপ আমার—আবার তোকে ফিরে পেলুম?

কিরণ। (পিতা মাতাকে প্রণামপূর্ব্বক) হ্যাঁ বাবা—হ্যাঁ মা—এই দেবতা জ্যাঠামহাশয়ের কৃপায়—আমি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছি! এস বাবা—এস মা—আমরা সকলে মিলে ঐ দেবতার চরণে প'ড়ে গড়াগড়ি যাই। উনি নিজের ছেলেকে বলিদান দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে আন্‌লেন—

সুখ। এ্যাঁ—এ্যাঁ—সেকি? দাদা—কি ক'ল্লে—কি ক'ল্লে?

নিশীথ। যা কর্ব্বার নয়,—মানুষে যা' না পারে,—না—না—মানুষে কেন? দেবতারাও যে কাজ পারেনা,—মহাপুরুষ তাই ক'রে এলেন; নিজের সর্ব্বনাশ ক'রে, শত্রুর সর্ব্বরক্ষা ক'ল্লেন।

সুখ। সেকি? আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা! কিরণ—কিরণ—কেমন ক'রে উনি তোকে খালাস ক'রে আন্‌লেন?

দীন। উঃ বড্ড ছুটে এসেছি—একটু জিরুই—

সকলে। আপনি বসুন—বসুন—ঠাণ্ডা হোন্—

দীন। না বাবা—কোন ভয় নেই। সুখদাস! কিরণ তোমার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী! প্রকৃত অপরাধী ছিল আমার বাড়ীতে। ভগবানের কৃপায়—সে অপরাধীকে আমি বামালশুদ্ধ গ্রেপ্তার ক'রে পুলিশে দিয়ে, তোমার ছেলেকে উদ্ধার ক'রে এনেছি!

সুখ। অপরাধী তোমার বাড়ীতে ছিল? কে সে?

দীন। আমার মেজ ছেলে সিধু!

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!

দীন। আমি অনেক দিন থেকে সন্দেহ ক'রেছিলুম যে, সে চুরিজচ্চুরী একটা কিছু নিশ্চয়ই ক'চ্ছে! কাল হাতে হাতে তা'র প্রমাণ পেলুম! উঃ—আমার ছেলে এমন হ'ল?—না—না—না—সেতো জানা কথা—

ভিখারিণীর প্রবেশ।

ভিখা। বাবা—বাবা—কি সর্ব্বনাশ আমি তোমার ক'ল্লুম বাবা? কেন আমি সে গয়না তোমাকে দিয়েছিলুম বাবা? মেজদাদাবাবু

আমাকে বিক্রি ক'র্ত্তে দিয়েছিল—কেন আমি তা'কে ফেরৎ দিলুমনা ? [রোদন]

দীন। কেঁদনা মা ! দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—ভগবানই করেন ! তুমি আমি উপলক্ষ্য মাত্র—

অক্ষয়। বড়কাকা ! বড়কাকা ! পায়ের ধুলো দিন—আপনার মত প্রাণ যেন সকল বাঙ্গালীর হয় ! পরকে বাঁচাতে নিজের ছেলেকে—উঃ—ভাব্‌তেও পারা যায়না !

দীন। তা জানি না—তা জান্‌তেও চাই না। তবে, চক্ষের ওপোর দেখ্‌ছি যখন যে, একজন নির্দ্দোষী ফাঁসীকাঠে ঝুল্‌তে চ'লেছে,—আর যে প্রকৃত অপরাধী,—সে তার পাপসহচরদের নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে দিব্যি বুক ফুলিয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে,—এ দৃশ্য দেখে যে বাপ চুপ্‌ ক'রে থাক্‌তে পারে থাকুক্‌, দীন দরিদ্র দীনদাস মুখুয্যে পারে না ! বুকে পাষাণ বেঁধে ছেলেকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজে তা'কে পুলিশের হাতে স'পে দিলুম। প্রাণের দায়ে সে হতভাগা হাউ হাউ ক'রে চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগ্‌লো। কর্ণপাত ক'ল্লুম না—কাণে আঙ্গুল দিয়ে তার কাছ থেকে স'রে এলুম ! আর সেখানে স্থির হ'য়ে থাকৃতে পাল্লুম না—ছুটে পালিয়ে এলুম—উঃ—উঃ—ভগবান !

(ভূতলে বসিয়া রক্তবমন করিতে করিতে হঠাৎ দীনদাস শুইয়া পড়িলেন। সকলেই তাঁহার সেবা করিতে ব্যস্ত হইলেন। মুহূর্ত্ত পরেই দীনদাসের হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল।)

সকলে। কি হ'ল—কি হ'ল—

পদ্মর প্রবেশ।

পদ্ম। বাবা—বাবা—(দীনদাসের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল)।

নিশীথ। কাকে ডাক্‌ছ পদ্ম? তোমার দেবতা পিতা ঐ স্বর্গে—দেবতার আশ্রয়ে গেছেন! ওঁর দেবতার মত অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখে আজ গর্ব্বে আমাদের বক্ষ স্ফীত হ'চ্ছে যে, আমরা এই মহাপুরুষের জাতি বাঙ্গালী!”

সমাপ্ত

শিবমস্তু।